BANGLA POST Year: 20 ♦ Issue: 951 ♦ Friday 20 January - Thursday 26 January 2023

FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা বেড়ে সাড়ে ১২ লাখ!

বিশেষ সংবাদদাতা : কক্সবাজার থেকে কুতুপালংয়ের দূরত্ব প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। পথ দুর্গম হলেও রাস্তা মসৃণ। এই তিরিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে আমাদের ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগলো। কথাগুলো বলছিলেন কিংশুক প্রামাণিক। কিংশুক কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে কলকাতার যে সাংবাদিকরা ঢাকায় গিয়েছিলেন সেই দলের সদস্য ছিলেন কিংশুক। বলছিলেন, কক্সবাজারের কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প দেখার অভিজ্ঞতার কথা। মিয়ানমার সরকার এই রোহিঙ্গাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে এক হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করে বুলেটের নির্মম আঘাতে।

রোহিঙ্গারা বাস্তুচ্যুত হয়। প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা নাফ নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। তখন বাংলাদেশ বুঝতে পারেনি যে আন্তর্জাতিক স্তরে আর কোনও হাত এগিয়ে আসবে না রোহিঙ্গাদের সাহায্য করার জন্য।

সেই থেকে ছ বছর রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের এই কুতুপালংয়ে ক্যাম্প করে আছে।

দশ লাখ থেকে বেড়ে সংখ্যাটি সাড়ে ১২ লাখ হয়েছে।

সম্প্রতি এই উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছে বাংলাদেশ। তাদের আশা, এই সাহায্য তারা পাবে। শেখ হাসিনা --১৬ পৃষ্ঠায়

এবার মেট্রোপলিটন পুলিশে সিরিয়াল ধর্ষক

পোস্ট ডেস্ক : দুই দশক ধরে নির্বিঘ্নে ধর্ষণসহ নানা যৌন অপরাধ করে আসছিলেন লন্ডন পুলিশের এক কর্মকর্তা। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েছেন। অপরাধ স্বীকার করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্রমিক ধর্ষককে গত মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়। খবর এএফপির।

চাকরিচ্যুত পুলিশ কর্মকর্তার নাম ডেভিড ক্যারিক। ১২ নারীকে ধর্ষণসহ একের পর এক অন্যান্য যৌন অপরাধ সংঘটনের কথা তিনি স্বীকার করেছেন। এই স্বীকারোক্তির পরই তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

ক্যারিকের ক্রমিক যৌন অপরাধের ঘটনাগুলো যুক্তরাজ্যবাসীকে হতবাক করে দিয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে ব্যাপকভাবে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ক্ষুন্ন হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুক্তরাজ্যের সরকার দেশটির বাহিনীগুলোতে থাকা এ ধরনের অপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের মূলোৎপাটনের আহ্বান জানিয়েছে। ক্যারিক লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত ছিলেন।

তাঁর স্বীকারোক্তি পুলিশ বাহিনীটির ওপর চাপ বাড়িয়েছে।

দুই বছর আগে বাহিনীটির অপর এক কর্মকর্তা এক তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণ ও হত্যা করেছিলেন। এ ঘটনার ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেনি দেশটির পুলিশ। এখন ক্যারিক ইস্যুতে তারা আরও চাপে পড়ল।

ক্যারিকের স্বীকারোক্তির এক দিন পর লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার লুইসা রোলফ বলেন, তাঁর (ক্যারিক) অপরাধ ভয়াবহ। এটা বিকৃত মানসিকতা। পুলিশি পেশার ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

পুলিশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিষয়ক শুনানিতে লুইসা বলেন, 'আমি সত্যিই আশা করছি যে এ ধরনের ঘটনা আর কখনো দেখতে হবে না।'

পার্লামেন্ট সদস্য ও বিদেশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের সশস্ত্র শাখায় কর্মরত ছিলেন ৪৮ বছর বয়সী ক্যারিক। ২০২১ সালের শেষ দিকে অভিযোগ আসার পর তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। --১৬ পৃষ্ঠায়

মানুষের ক্ষোভের কথা বুঝতে পারছেন শামীমা

পোস্ট ডেস্ক : স্কুলে পড়াকালে যুক্তরাজ্য থেকে পালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেটে (আইএস) যোগ দিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছেন শামীমা বেগম। তিনি বলেছেন, তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বিষয়টিও তিনি বুঝতে পারছেন।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে দুই বান্ধবীসহ যুক্তরাজ্য থেকে সিরিয়ায় পাড়ি জমান শামীমা। তাঁরা তিনজনই ছিলেন বাংলাদেশি-অধ্যুষিত পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রিন একাডেমির ছাত্রী। সিরিয়ায় পালিয়ে শামীমা বেগম ডাচ্ বংশোদ্ভূত আইএস জঙ্গি ইয়াগো রিদাইককে বিয়ে করেন।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাজ্যের এক সাংবাদিক সিরিয়ার একটি শরণার্থীশিবিরে শামীমার সাক্ষাৎ পান। তখন তিনি যুক্তরাজ্যে ফেরার আকুতি জানিয়েছিলেন। এরই মধ্যে নিরাপত্তাঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে তাঁর ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়।

বছর খানেকের বেশি সময় ধরে দেওয়া বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শামীমা বলেছেন,

আইএস সদস্যদের কাছ থেকে তিনি বিস্তারিত নির্দেশনা পেয়েছিলেন। তবে এতে তাঁর নিজেরও কিছু পরিকল্পনা ছিল।

সর্বশেষ বিবিসির পডকাস্টে দেওয়া 'দ্য শামীমা বেগম স্টোরি' শীর্ষক এক সাক্ষাৎকারে শামীমা তাঁর সিরিয়া-যাত্রার ঘটনা প্রথমবারের মতো বিস্তারিতভাবে --১৬ পৃষ্ঠায়

'স্পেয়ার'-এ থাকা পারিবারিক বিপজ্জনক তথ্য সরাবেন হ্যারি

পোস্ট ডেস্ক : প্রিন্স হ্যারি তার নিজের লেখা স্মৃতিকথা 'স্পেয়ার'এ পরিবার নিয়ে বিপজ্জনক গোপন তথ্য সরিয়ে রাখার কথা জানিয়েছেন। শুক্রবার 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হ্যারি এ কথা বলেন।

এএফপি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কারণ হিসেবে হ্যারি বলেছেন, তিনি মনে করেন এসব কথা প্রকাশ হয়ে গেলে পরিবারের সদস্যরা তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না।

হ্যারি আরো বলেন, 'ভাই প্রিন্স উইলিয়াম ও বাবা রাজা তৃতীয়

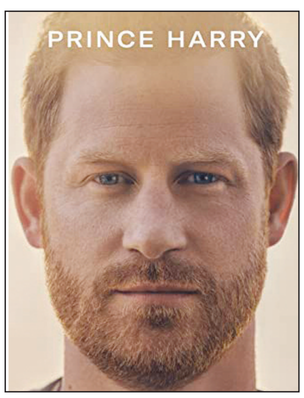

চার্লসের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আরেকটি বই লেখার মতো যথেষ্ট তথ্য তার কাছে আছে। আমার ও আমার ভাই ও বাবার মধ্যে কিছু ঘটনা আছে। আমি চাই না বিশ্ব সেটা জানুক। কারণ, আমি জানি, এ রকম হলে তারা আমাকে ক্ষমা করবেন না।'

বইটি সম্পর্কে হ্যারি বলেন, 'বইটির প্রথম খসড়া ভিন্নরকম ছিল। সেটি ছিল ৮শ' পৃষ্ঠার। আর এখন এটি ৪শ' পৃষ্ঠার। এটি দু'টি বই হতে পারে।'

প্রিন্স হ্যারি তার নিজের লেখা স্মৃতিকথা 'স্পেয়ার' --১৬ পৃষ্ঠায়

চীনকে পেছনে ফেলে জনসংখ্যায় শীর্ষে ভারত!

পোস্ট ডেস্ক : বুধবারই প্রকাশ্যে এসেছে ন্যাশনাল ব্যুরো স্ট্যাটিস্টিকসের রিপোর্ট। যেখানে বলা হয়েছে, হুহু করে জনসংখ্যা কমছে চীনে। সেখানে ২০২২ সালে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার গত ষাট বছরে সর্বনিম্ন। এবার ঐতিহাসিক দাবি করল ব্লুমবার্গ। তাদের তথ্য অনুযায়ী, চীনের জনসংখ্যা কমা ও ভারতে বাড়ার কারণে ইতিমধ্যে শি জিন পিংয়ের দেশকে ছাপিয়ে ভারতই জনসংখ্যায় শীর্ষস্থান দখল করেছে। উল্লেখ্য, গত বছর জতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দ্রুত --১৬ পৃষ্ঠায়

কিয়েভকে অত্যাধুনিক ট্যাংক দিচ্ছে যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশ

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমা মিত্রদের কাছে আধুনিক ও ভারী অস্ত্রসহায়তা চেয়ে আসছিলেন। তাঁর মতে, এসব অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়াকে প্রতিহত করা কঠিন হয়ে যেতে পারে। প্রথমবারের মতো জেলেনস্কির এমন আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইউক্রেনকে অস্ত্রসহায়তা হিসেবে অত্যাধুনিক ট্যাংক দিতে রাজি হয়েছে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ।

শনিবার যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট জানায়, ইউক্রেনকে চ্যালেঞ্জার২ অত্যাধুনিক ট্যাংক দিতে সম্মত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বিবিসির খবর, যুক্তরাজ্যের এ ঘোষণার পর টুইট করে ঋষি সুনাককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জেলেনস্কি। তিনি লিখেছেন, 'এটা যুদ্ধে আমাদের অবস্থান জোরালো করবে। পাশাপাশি সহায়তার বিষয়ে অন্য মিত্রদেরও সঠিক বার্তা দেবে।'

ইউক্রেনকে চ্যালেঞ্জার২ অত্যাধুনিক ট্যাংক দেবে যুক্তরাজ্য। এ ছাড়া ফ্রান্স, পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ড ট্যাংক পাঠাবে। এদিকে শিগগির ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর --১৬ পৃষ্ঠায়

ইউকে মিডল্যান্ডস আল ইসলাহর উদ্যোগে আল্লামা ফুলতলী (র.)'র ঈসালে সাওয়াব মাহফিল

আনজুমানে আল ইসলাহ মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট ও লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স বার্মিংহামের চেয়ারম্যান মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান বলেছেন, দ্বীনি শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। আমাদের প্রজন্মকে আদর্শ ও নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে দ্বীনি শিক্ষার বিকল্প নেই। এজন্য আমাদের পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তাঁর বহু খিদমাতের পাশাপাশি সবসময় দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। তিনি আজীবন দ্বীনি শিক্ষার জন্য শ্রম দিয়ে গেছেন। তাঁর শ্রমের ফসল হিসেবে আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে শতশত দ্বীনি দরসগাহ। লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্স তারই ধারাবাহিকতার ফসল। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর দ্বীন আজ বড় অসহায়। সমাজের সকল ক্ষেত্রে দ্বীন ভূলুণ্ঠিত। এমন কঠিন মুহূর্তে আমাদের সকলকে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে ছিলেন আপোষহীন। আমাদেরকে প্রায়ই সবক দিতেন, তোমরা সকল ক্ষেত্রে দ্বীনকে প্রধান্য দেবে, আল্লাহর দ্বীনের উপর অটুট থাকবে। আমরা আজও যেন পীর ও মুর্শিদের সবক বুকে ধারন করে চলতে পারি তিনি সে আশা ব্যাক্ত করেন।

গতকাল (১৫ জানুয়ারি) রবিবার সন্ধ্যায় আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের উদ্যোগে রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরিন, উস্তাযুল মুহাদ্দিস, শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে মনোমুগ্ধকর ইসলামী সংগীত পরিবেশনায় পুরো মাহফিল প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । এতে সংগীত পরিবেশন করেন সবুজকুড়ি শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালক বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মাওলানা সুলতান আহমদ ও নির্বাহী পরিচালক মাওলানা মামুনুর রশিদ।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দির পরিচালনায় বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে বক্তব্য রাখেন, বার্মিংহাম সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ এন্ড এডুকেশন সেন্টারের পরিচালক ও আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হাফিজ সাব্বির আহমদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ছিলেন দ্বীনের রাহবার এবং আমাদের পীর ও মুর্শিদ। তিনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখিয়েছেন, পরিশুদ্ধ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি অন্তরে অন্তরে হুব্বে রাসূল ঢেলে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আজ বিশ্বব্যাপী ছাহেব কিবলাহর যত খিদমাত চলমান বিশেষ করে কুরআনের যে খিদমাত তা তাঁর কারামতগুলোর অন্যতম একটি কারামত। তিনি ছাহেব কিবলাহর রেখে যাওয়া খিদমত গুলোতে সকলের সম্পৃক্ততা কামনা করে ফায়েজ লাভের আহবান জানান।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রুকনুদ্দীন আহমদ, সান্ডওয়েল আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমদ, বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, মাওলানা দুলাল আহমদ, বার্মিংহাম দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা মাহবুব কামাল, বার্মিংহাম গাউছিয়া জামে মাসজিদের খতিব মাওলানা আতিকুর রহমান ও কভেন্ট্রি শাহজালাল জামে মসজিদের খতিব মাওলানা নুরুজ্জামান।

মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ খোরশেদুল হক, লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সের সেক্রেটারি মোঃ মিসবাউর রহমান, আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকের কাউন্সিল মেম্বার মাস্টার আব্দুল মুহিত, উপদেষ্টা মোঃ এমদাদ হোসাইন, ওয়ালছল জালালাবাদ সুন্নি জামে মাসজিদের ইমাম মাওলানা নোমান আহমদ, কভেন্টি শাহজালাল জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা হাফিজ নুরুল ইসলাম, দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের শিক্ষক মাওলানা গুলজার আহমদ, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার কভেন্ট্রির পরিচালক মুজাহিদ উদ্দিন খান, আনজুমানে আল ইসলাহ সান্ডউয়েল শাখার সেক্রেটারি হাফিজ আলী হোসেন বাবুল, বার্মিংহাম শাখার সেক্রেটারি হাফিজ শামীম আল মামুন, ওয়ালছল শাখার সেক্রেটারা ক্বারী আবুল খয়ের, মাদ্রিদ আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট কারী খলিলুর রহমান, সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ এন্ড এডুকেশন সেন্টারের ইমাম ক্বারী আহমদ আলী, সান্ডওয়েল গ্রান্ড মাসজিদের ইমাম হাফিজ হোসাইন আহমদ, লজেলস বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষক হাফিজ আবুল হোসাইন, কারী চমক উদ্দিন, মাওলান বুরহান উদ্দিন আহমদ, মাওলানা এহসানুল হক,হাফিজ কবির আহমদ, মাওলানা আব্দুল গাফফার, এটিএম সাদ উদ্দিন, আব্দুল হামিদ আয়না প্রমুখ।

এছাড়াও মাহফিলে কুরআন তেলাওয়াত ও সংগীত পরিবেশন করেন দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ছাত্রবৃন্দ এবং ইংরেজিতে বক্তব্য দেন দি ব্রিটিশ মুসলিম স্কুলের ছাত্র ওসমান গনি শাহ ও নাবিল সালাম। মাহফিল উপলক্ষে বেশকিছু কুরআন শরীফের খতম, খতমে খাজেগান সহ বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল সম্পন্ন হয়।

নর্থাম্পটন আল ইসলাহর উদ্যোগে ঈসালে সাওয়াব অনুষ্ঠিত

সিরাজাম মুনিরা জামে মসজিদ এন্ড এডুকেশন সেন্টারের পরিচালক, আনজুমানে আল ইসলাহ মিডল্যান্ডস ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ হাফিজ সাব্বির আহমদ বলেছেন, হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছে আমরা বিভিন্ন ভাবে ঋণী। কারণ তিনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখিয়েছেন, পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ও সহীহ আকীদা শিখিয়েছেন, মানুষের খিদমত করা শিখিয়েছেন। তিনি নিজে ছিলেন পরিপূর্ণ ইনসানে কামিল আমাদেরকেও ইনসানে কামিল হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর বিভিন্ন শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করুন, নিজেকে ছোট ভাবুন, গরীব-অসহায় মানুষকে সাহায্য করুন, প্রিতিবেশির হক আদায় করুন, তবেই প্রকৃত শান্তি। তিনি শান্তিমনে পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করে বলেন, মসজিদে জামাআতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজটুকু আদায় করার চেষ্টা করবেন, মসজিদের খেদমত করবেন, আল্লাহ আপনার ইজ্জত বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। তিনি আরো বলেন, বিশ্বের প্রখ্যাত শায়েখগণ বিভিন্ন সময় ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর খিদমতগুলো দেখে বিস্মিত হন। তাদের অনেকেই মূল্যায়ন করে বলেছেন, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যাই কিন্তু ফুলতলী শরীফের মত দ্বীনি খেদমত আর কোথাও দেখিনি।

তিনি গতকাল ১৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের নর্থাম্পটন শাখা আয়োজিত হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

নর্থাম্পটন আল ইসলাহর প্রেসিডেন্ট কারি এবিএম বায়োজিদ এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল কারি রুহুল আমীনের পরিচালনায় নর্থাম্পটন জামাআতুল মুসলিমিন জামে মসজিদে বাদ ইশা অনুষ্ঠিত মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আনজুমানে তালামীযে ইসলামিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন সবুজকুড়ি শিল্পি গোষ্ঠীর পরিচালক মাওলানা সুলতান আহমদ।

এতে উপস্থিত ছিলেন, মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু বকর, হাফিজ সাইফুর রহমান, মুতাওয়াল্লি মখন খান, প্রাক্তন মুতাওয়াল্লি মো. আব্দুর রহিম, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হাজী হারুন আলী, নর্থাম্পটন আল ইসলাহর ভাইস প্রেসিডেন্ট ফিরুজ মিয়া, জয়েন সেক্রেটারি খালিস মিয়া ও ক্যাশিয়ার আখলাক চৌধুরী প্রমূখ।

বিসিএ নির্বাচনে বিপুল-হেলাল- সাইফুল প্যানেলের বাকশায়ারে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত

বৃটেনের কারী শিল্পের প্রতিনিধিত্ব কারী সংগঠনে বাংলাদেশ ক্যাটারার এসোসিয়েশন বিসিএ এর আগামী অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে সামনে রেখে বিপুল-হেলাল- সাইফুলের নেতৃত্বাধীন ভিশন প্যানেলের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাকশায়ারের রিডিং শহরে।

রবিবার ১৫জানুয়ারী বাকশায়ারের ক্যাটারারদের উদ্যোগে রিডিং শহরের বীনা রেস্টুরেন্ট আয়োজিত এ নির্বাচনী সভায় বিসিএ সহ কারী শিল্পের সাথে জড়িত বিপুল সংখ্যক রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানটির আয়োজনে বাকশায়ারের ক্যাটারার আলকাছ মিয়া, সিরাজ মুজিব, মোশতাক আহমদ জগলু।

বিসিএ কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল লেইছের সভাপতিত্বে ও বিসিএর এনইসি মেম্বার আতাউর রহমান লায়েকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ভিশন প্যানেলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বিশিষ্ট ক্যাটারার সাইদুর রহমান বিপুল, জেনারেল সেক্রেটারি প্রার্থী হেলাল মালিক, চীফ ট্রেজারার প্রার্থী সাইফুল আলম, বিশিস্ট ক্যাটারার ও কমিউনিটি নেতা আব্দুল মোহাইমেন, বিসিএর সিনিয়র সহ-সভাপতি শিল্পপতি মইনউদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফিরুজুল হক, সহ-সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান জয়নাল, পাবলিক রিলেশন সেক্রেটারি হুমায়ূন রশীদ, বিসিএ এনইসি মেম্বার সাদিক আহমদ সবুজ, সাম আল সামাদ, হেলাল উদ্দিন, ক্যাটারার শিপার করিম, জামাল হোসেন, সোলমান মিয়া, আব্দুল হামিদ সপু,কলকুর রহমান, আলকাছ আলী, খালেদ চৌধুরী, শামসুল হক ও আজিজ চৌধুরী সহ বিভিন্ন শহর থেকে ক্যাটারার বৃন্দ।অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন ক্যাটারার মোহাম্মদ শাহজাহান।

অনুষ্ঠানে ভিশন প্যানেলের নেতৃবৃন্দ বলেন, তারা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিসিএকে একটি আধুনিক সংগঠনে সাজাতে চান। তারা বলেন, বৃটিশ অর্থনীতিতে সাড়ে ৪বিলিয়ন পাউন্টের যোগান দাতা কারী ইন্ডাস্টী বর্তমানে নানা সংকটে যাচ্ছে। এ শিল্প রক্ষায় ভিশন প্যানেলের সময়োপযোগী মেনিফেস্ট দেওয়া হয়েছে ।তারা এ শিল্প রক্ষায় সকল ক্যাটারারদের বিসিএর সদস্য হওয়ার আহবান জানান এবং আগামী মার্চ অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ভিশন প্যানেলকে সমর্থন ওসহযোগিতার আহবান জানান ।তারা বলেন, কারী ইন্ডাস্টী রক্ষায় তারা নির্বাচিত হলে ব্রিটিশ ধারা বিভিন্ন প্রেশাজীবি সংগঠনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ শিল্প রক্ষায় তারা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করবেন ।

UK Government

Help for Households

In the time it takes you to read this, you could...

Turn your flow temperature down to 60°

off lights and you're not using,

replace an old for a new energy-saving

or keep the warmth in by closing all the at night

They all add up and could save you hundreds of pounds on your energy bill

Scan for more energy-saving tips or **visit gov.uk/saveenergy**

প্রবীণ শীর্ষ আলেম মাওলানা আশরাফ আলী সিকদার রহ. এর জানাযার নামাজ সম্পন্ন

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য, আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত যুক্তরাজ্যের সভাপতি, ব্র্যাডফোর্ড তাওয়াক্কুলিয়া জামে মসজিদের সাবেক দীর্ঘ দিনের ইমাম ও খতিব, বৃটেনের অন্যতম প্রবীণ শীর্ষ আলেম শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী সিকদার রহ. এর জানাযার নামাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে শতাধিক আলেম উলামা ও হাজারো মুসল্লিদের উপস্থিতিতে গতকাল ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার বাদ জুহর তাওয়াক্কুলিয়া জামে মসজিদে মরহুমের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার নামাজে ইমামতি করেন মরহুম শায়খের বড় সাহেবজাদা মুফতি নুরুল্লাহ সিকদার।এতে উপস্থিত ছিলেন তাওয়াক্কুলিয়া জামে মসজিদের প্রধান ইমাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য শায়খ মাওলানা আমিনুল ইসলাম, ইমাম মাওলানা কমর উদ্দিন, মাওলানা শামছুল হক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক লিডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাদিকুর রহমান, ব্র্যাডফোর্ড শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্বারী মাওলানা ইয়াহিয়া, উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য হাফিজ জালাল উদ্দিন, প্রবীণ শীর্ষ আলেম মাওলানা মোশাররফ আলী, বিশিষ্ট আলেম শায়খ মুফতি ছাইফুল ইসলাম, মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত লন্ডনের সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা সহ সভাপতি ও ব্র্যাডফোর্ড শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, মাওলানা মুহাম্মদ শাহ নূর মিয়া, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ এর সহ সভাপতি শায়খ মাওলানা আবু তাহের ফারুকী, ইমাম মাওলানা আব্দুল জলিল, জমিয়ত নেতা হাফিজ মাওলানা সৈয়দ জুনেদ আহমদ, হাফিজ মাওলানা বাহাউদ্দিন, ইমাম হাফেজ মাওলানা খলিলুর রহমান, মাওলানা আব্দুস সালাম, মাওলানা ওয়াদুদ কামালী, ইমাম মাওলানা হাফিজুর রহমান, মাওলানা আব্দুর রকিব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা ফয়জুল হাসান চৌধুরী, হাফিজ মাওলানা মারুফ আহমদ, হাফিজ ওয়ালিদ রহমান, মাওলানা সুলাইমান, প্রমূখ।

পরে স্থানীয় মুসলিম করবস্থানে দাফন করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

অভিষিক্ত হলেন বাংলাদেশ ওয়েলেফেয়ার এসোসিয়েশন বার্মিংহামের নতুন কার্যকরী কমিটি

আহমেদ কাবির ঃ অভিষিক্ত করা হয়েছে যুক্তরাজ্যের বাঙালী কমিউনিটির পঁচাত্তর বছরী সংগঠন বাংলাদেশ ওয়েলেফেয়ার এসোসিয়েশন বার্মিংহামের ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটিকে। গত ১৫ জানুয়ারি বার্মিংহামের বাঙালী অধ্যুষিত বার্মিংহামের আষ্টনের বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টারের ইকবাল বানকুয়েটিং হলে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের বাঙালী কমিউনিটির সুপ্রাচীন এই সংগঠনের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সদস্যদের অভিষেক অনুষ্টানে নতুন কমিটিকে অভিষিক্ত করতে দল-মত নির্বিশেষে উপস্থিত হোন বাঙালী কমিউনিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নবীন-প্রবীন মিলে কমিউনিটির সর্বস্থরের মানুষ। দুপর্বে বিভক্ত অনুষ্টানের প্রথম পর্বে ছিলো নতুন কমিটির অভিষেক ও পরিচিতি এবং দ্বিতীয় পর্বে ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন বার্মিংহামের বাংলাদেশী সহকারী হাইকমিশনার মোহাম্মদ আলীমুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বার্মিংহামের বাংলাদেশী সহকারী হাইকমিশনের কাউন্সিলর স্বর্ণালী চন্দ, বাঙালী চার কাউন্সিলর সাদেক মিয়া শামসু,মমতাজ হোসেন, জালাল উদ্দিন ও সফুর রহমান। বাংলাদেশ ওয়েলেফেয়ার এসোসিয়েশন বার্মিংহামের সভাপতি আমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল বাবলু ও যুগ্ম সম্পাদক এমরান হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্টিত অভিষেক অনুষ্টানে মঞ্চে নিয়ে সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যদের ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানিয়ে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এসময় সহ-সভাপতি কামাল হোসেন মুল বক্তব্য উপস্থাপন করে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন বার্মিংহামের উদ্যোগে সপ্তাহের সোম,মঙ্গল ও বুধবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সর্বস্থরের মানুষের জন্য কার্যালয় উন্মুক্ত রাখা ছাড়াও প্রতিমাসের প্রথম এবং তৃতীয় বুধবারে অভিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও বেনিফিট সার্ভিসের জন্য পরামর্শ প্রদান এবং প্রতিমাসের চতুর্থ সোমবার কমিউনিটির প্রবীণ নাগরিকদের জন্য চা - চক্রের ব্যবস্থা রাখাসহ নতুনভাবে শুরু হওয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা করেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন বার্মিংহামের নব নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ রফিকুর রহমান রফু, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির তিন সদস্য আলহাজ্ব কামরুল হাসান চুনু, আব্দুর রশীদ ও এম এ খালিক, সাবেক সভাপতি কবীর উদ্দিন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির আবুল। এসময় বক্তারা ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনের স্বর্ণালী সময়ের কথা উল্লেখ করে নতুন কমিটি তা ফিরিয়ে আনবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্টানের দ্বিতীয় পর্বে প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক লোকমান হোসেন কাজীর সঞ্চালনায় স্থানীয় শিল্পিদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রোজী সরকার, শেবুল, জুনায়েদ এন্দ্রে, রানা মিয়া চৌধুরী ও শিশু শিল্পি কারিমা।

অভিষেক অনুষ্টানে কমিউনিটির শীর্ষজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা হিফজুর রহমান খান, গোলাম মোস্তফা, এস এম হাসান, ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, নাসির উদ্দিন হেলাল, আব্দুর রশিদ ভূইয়া, মিসেস নাজনীন রশীদ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ, মিসেস ফাতেমা হামিদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা মকবুল চৌধুরী, নাট্যকার তারেক চৌধুরী, নাট্য অভিনেতা জয়দেব দুলু, সৈয়দ হেমায়েত কবির শিপার, রানা মিয়া চৌধুরী, ডঃ জস আহমেদ, মাহবুবুল হাসান শরীফ, ম আ কাদির, মধু মিয়া, ফখর উদ্দিন, সিতার আহমেদ, আলহাজ্ব সমসু মিয়া, সিরাজুল ইসলাম তছলু, এ কে এম আলী হোসেন, আব্দুল মুনীম চৌধুরী, সলিসিটর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ওয়াসিমুজ্জামান, জালাল উদ্দিন আহমেদ, জামান আহমেদ, আজাদ মিয়া, দুলু মিয়া, আব্দুল বাশার, ইয়াদি এলাহী, সেলিম উদ্দিন, এমদাদ হোসেন লাভলু, জাহেদ উদ্দিন, জুনেদ আহমদ, আশিক মিয়া, শাহেদ আলী, বদরুল আলম চৌধুরী, কবির উদ্দিন, শাহেদ আহমেদ, আবুল কালাম আজাদ, আবদাল হোসেন, আব্দুল বারী, জালাল উদ্দিন, সমাজকর্মী জিতু মিয়া, ফারুক হোসেন, আজাদ চৌধুরী, মাসুম চৌধুরী, বুলন চৌধুরী, আলমগীর চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন কাবুল, শিরন চৌধুরী, আহাদ চৌধুরী, আব্দুল মোহিত, উকিল মিয়া, মিজান রেজা চৌধুরী, সৈয়দ মোজ্জাকির আলী, মনসুর আলম, গাজী রাসেল, আব্দুল মুহিদ, ফাতেমা শামীম চৌধুরী, শেফালী বেগম, ইন্তাজ আলী বাবুল, শিহাব আহমেদ, ওলিউর রহমান, আবুল কাস চৌধুরী, দেওয়ান রানা মিয়া, ইসলাম খান, জাহেদ আহমদ, রাশেদ আহমেদ, আঙ্গুর মিয়া, সাগর খান, মজনু মিয়া, নজরুল ইসলাম, সুহেল চৌধুরী, মুমিন, সৈয়দ রিয়াদ, সৈয়দ আবিদ, মুকিত মিয়া, সেলিম আহমেদ, তছলিম আলী সেলিম, ইফতেখার আহমেদ তারিখ, বশর আহমেদ, সাদিকুর রহমান, মুজিবুর রহমান বাবুল, খসরু আহমেদ, আব্দুল হাফিজ, কবীরুল রশীদ, মনিরুল হক, মিনহাজ উদ্দিন তাজ, এমরান হোসেন, আবু বক্কর, আক্তার হোসেন, ফরহাদ তালুকদার, মোঃ শাহ্ কামাল, আব্দুল ইকবাল, মিসেস নুরুন আহমেদ, মিসেস আছিয়া আজাদ, মিসেস আমিনা মোস্তফা, মাইশা আহমেদ, ছামী আহমেদ, শুভ আহমেদ, ফারহাত মোস্তফা, আবুল ফয়েজ মুন্না প্রমূখ।

গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহাম বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি চ্যানেল আইয়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ সুমন, সাধারণ সম্পাদক এটিএন বাংলা ইউকের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলামের যমুনা টিভির প্রতিনিধি রিয়াদ আহাদ, টিভি ওয়ানের মিডল্যান্ডস প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম বেলাল, আই অন টিভির প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজী, বিঅন টিভি ইউকে'র প্রধান নির্বাহী আব্দুল এম চৌধুরী সুমন, মিডল্যান্ডস প্রতিনিধি আহমেদ কাবির, বাংলা কাগজের আহমেদ সুহেল প্রমূখ।

পাত্রী আবশ্যক

একজন বয়স্ক পুরুষের জন্য সংসার করতে আগ্রহী একজন পাত্রীর প্রয়োজন। পাত্রীকে নামাজী হতে হবে। পাঁচ বছর পূর্বে স্ত্রী মারা যাওয়ায় বর্তমানে একাকী বসবাস করতেছেন।

যোগাযোগ নাম্বার: 07421908995

তারেক রহমান ও ডা: জোবাইদা রহমানের বিরোদ্ধে অবৈধ রায় ও বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে লন্ডন মহানগর বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমান ও সহ ধর্মিনী ডাক্তার জোবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার সহ ষড়যন্ত্র মূলক মামলায় সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশের প্রতিবাদে ও বিএনপি চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী গণতন্ত্রের মাতা বেগম খালেদা জিয়া সহ সকল বিএনপির নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে লন্ডন মহানগর বিএনপির উদ্যোগে গতকাল ৯ জানুয়ারি সোমবার আলতাব আলী পার্কে এক বিক্ষোভের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জনাব আবেদ রাজার পরিচালনায় অনিষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তরা বলেন, নিশি রাতের অবৈধ সরকার তার অবৈধ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অবৈধ রায়ের মাধ্যমে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রেখেছে আজ আবার নতুন করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন দেশনায়ক তারেক রহমান এবং তার সহধর্মিনী ডা: জোবায়দা রহমানের মালামাল ক্রোকের নির্দেশ প্রদান প্রমাণ করে সরকার রাজনৈতিকভাবে বিএনপিকে মোকাবিলা করতে না পেরে প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপিকে দমনের করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। দেশের জনগণ এখন এই শাসনের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে অতি শীঘ্রই এই সরকারের পতন ঘঠিয়ে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে আনবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার

করে দেশের মানুষের কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবেই।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর বিএনপির সহ-সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, শরীফ উদ্দিন ভুঁইয়া বাব,. আব্দুর রব,কদর উদ্দিন, মোঃ আকলুছ মিয়া, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রোমান আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমেদ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল হক. সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মাকসুদুল হক, আইন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শাহনেওয়াজ.ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, সহ-মানবাধিকার মো: মোমিন মিয়া. যুব বিষয়ক সম্পাদক জমির আলী, তথ্য বিষয়ক সম্পাদক শাকিল আহমদ. সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইমরান হোসেন. স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন. রানা আহমদ সোহেল. মুজিবুর রহমান, আব্দুল হক শাওন. ছায়েদ মিয়া, মো: আমির হোসেন, নজরল ইসলাম দুলু.মো আশরাফুল আলম. পটল মিয়া. শেরওয়ান আলী, সামসুল হক, হোসেন আহমদ, মো: ফজল আহমদ, জাকির খান. মো পারভেজ মিয়া সুজা. এ কে এম নেছার উদ্দিন. বেলালুর রহমান চৌধুরী ইরান. শেখ আসলাম শামীম. সৈয়দ তারেক রশিদ. আলী হোসেন. মুহেব্বুল হাসান. ইসলাম উদ্দিন. আলাল আহমদ. জিয়াউল হক জিয়া. মির্জা মোহাম্মদ জয়নাল আহমদ. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন. গাজী মোঃ ওমর ফারুক.আলী হোসাইন, মোঃ তারেক উদ্দিন, আলী উজ্জল. হেদায়েতুল ইসলাম. মোঃ নুরুজ্জামান হোসেন. শেখ আশরাফুজ্জামান.এইচ এম ওবায়দুল ফাওাহ. এম ডি রাসেল আহমদ, আরাফাত মোস্তফা, আবু বকর সিদ্দিক,নাঈম তালুকদার,করিম মিয়া, মো: রনি, সৈয়দ খবির হোসেন.জুবাইর আহমেদ, আবুল বাশার মোহাম্মদ খালেদ. রোহান তারিক. মোহাম্মদ সোয়েফ ইসলাম. মহাম্মদ নাজমুল হাসান খান. সুয়েব আহমদ. ইশতিয়াক আহমদ. আলা আমিন. মোহাম্মদ আবু তায়্যিব. আল রায়হান. মোঃ শরিফুল ইসলাম. সৌরভ আহমেদ, মো: তৌহিদুর রহমান, রুবেল আহমদ রোহেল, মো: নুর মিয়া, মো: ফান্টু. ইফতেখার হোসেন চৌধুরী সাকী, শাহ মোহাম্মদ রুমন মিয়া.মোঃ সিরাজুল হক. মোহাম্মদ ওসমান গনি.মোহাম্মদ মোশাররফ হুসাইন.কামাল আহমদ, নুরুল ইসলাম. মাহবুবুর রহমান. বাচ্চু মিয়া. আল মুনিম. মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস রাজু. মেহেদি হাসান ফাহিম, রেজাউল করিম প্রমুখ।

দেওকলস দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পূর্নমিলনী অনুষ্ঠান ইউকের পরামর্শ সভা

দেওকলস উচ্চ বিদ্যালয় তথা দেওকলস দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে উক্ত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে ৯ ই জানুয়ারি রোজ সোমবার লণ্ডনের স্থানীয় একটা রেস্টুরেন্টে এক বিশেষ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর সভার কাজ শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর শাহানুর আহমদ খান ; পরিচালনায় পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করেন মিঃ আবুল লেইছ, রুপা মিয়া, সাইফুল ইসলাম সায়েক। সভায় বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে এই মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাবেক ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে এবছরের মধ্যেই লন্ডনে পূর্নমিলনী অনুষ্ঠিত হবে। আর এ মহতী অনুষ্ঠানের সফল আয়োজনে এবং সমাপনে সভায় সবাই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। অনেকেই আসতে পারেননি বলে এপোলজি দেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোতে ঐক্যমত পোষন করেন। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিস্তারিত পরবর্তীতে যথাক্রমে ও যথাসময়ে জানানো হবে ইনশা-আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, উক্ত স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে প্রতিষ্ঠাকালীন প্রথম এস এস সি তে কৃতার্থ ছাত্রছাত্রীরা দেশবিদেশে অবস্থানরত সাবেক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ইউকে তে এক অপূর্ব মিলনমেলা করার প্রত্যাশায় দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করে আসছেন। আর এ মহতী উদ্যোগকে সফল করার দায়িত্ব আপনার, আমার এবং সবার। আর এতে সর্বপ্রকার দল-মত-পথ পরিহার করে সকল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদেরকে এ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠানকে সুসাফল্য মণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

পরিশেষে সভাপতির ধন্যবাদ শেষে দোয়ার মধ্যমে সভার যবনিকা ঘটে।

পূর্ব লন্ডনে কন্সট্রাকশন কোম্পানী 'গ্রীণ লিফ বিল্ডিং সার্ভিসেস' এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা

বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটিকে ঘর-বাড়ি নির্মাণে সেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে পূর্ব লন্ডনে যাত্রা শুরু করেছে 'গ্রীণ লিফ বিল্ডিং সার্ভিসেস লিমিটেড' নামে নতুন কন্সট্রাকশন কোম্পানী।

রয়েল লন্ডন হাসপাতালের পেছনের ৩৪-টার্নার স্ট্রিটে চালু হওয়া এই প্রতিষ্ঠানটি গত ১০ জানুয়ারি মঙ্গলবার দুপুরে ফিতা ও কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপিস্থত ছিলেন চ্যানেল এস-এর প্রতিষ্ঠাতা মাহি ফেরদৌস জলিল, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, মাওলানা আব্দুর রহমান মাদানী, মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, প্রকাশক শামীম জামানসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ।

এসময় গ্রীণ লিফ বিল্ডিং সার্ভিসেস কোম্পানীর সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মকসুদ খান, ডাইরেক্টর মাহবুব কাজী, ডাইরেক্টর ইউনুস আলী ও ডাইরেক্টর কবিরুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠানে চ্যানেল এস-এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল বলেন, আমাদের কমিউনিটিতে প্রফেশনাল বিলডিং সার্ভিসের অভাব আছে। গ্রীণ লিফ বিল্ডিং সার্ভিস যদি পেশাদারিত্বের সাথে সেবা দিতে পারে তাহলে এটি আমাদের জন্য ভালো। এই সেবা আমাদের মধ্যেই থাকবে। এই কোম্পানী ইতোমধ্যে কয়েকটি প্রজেক্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। তিনি কমিউনিটির মানুষের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আপনারা তাঁদের কাছ থেকে কোটেশন নিন। তাদের কাজ সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করে দেখুন। যদি ভালো লাগে তাহলে তাদের সেবা নিবেন। বাংলাদেশী কোম্পানী হিসেবে বাংলাদেশীরা সেবা নিবেন এটা তাঁরা আশা করতেই পারেন।

কোম্পানীর চেয়ারম্যান মকসুদ খান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসা অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে অনেকগুলো প্রজেক্টের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছি। কমিউনিটির মানুষের কাছে আমাদের আবহবান, আপনারা আমাদের ট্রাক রেকর্ড দেখুন এবং যাচাই-বাছাই করুন। যদি ভালো মনে হয় তাহলে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন।

যুক্তরাজ্যে বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর কমিটি গঠন

পীরজাদা হুসেইন আহমদ সভাপতি, কায়ছারুল ইসলাম সুমন সাধারণ সম্পাদক, আবুল কালাম রুকন কোষাধ্যক্ষ

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বড়লেখা উপজেলার বাসিন্দাদের নিয়ে বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর ৬ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। কমিটিতে বীর মুক্তিযুদ্ধা পীরজাদা হুসাইন আহমদকে সভাপতি, সাংবাদিক কায়ছারুল ইসলাম সুমনকে সাধারন সম্পাদক এবং সলিসিটর আবুল কালাম রুকনকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা করা হয়। কমিটির অন্যান্যরা হলেন, সহ- সভাপতি অধ্যাপক শফিকুল হক স্বপন, আবু রহমান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ জাকারিয়া খান।

মানবতার চ্যারিটি সংগঠন বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে এর এক সভা গত রবিবার ১৫ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ইষ্ট লন্ডনের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি সোহেল রহমান এর সভাপতিত্বে সভার শুরুতে সংগঠনের আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিষ্টার সালাহ উদ্দিন সুমনের মায়ের মৃত্যুতে হাফিজ মৌলানা লিয়াকত এর পরিচালনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি সোহেল রহমান। বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আবু রহমান বিগত বছরে সংগঠনের সাফল্য এবং সম্পাদিত কার্যক্রম তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বড়লেখা ফাউন্ডেশন তার জন্মলগ্ন থেকে বড়লেখা উপজেলায় মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি হতদরিদ্র মানুষের মাঝে বিভিন্ন দুর্যোগকালে খাদ্য-সামগ্রী, ইফতার সামগ্রী, হুইল চেয়ার, সেলাই মেশিন বিতরন সহ এগারোটি পাকা গৃহ নির্মান করে দিয়েছে। এছাড়াও টিউবওয়েল স্থাপন, অসংখ্য হতদরিদ্র পরিবারের গৃহনির্মানে নির্মান সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন সময়ে ভাসমান মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাও চলমান রয়েছে।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে আংশিক কমিটির নাম প্রকাশ এবং আগামী ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম প্রকাশ করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। একই সাথে জালাল আহমদকে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা হোসেন আহমেদ, জালাল উদ্দিন আহমেদ, আহমেদ জুবায়ের লিটন, শফিকুল হক স্বপন, আসাদ উদ্দিন, নাইম শাহিদ আসুক, হাফিজ লিয়াকত, সোহেল রহমান, কায়সারুল ইসলাম সুমন, পারুল আহমেদ, ব্যারিষ্টার সালাহ উদ্দিন সুমন, সলিসিটর আবুল কালাম রুকন, ব্যারিষ্টার রাফিকুল ইসলাম রাফি, আব্দুল আহাদ, ফয়সল উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল হাসিব, আবু রহমান সহ আরোও অনেক।

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে'র নতুন কার্যকরী কমিটি'র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

দয়ামীর ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে এর নবনির্বাচিত কার্যকরীকমিটির প্রথম সভা গত সোমবার (১৬ জানুয়ারী) অনুষ্ঠিত হয়েছে।পূর্বলন্ডনের স্থানীয় এক রেষ্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।এতে সভাপতিত্বকরেন ট্রাষ্টের নবনির্বাচিত সভাপতি বদরুল হোসেন জুনা। নবনির্বাচিতসাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন এর পরিচালনায় সভায় পবিত্র কোরআনতেলাওয়াত করেন মুহিবুর রহমান লা।

সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা করা হয়।বিগত সভারকার্যবিবরণী পাঠ করা হয়, এসময় ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা ও আলোচ্য বিষয়ের উপর আলেচনা রাখেন ট্রাস্টের সহ-সভাপতি সুলেমান উল্লাহ,কোষাধ্যক্ষ আব্দুল খালিক, সহ-সাধারনসম্পাদক মো: নাসির উদ্দিন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুররহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ, কার্যকরী কমিটিরসদস্য আবুল কালাম, মুহিবুর রহমান লাভলু, শাহ মো: একলিমহোসেন, এনামুল হক চৌধরী। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

একাটুনা তরফদার বাড়ির পারিবারিক গোরস্থানে কয়েকশ' বছরের পুরানো অবিকৃত লাশ

অতি সম্প্রতি মৌলভীবাজার উপজেলার একাটুনা ইউনিয়ন পরিষদের একাটুনা গ্রামের তরফদার বাড়ির পারিবারিক গোরস্থানে আনুমানিক কয়েকশ' বছরের পুরানো অবিকৃত এক লাশ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

একাটুনা তরফদার বাড়ির জনাব শাহজাহান আহমদ তরফদার এ প্রতিনিধিকে জানান যে- অতি সম্প্রতি একাটুনা গ্রামের তরফদার বাড়ির একজন মহিলা মারা যান। গ্রামের লোকজন উক্ত মহিলাকে দাফন করার জন্য কবর খনন করতে যান। তারা কবর খনন করতে গিয়ে দেখেন যে ,ফ্রেশ সাদা কাফন পরিহিত একটি লাশ। কাফনের কাপড় পচে বা ছিঁড়ে যায়নি। যারা কবর খনন করার কাজে জড়িত ছিলেন তারা ছিলেন -রফিক মিয়া, ইসরাইল মিয়া, সালামত মিয়া ও সুন্দর মিয়া। পরে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফখরুল ইসলামকে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি এসে অবিকল নতুন সাদা কাফন পরিহিত লাশ দেখে দোয়া করেন এবং মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়ার জন্য বলেন। এর পরে সদ্য মৃত মহিলার লাশ অন্যত্র কবর খুঁড়ে দাফন করা হয়।

অনেকে মনে করছেন যে- কয়েকশ' বছর আগে মারা যাওয়া তরফদার বাড়ির আল্লাহর ওলী শেখ চেগা আসগর শাহ (রঃ) অথবা শেখ চেরাগী ইসলাম শাহ (রঃ) এর লাশ হতে পারে। এ ঘটনা এলাকায় চান্‌চল্যের সৃষ্টি করেছে।

লন্ডনে সর্বদলীয় আলেম উলামাদের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া

আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত যুক্তরাজ্যের সভাপতি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য, ব্র্যাডফোড তাওয়াক্কুলিয়া জামে মসজিদের দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের ইমাম ও খতিব বর্ষীয়ান আলেম শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী সিকদার রহ. এর মাগফিরাত কামনায় লন্ডনে সর্বদলীয় আলেম উলামাদের উদ্যোগে তাৎক্ষণিক এক আলোচনা সভা ও দোয়া ১৬ জানুয়ারি রাতে পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়।তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত লন্ডনের সভাপতি বিশিষ্ট আলেম মাওলানা গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন দারুল উলুম ফোর্ডস্কয়ার মাদ্রাসা লন্ডনের শায়খুল হাদীস মুফতি আব্দুর রহমান মনোহরপুরী। মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান,সহসভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহ নূর মিয়া,সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজিম উদ্দিন, জামেয়া দারুস সুন্নাহ লন্ডনের খতিব হাফিজ মাওলানা ডক্টর শফি আহমদ, আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে এর দায়িত্বশীল মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল,মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউ কে এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ, লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী,খিদমাহ একাডমী লন্ডনের ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ক্বারী মাওলানা আব্দুল মান্নান, প্রমূখ।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ।

দোয়া পূর্ব আলোচনায় বক্তারা বলেন শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী সিকদারের ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি অত্যন্ত উদার, সজ্জন ও বিনয়ী স্বভাবের আল্লাহওয়ালা একজন বুজুর্গ ছিলেন।

তার মতো একজন বিদগ্ধ প্রবীণ আলেমের ইন্তেকালে উম্মাহর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।তার সকল অবদান উম্মাহ আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সকল দ্বীনি খিদমত সমূহকে কবুল করে জান্নাতুল ফেরদাউসে সুউচ্চ মাক্বাম দান করুন, আমীন।

সাংবাদিক আমিমুল আহসান তানিম SME4 Labour গ্রুপের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেস অ্যান্ড কমিউনিকেশন অফিসার নিযুক্ত

সাংবাদিক ও টিভি উপস্থাপক আমিমুল আহসান তানিম SME4 Labour-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের বোর্ডে নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন দায়িত্বে তানিম আগামী বছরের জন্য প্রেস অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তানিম, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম সাংবাদিক যিনি ব্রিটিশ রাজনীতির মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী সংগঠন SME4Labour-এর প্রেস অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। SME4Labour-এর কার্যনির্বাহী পরিষদে এবং প্রেস অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে তানিমের নিয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন, যা রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। লেবার পার্টির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন SME4Labour-এর বার্ষিক সাধারণ সভা ১৬ জানুয়ারি সংসদের হাউসের পোর্টকুলিস হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। SME4Labour-এর বার্ষিক সাধারণ সভায়, ২৫ সদস্যের একটি নতুন কার্যনির্বাহী বোর্ড ঘোষণা করা হয়। সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সংগঠনের সাধারণ সদস্যবৃন্দ এবং লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বোর্ডের সদস্যরা আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগকে সমর্থন করার নীতি এবং কার্যকর পরিকল্পনার গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের সমালোচনা করেন।

SME4Labour, লেবার পার্টির মধ্যে অন্যতম বড় গ্রুপ, ব্রিটেনে ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের জন্য সুযোগ প্রসারিত করার জন্য নিবেদিত ভাবে কাজ করছে সংগঠনটি । ২০২২ সালে, SME4Labour ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পর্কিত ২৭টি ইভেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। SME4Labour এর লক্ষ্য ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসা এবং সরকারী নীতির মধ্যে ব্যবধান দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

ঝগউ৪খধনড়ঁৎ, ১২ই ডিসেম্বর তার ৬ তম বার্ষিক গালা ডিনার এবং অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড আয়োজনের তারিখ ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য, লেবার পার্টির বর্ষরিক কনফারেন্সের পর অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টটি পার্টির সদস্যদের জন্য সবচেয়ে বেশি-অনুষ্ঠানিক সমাবেশগুলির মধ্যে একটি। নৈশভোজে লেবার পার্টির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পুরস্কারের উপস্থাপনা থাকবে যারা দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসার প্রচার ও সমর্থনে অসামান্য অবদান রাখছেন।

নতুন বছরে আমাদের অঙ্গীকার হউক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে তার হাতকে শক্তিশালী করা -আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী

নতুন বছরে আমাদের অঙ্গীকার হউক জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তার হাতকে শক্তিশালী করা। শত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে। এমন্তব্য যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর। গতকাল ৯জানুয়ারী সোমবার লন্ডন সময় সন্ধ্যায় ইষ্ট লন্ডনের রয়েল রিজেন্সী হলে যুক্তরাজ্য যুবলীগ আয়োজিত আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্টানে একথা বলেন। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। দেশে বইছে উন্নয়েনের জোয়ার, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে আমাদের সকলকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে অংশ নিতে হবে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের প্রতি আন্তরিক তাই তিনি ৩০ ডিসেম্বরকে এনআরিবি ডে ঘোষনা করেছেন। সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরকে আন্‌জর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করেছেন, এখান আর লন্ডন থেকে সিলেট যেতে কষ্ট করতে হয়না। সরাসরি সিলেট-লন্ডন বিমান ফ্লাইট চালু করেছেন।

আনোয়ারুজ্জানান চৌধুরী বলেন আমি স্কুল জীবন থেকে জাতির জনকের আদর্শের রাজনীতি করছি । আমি সাধ্যানুসারে আপনাদের সেবা করে আসছি। শুধু আমার এলাকা-বিশ্বনাথ ওসমানীনগর নয় বৃহত্তর সিলেটর প্রবাসীদের জন্যে কাজ করে আসছি। দেশে একশ্রেণীর ভূমি খেকো প্রবাসীদের সম্পদ আত্মসাতে লিপ্ত যখন যে প্রবাসীর সমস্যা শুনেছি তার পাশে দাড়িয়েছি। আমি আশা করছি আপনাদের দোয়া ও ভালবাসা নিয়ে আসছে নির্বাচনে সিলেট-২ বিশ্বনাথ ওসমানী নগর থেকে নির্বাচন করেতে। নেত্রী আমাকে স্নেহ করেন একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আরো বেশী কাজ করার সুযোগ পাব। আমি যদি নির্বাচিত হই শুধু বিশ্বনাথ ওসমানী নগর নয় বৃহত্তর সিলেটের সকল প্রবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করব। আমি সব সময় আপনাদের সাথে ছিলাম-আছি এবং থাকব। আপনাদের দোয়া এবং ভালবাসাই আমার সম্বল।

যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি খফরুল ইসলাম মধুর সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক জামাল আহমদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্টানে শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওত ও মোনাজাত করেন মৌলানা কুতুব উদ্দিন, অনুষ্টানে বক্তব্য রাখেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য মামুনুর রশিদ, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলগের সহসভাপতি এম.এ. রহিম সিআইপি, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের ভাপপ্রাপ্ত সেক্রেটারী নইমুদ্দিন রিয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, আওয়ামীলীগ নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌছ সুলতান, আওয়ামীলীগ নেতা সারব আলী, খসরুজ্জামান খসরু, কাওছার চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্টানে ওসমানীনগর বিশ্বানাথের সর্বস্তরের প্রবাসী নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আওয়ামীলীগ-যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মিরা অংশ নেন। সকল বক্তাই আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীকে বিজয়ী করতে সকলের প্রতি আহবান জানান।

সিলেট বিভাগ হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন বাস্তবায়ন কমিটির মানববন্ধন

সিলেট অফিস : সিলেট বিভাগে হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন সিলেট বিভাগ হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন বাস্তবায়ন কমিটির নেতৃবৃন্দ।

মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে সিলেট জেলা ও দায়রা আদালত ভবনের সামনে বিশাল মানববন্ধনে এ দাবি জানান তারা।

সিলেট বিভাগ হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট মুজিবুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এডভোকেট বদরুল আহমদ চৌধুরীর পরিচালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সাবেক পিপি এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমদ, সাবেক পিপি এডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, জেলা বারের সাবেক সভাপতি এডভোকেটু এমাদ উল্লাহ শহীদুল ইসলাম শাহীন, এ কে এম শমিউল আলম, এডভোকেট এ টি এম ফয়েজ উদ্দিন, জেলা বারের নব নির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট অশোক পুরকায়স্থ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, সিনিয়র আইনজীবী আক্তার হোসেন খান, এডভোকেট চৌধুরী আতাউর রহমান আজাদ, এডভোকেট শামীম হাসান চৌধুরী, বারের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট গোলাম ইয়াহিয়া চৌধুরী সুহেল, সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী, এডভোকেট মোহাম্মদ এজাজ উদ্দিন, এডভোকেট জহুরা জেসমিন, এডভোকেট সাইফুর রহমান, এডভোকেট সালমান উদ্দিন, এডভোকেট আহমদ ওবায়দুর রহমান ফাহমি, এডভোকেট ইকবাল আহমদ, এডভোকেট মুমিনুর রহমান টিটু, এডভোকেট কবির আহমদ, এডভোকেট রেদওয়ানুল ইসলাম, এডভোকেট সুলতানা রাজিয়া ডলি, এডভোকেট শাবানা ইসলাম, এডভোকেট আব্দুল মালেক, এডভোকেট আলী হায়দার, এডভোকেট রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সিলেটে অতিতে হাইকোর্ট বেঞ্চ ছিল। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে সিলেট থেকে বেঞ্চটিকে তুলে নেয়া হয়। যার কারণে হাইকোর্টে প্রেকটিসকারী আইনজীবীগনের পাশাপাশি বিচারপ্রার্থী মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। সিলেটে সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। তাই আমরা সদাসয় সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি যে সিলেটে অবিলম্বে হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন করুন। এতে করে বিচারপ্রার্থী মানুষের দূর্ভোগ লাঘব হবে এবং মামলা নিস্পত্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মানববন্ধনে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সিনিয়র, জুনিয়রসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

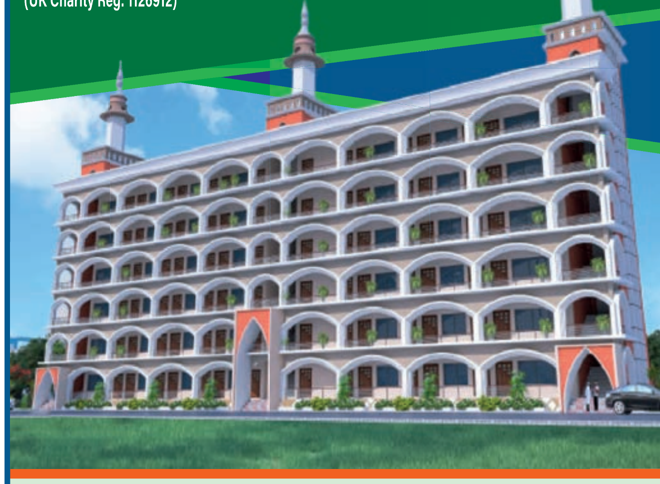

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

৪ কোটি ৯২ লাখ টাকা ব্যয়ে তাজপুর-বালাগঞ্জ সড়কের সংস্কার কাজের উদ্বোধন

সিলেট অফিস : সিলেটের ওসমানীনগরে প্রায় ৪ কোটি ৯২ লাখ টাকা ব্যয়ে তাজপুর-বালাগঞ্জ সড়কের সংস্কা কাজ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেছেন সিলেট-২ (বিশ্বনাথ-ওসমানীনগর) আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মোকাব্বির খান।

সোমবার (১৬ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার তাজপুর কদতলায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

তাজপুর-বালাগঞ্জ সড়ক বন্যাকবলিত হয়ে নানা স্থানে ভাঙন দেখা দেয়। সৃষ্টি হয় খানাখন্দের। সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খানের প্রচেষ্টায় সরকার সাড়ে ৬ কিলোমিটার (ওসমানীনগর অংশ) রাস্তা সংস্কার করার জন্য ৪ কোটি ৯২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেটের অধিনে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সড়কের কাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাশেদুজ্জামান পিটার কাজ সমপন্ন করবে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে স্থানীয় কদমতলা ডাকবাংলোয় এক মতবিনিময়সভার আয়োজন করা হয়।

তাজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অরুনোদয় পাল ঝলকের সভাপতিত্বে ও ওসমানীনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক লুৎফুর রহমানের পরিচালনয়ায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- সিলেট-২ (বিশ্বনাথ-ওসমানীনগর) আসনের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান।

বক্তব্য রাখেন- দয়ামীর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নুর উদ্দিন নুনু, সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহেদ আহমদ মুসা, উসমানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওয়ালি উল্লাহ বদরুল, পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী সুমন, এলজিইডি প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আব্দাল মিয়া, উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা সায়ীদ আহমদ বহলুল, ওসমানীনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি জুবেল আহমদ সেকেল, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন আনা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা অজিত পাল।

সভায় উপস্থিত ছিলেন- ইউপি সদস্য তোরন মিয়া, খালেদ আহমদ খুকু, সমাজসেবক জুবায়ের আহমদ মজনু, ওসমানীনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল মতিন, সহ-সভাপতি লিলুউর রহমান পংকি, কোষাধ্যক্ষ কবির আহমদ, দপ্তর সম্পাদক এস জামান ফরহাদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জিতু আহমদ, ওসমানীনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক অজয় দাশ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সুশান্ত কপালী, উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন মাহমুদ, উপজেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ইমন আহমদ, তাজপুর ইউনিয়ন ছাত্র লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন পাশা, সদস্য সাজু আহমদ প্রমুখ।

মতবিনিময়সভা শেষে এনআরবি ব্যাংক ও শাহজালাল ইসলামি ব্যাংকের পক্ষ থেকে শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন মোকাব্বির খান এমপি।

এদিকে, সকালে এমপি মোকাব্বির খান ওসমানীনগর উপজেলা প্রশাসনের মাসিক আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায়ও যোগদান করেন।

আজমিরীগঞ্জে বাঁশের সাঁকো পার হতে লাগে 'টোল'!

আজমিরীগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল করছে মোটরসাইকেল ও মানুষ। এতে চলাচলকারীদের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে টাকা। সেতুটি আজমিরীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে পাহাড়পুর যাওয়ার পথে উদয়পুরে।

টাকা উত্তোলনকারী ব্যক্তির দাবি তাকে টাকা উত্তোলনের অনুমতি দিয়েছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও সদস্যরা।

স্থানীয়রা জানান, গেল বন্যায় পাহাড়পুর সড়কের বিভিন্ন অংশ ভেঙে যায়। মাটিয়াখাড়া ও উদয়পুরের মাঝে ভেঙে যাওয়া স্থানে স্থানীয় মহাদেব দাশসহ কয়েকজন একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করেন। এতে যাতায়াতকারী মানুষদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৫ টাকা করে নিচ্ছেন তারা। ২০ টাকা নেওয়া হয় মোটরসাইকেল পারাপারে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নির্মিত বাঁশের সাঁকোটি জরাজীর্ণ। দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়েই লোকজন চলাচল করছেন এই সেতু দিয়ে। অনেক কষ্ট করে পার করতে হচ্ছে মোটরসাইকেল। এরপরও টাকা দিতে হচ্ছে লোকজনকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন জানান, প্রায় ৩০ হাজার টাকা দিয়ে বাঁশের সাঁকোটি তৈরি করা হয়েছে। সেখান থেকে প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা রোজগার হচ্ছে। অথচ জনপ্রতিনিধিরা যদি সরকারি অর্থে সেখানে একটি সাঁকো নির্মাণ করে দিতেন তাহলে মানুষদের এভাবে টাকা দিতে হতো না।

এ বিষয়ে কথা বলতে ইউপি চেয়ারম্যান সুষেনজিৎ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার মোবাইলটি বন্ধ পাওয়া যায়।

ইউপি সদস্য অদৈত্য তালুকদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে অন্য আরেকজন কলটি রিসিভ করেন। যাতায়াতকারীদের কাছ থেকে দুয়েক টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন পরিষদের সদস্য অরুণ কুমার তালুকদার।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপজেলা প্রকৌশলী তানজির উল্লা আহমেদ সিদ্দিকী জানান, সড়কটি দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

র‍্যাবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সময় জানাননি লু : মার্কিন দূতাবাস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে গেছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। স্বাভাবিকভাবেই র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তিনি কি বলেন তা নিয়ে সকলেরই কৌতুহল ছিল।

রবিবার ডোনাল্ড লু'র সঙ্গে বৈঠকের পর সোমবার ঢাকায় সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সে কৌতুহল অনেকটাই মিটিয়েছিলেন। তার নিজ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বাহিনীটির উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা অচিরেই উঠে যাবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "তারা (মার্কিন প্রতিনিধি দল) বলেছেন, তোমরা যেভাবে যাচ্ছ, একটা সঠিক পথে যাচ্ছ। তোমরা যেভাবে চলছ, এটা যেন চলমান থাকে, তোমাদের ল'ইয়ার ভালো ভূমিকা রাখছে। আমরা মনে করি, হয়ত খুব শিগগির নিষেধাজ্ঞা উঠে যেতে পারে। আমরা আশা করছি, এটা খুব অচিরেই শেষ হবে।"

কিন্তু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পর সচেতন মহলে ফের নতুন করে কৌতুহল শুরু হয়। কারণ, এর আগে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতসহ বাইডেন প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ ব্যক্তি বাহিনীটির পর্যাপ্ত সংস্কার না করলে শিগগিরই নিষেধাজ্ঞা না উঠার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই র‍্যাব নিয়ে ডোনাল্ড লু ঠিক কি বলেছিলেন তা জানার আগ্রহ সবার। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র জেফ রাইডেনুর জানিয়েছেন, ঢাকায় তার বৈঠকগুলোতে ডোনাল্ড লু র‍্যাবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সময়সীমা নির্দেশ করেননি।

মঙ্গলবার মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র

জেফ রাইডেনুর এই প্রতিবেদককে জানান, গত বছর র‍্যাব কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক গুমের অভিযোগের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ায় এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লু বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন। আমরা এই অব্যাহত সংস্কারের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই এবং বাংলাদেশ সরকারকে কথিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের স্বাধীন তদন্ত করতে উৎসাহিত করি।

উল্লেখ্য, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবসহ এই বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে সাত কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

নতুন করে আর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সুযোগ নেই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কোনো ব্যক্তির নতুনভাবে আর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। তিনি বলেছেন, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি নির্ধারিত ফর্মে নির্ধারিত সময়ে আবেদন না করে থাকেন, তাহলে এখন নতুনভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আবেদন করার কোনো সুযোগ নেই।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে সুদীর্ঘ ৫০ বছর পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ ছিল। মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্ত না হয়ে থাকলে ভাতা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সনদ না পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবেন।

একই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী মোজাম্মেল হক বলেন, ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় এক লাখ ৮২ হাজার ৩৫২টি ডিজিটাল সার্টিফিকেট এবং ৯৫ হাজার ২৪৫টি স্মার্ট আইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে। সমন্বিত তালিকায়

অন্তর্ভুক্ত বাকি মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সনদ এবং জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মার্ট আইডি কার্ড তৈরির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা 'বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বিতরণ আদেশ-২০২০' এর নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, ওই আদেশের ৩নং অনুচ্ছেদে 'সম্মানি ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা' হিসেবে বর্ণিত ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে রক্ষিত ৩৩ ধরনের প্রমাণকের মধ্যে যে কোনো একটি প্রমাণকে নাম থাকলে; ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সম্মানী ভাতা প্রাপ্তির জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বা সুবিধাভোগী 'ফরম' অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন দাখিল করলে, ওই আদেশের ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবেদন যাচাই-বাছাই কমিটি ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'আবেদন যাচাই-বাছাই পদ্ধতি' অনুসরণ করে চূড়ান্ত সুপারিশসহ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠালে ওই বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পাবেন।

ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে: আইএমএফ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টায় দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে।

মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থার (আইএমএফ) ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অন্তোনিয়েতে মোনসিও সাইয়েহর নেতৃত্বে সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে সাক্ষাতকালে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিনিধি দলে অন্যদের মধ্যে ছিলেন- আইএমএফের অ্যাডভাইজার টু ডিএমডি আমিনা লেহরিচি, ডেপুটি ডিরেক্টর এনি মেরি গাল্ডি, মিশন চিফ রাহুল আনন্দ, বাংলাদেশ ও ভুটানের আবাসিক প্রতিনিধি জায়েন্দু দে।

সাক্ষাতকালে তারা বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন, সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকট, উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণে আইএমএফের সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তন, বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টায় করোনা ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অনেক দেশের অর্থনীতি হিমশিম খেলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। দেশে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার পাশাপাশি শতভাগ বিদ্যুতায়ন, মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, প্রায় এক কোটি মেয়ে শিক্ষার্থীদের মোবাইলে অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান, নারীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, 'ডেল্টাপ্লান ২১০০' প্রণয়ন ইত্যাদি সবক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার।

তিনি আরও বলেন, সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার পাশাপাশি হতদরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে সামাজিক সুরক্ষা জালের আওতা বর্ধিতকরণ এবং টিসিবি ও ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে তাদের মাঝে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিতরণের মতো নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জনগণের জীবনমান সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে বর্তমান সরকার।

বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতির প্রশংসা করে ডিএমডি অন্তোনিয়েতে মোনসিও সাইয়েহ বলেন, আইএমএফ দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদার। ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণে আইএমএফ বাংলাদেশকে তার সহায়তা অব্যাহত রাখবে। সমগ্র বিশ্ব কোভিড-১৯ এর অভিঘাতের কারণে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলো মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত চাপ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংক্রান্ত নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় আইএমএফ পাশে থাকবে বলে দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন তিনি। বর্তমান সংকটকালীন সময়ে আইএমএফ বাংলাদেশকে যে ঋণ সহায়তা দিতে যাচ্ছে- তা যথাসময়ে পরিশোধের সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনের সংশোধন কিংবা নতুন আইন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন স্পিকার। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব, সরকারি হিসাব ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সঙ্গে ভবিষ্যতে আইএমএফ প্রতিনিধি দলের সভা ও সেমিনার আয়োজনের অনুরোধ জানান স্পিকার।

তিনি বলেন, আইএমএফ বাংলাদেশকে যে সহযোগিতা প্রদান করছে সে বিষয়ে সংসদ সদস্যদের আইএমএফের রিসোর্স পার্সন দ্বারা অরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে অবহিত করলে সংসদ সদস্যরা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। এ সময় বাংলাদেশ সফরের জন্য প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জানান স্পিকার। সংসদ সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

মোবাইল ফোনে বিজয়ের বাধ্যবাধকতা : সরকারকে ধন্যবাদ

বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার কমে যাচ্ছে। শুদ্ধ ভাষা চর্চা হারিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে মুঠোফোনে বিজয় কি-বোর্ড ব্যবহার করার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। বিজয় 'এপিকে' (কার্যত মোবাইল অ্যাপ) ছাড়া কোনো ধরনের স্মার্টফোন দেশে বাজারজাত করতে দেওয়া হবে না বলে নির্দেশনায় জানানো হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এই বাধ্যবাধতায় ব্যবহারকারীদের কী সুবিধা হবে সেই প্রশ্নের উত্তরে মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, 'ব্যবহারকারীর দিক থেকে সে প্রথমত বিনা মূল্যে একটি সফটওয়্যার পাচ্ছে, বাংলা লিখতে পারবে। এর বেশি আর কী সুবিধা এখান থেকে পাওয়ার আছে? আমরা বলেছি, উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক যেন সফটওয়্যারটা দিয়ে দেয়, যাতে ব্যবহারকারীর হাতের কাছে একটা বাংলা লেখার সফটওয়্যার থাকে এবং সেটা সে বিনা মূল্যে পায়।' তিনি আরও বলেছেন, 'সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে, তার কাছে বাংলা লেখার সফটওয়্যার বিনা মূল্যে দেওয়া, সরকার সেটাই করছে। কেউ যেন বলতে না পারেন যে আমি বাংলা লেখার কিছু পাইনি।'

'আমি বাংলা লেখার কিছু পাইনি'-এ প্রশ্ন কি ল্যাপটপ, পিসির ক্ষেত্রেও করা যায় না? সেখানেও কি বাজারজাতকরণ করার আগে বিজয় ইনস্টল থাকার কথা বলা যায় না? মুঠোফোনের কথায়ও যদি আসি। শুধু অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরাই এই প্রশ্ন করবেন? আইফোন ব্যবহারকারীরা করবেন না? আইফোনের জন্য কি বিজয়ের কি-বোর্ড আছে? শুধু কি-বোর্ড কেন, তথ্য-উপাত্ত খোঁজার জন্য বাংলায় সার্চ ইঞ্জিনও কি দিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়?

বাংলা লেখার সফটওয়্যার বিনা মূল্যে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এখানে প্রশ্নটা ফ্রি কিংবা অতিমূল্যের নয়, এখানে প্রশ্নটা হলো যৌক্তিকতার। বর্তমান বাস্তবতায় 'ফ্রি' বলে কিছু নেই। আপাতদৃষ্টে ফেসবুকও ফ্রি। তার মানে কি তারা আয় করছে না? আবার, বিজ্ঞাপনই এই সব প্রতিষ্ঠানের একমাত্র আয়ের উৎস নয়। বলা হয়ে থাকে যে, 'আপনি যদি পণ্যের (সেবা) জন্য অর্থ প্রদান না করে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই পণ্য।' অপর দিকে, এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে গিয়েও, মুঠোফোন আমদানিকারক বা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাড়তি বিড়ম্বনার পাশাপশি বাড়তি ব্যয়ও মেটাতে হবে। দিন শেষে, সেই ব্যয় ব্যবহারকারীকেই বহন করতে হবে।কি-বোর্ড-জাতীয় সফটওয়্যার বা অ্যাপের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো, এর নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট দিকগুলো। এই কি-বোর্ড দিয়ে মুঠোফোনে কখন কী টাইপ করা হচ্ছে, তার সবকিছুই রেকর্ড করে রাখা সম্ভব। তা সে পাসওয়ার্ড হোক, বন্ধুকে পাঠানো খুদে বার্তা হোক কিংবা আর্থিক লেনদেনের তথ্যই হোক। 'কি-লগার' নামক একধরনের ম্যালওয়ার এই পদ্ধতিতেই ব্যবহারকারীর ডিজিটাল নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলে দেয়। বিজয় কি-বোর্ড কি উন্মুক্ত (ওপেন সোর্স) সফটওয়্যার? তা না হলে, সেটি কীভাবে কাজ করে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার সরাসরি কোনো উপায় নেই।

ব্যাংকে তারল্য সংকটের কারণ কী

মুঈদ রহমান

ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি, সমস্যা কোনো সমস্যা নয়; সমস্যার সমাধানটাই সমস্যা। সমস্যা-সংকট চিরতরে নির্মূল হওয়ার বিষয় নয়।

একটি দৃশ্যমান সমস্যার অবতারণা হলে তার সমাধানে ব্যবস্থা নিয়ে সমাধান করা হয়। আবার দুই পা এগিয়ে চলতেই নতুন আরেক সমস্যা দেখা দেয়, প্রয়োজন পড়ে তা থেকে উত্তরণের। এভাবেই নতুন নতুন সংকট ও তার সমাধানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে মানবসমাজ-সভ্যতা। যেহেতু সংকট কোনো চিরনির্মূলযোগ্য বিষয় নয়, তাই তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে আত্মঘাতী। এ সত্যটি আমাদের মানতেই হবে; কিন্তু আমরা মানতে চাই না।

যে কোনো সংকট-সমস্যাকে অস্বীকার করার একটি নেতিবাচক প্রবণতা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। তারা এটাকে সরকারের ব্যর্থতা মনে করে। প্রকৃত সত্য হলো, সব সংকটের ব্যর্থতার দায় সরকারের নয়। কেননা, সংকট সৃষ্টিতে নানা ধরনের দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান প্রভাব থাকে। তার সব দায় সরকারের একার হতে পারে না।

তবে হ্যাঁ, সংকট সৃষ্টি যদি সরকারের ভুল নীতির কারণে হয়, যদি সংকটের আভাসকে আমলে না নেওয়ার কারণে হয় এবং সংকট যদি সরকার সংশ্লিষ্টদের দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার দায় তো সরকারকে নিতেই হবে। তাই একটি বিবেচনাপ্রসূত সরকারের উচিত, কোনো সংকটের আভাস পেলে তা গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিয়ে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা। সংকট-সম্ভাবনা উত্থাপনকারীর ওপর রুষ্ট হয়ে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে এ স্বল্পপরিসরে দুটি সমস্যার কথা তুলে ধরতে চাই-এক. ব্যাংক থেকে সরকারের অস্বাভাবিক ঋণ গ্রহণ; দুই. ডলারের পাশাপাশি স্থানীয় মুদ্রার সরবরাহ সংকট।

নতুন বছরের শুরুতে কারও কারও ধারণা ছিল, আন্তর্জাতিক বাজারে এ বছর পণ্যমূল্যের দাম অনেকখানি কমতে পারে, যে কারণে মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে সরকার টাকা ছাপিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে যে পরিমাণ ঋণ নিয়েছে, তাতে করে অভ্যন্তরীণভাবে মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতি উভয়ই বেড়ে যাবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আরও প্রকট হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন সেই চিত্রই তুলে ধরছে। ব্যাংকগুলো থেকে সরকার অস্বাভাবিকভাবে বেশি ঋণ নেওয়ার কারণেই নতুন টাকা ছেপে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পুরোনো ঋণের আংশিক পরিশোধ করা হয়েছে, বাকিটা নতুন ঋণ। দৈনিক যুগান্তর বলছে, বিদায়ি বছরে (২০২২ সাল) ব্যাংক খাত থেকে সরকার ঋণ নিয়েছে ৩ লাখ ২ হাজার ৪৩৫ কোটি টাকা, যা আগের বছর ছিল ২ লাখ ২১ হাজার ২৪৪ কোটি টাকা। সে হিসাবে বছরের ব্যবধানে সরকারের ব্যাংক ঋণ বেড়েছে ৮১ হাজার ১৯১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের শুরুতে সরকারে ঋণস্থিতি ছিল ২ লাখ ৭০ হাজার ১৮৬ কোটি টাকা। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসেই (জুলাই-ডিসেম্বর) ঋণ বেড়েছে ৩২ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা। তার মানে হলো, সাধারণ বছর এবং অর্থবছর-সব হিসাবেই ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার অঙ্কটা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। বাড়তি ঋণের পুরোটাই নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এবং তা নতুন নোট ছাপনোর মাধ্যমে। বাণিজ্যিক ব্যাংক বাদে কেবল বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার অবস্থাটি যাচাই করা যাক। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মোট ঋণ নিয়েছে ১ লাখ ২১ হাজার ৪৭১ কোটি টাকা, যা ২০২১ সালে ছিল মাত্র ১৪ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা। সে হিসাবে এক সাধারণ বছরে সরকারের ব্যাংক ঋণ বেড়েছে ১ লাখ ৬ হাজার ৯২৯ কোটি টাকা। আর চলতি অর্থবছরের (২০২২-২৩) শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংকে সরকারের ঋণস্থিতি ছিল ৫৫ হাজার ৮৬৬ কোটি টাকা। সেখানে চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) ঋণ বেড়েছে ৬৫ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা। অথচ আগের বছরের এ সময়ে বাংলাদশ ব্যাংকের কাছে সরকারের ঋণ ছিল মাত্র ২৪ হাজার ৫৪২ কোটি টাকা। সরকার বরাবরই বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। তবে তা অর্থবছরের শেষদিকে এবং নতুন বছরের শুরুতে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু এবার অর্থবছরের শুরু থেকেই ধার করা শুরু হয়েছে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য না থাকার কারণেই এমনটি হচ্ছে। তাই সরকারকে অতিরিক্ত ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। যে কারেণে আগামী দিনগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি আরও বেড়ে যেতে পারে এবং তা হলে জনদুর্ভোগ চরম মাত্রায় পৌঁছবে। ফলে আমাদের দুর্ভাবনার পথ আরও প্রসারিত হলো।

গত বছরের মার্চ থেকে আমরা ডলার সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছি। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তার পরিণতি হিসাবে অভ্যন্তরীণভাবে ডলারের বিপরীতে স্থানীয় টাকার অবমূল্যায়ন ঘটে। এ অবমূল্যায়নের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য; স্থানীয় মুদ্রায় ডলারপ্রতি দাম বেড়েছে ২০ টাকারও বেশি। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সাধারণত বাজার থেকে ডলার কিনে আমদানি বিল পরিশোধ করে থাকে। যেহেতু ডলারের দাম বেড়ে গেছে, তাই প্রয়োজনীয় ডলার কেনার বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত স্থানীয় মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। যে কারণে স্থানীয় মুদ্রা হিসাবে টাকার সংকটে পড়েছে ব্যাংকগুলো। সংশ্লিষ্টরা বলছে, মূল্যস্ফীতির চেয়ে আমানতের ওপর ব্যাংকের সুদহার কম হওয়ায় আমানতের পরিমাণ কমে গেছে। এক হিসাবে দেখা যায়, ব্যাংকগুলো যে পরিমাণ ঋণ বিতরণ করছে, তার বিপরীতে আমানত জমা হচ্ছে প্রায় অর্ধেক মাত্র। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংক খাতে বড় ধরনের অনিয়মের খবরে গ্রাহকদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। ডলারের দাম বৃদ্ধি, আমানতের ওপর সুদহার মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিতে সঞ্চয় ভেঙে ফেলা এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনার ওপর গ্রাহকদের আস্থা কমে যাওয়ার কারণে গত বছর ব্যাংকগুলোতে আমানতের পরিমাণ কমে গেছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। কোনো কোনো দিন কোনো কোনো ব্যাংক তারল্য সংকট মেটাতে অন্য ব্যাংক থেকে টাকা ধার নেয়। এটাকে আমরা বলে থাকি কলমানি। এর একটা সুদের হার থাকে, তা খুব বেশি নয়। কিন্তু টাকার সংকটের কারণে কলমানিতে সুদহার ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। আবার ব্যাংকে জমা টাকার নিরাপত্তার জন্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে তার ১৭ শতাংশ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়, যাকে আমরা বলি ক্যাশ রিজার্ভ র‌্যাশিও (সিআরআর)। তারল্য সংকটের কারণে কিছু ব্যাংক পরিমাণমতো সিআরআর জমা রাখতে পারছে না। ক্রমাগত তারল্য ঘাটতির একটা নমুনা তুলে ধরা যাক; ব্যাকংগুলোর কাছে ২০২২ সালের অক্টোবরে অতিরিক্ত তারল্য ছিল ১ লাখ ৬৯ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা। তবে এর মধ্যে প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য অতিরিক্ত তারল্য ছিল মাত্র ১২ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা। অথচ এর আগের বছর একই সময়ে অর্থাৎ ২০২১ সালের অক্টোবরে ব্যবহারযোগ্য অতিরিক্ত তারল্য ছিল ৩৪ হাজার ৪০৬ কোটি টাকা। আবার ২০২১ সালের জুন মাসে তা আরও বেশি ছিল-৬৩ হাজার ৮৫৪ কোটি টাকা।

কিন্তু প্রশ্ন আসে, এই তারল্য সংকট হলো কেন কিংবা টাকাই বা গেল কোথায়? উত্তরে বলতে হয়, সাধারণ গ্রাহক ব্যাংকে যে পরিমাণ টাকা জমা রাখে, ব্যাংকগুলো সেই জমাকৃত টাকাই ঋণ হিসাবে বিনিয়োগকারীদের বিতরণ করে। সেক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ ও বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকাটাই বাঞ্ছনীয় বা কাম্য। তবে এ জমা ও বিতরণের মধ্যে মস্ত ফারাক দেখা গেছে। ব্যাংক খাতে গত সেপ্টেম্বরে আমানতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ। বিপরীতে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ দশমিক ৮৫ শতাংশ। জমা ও বিতরণকৃত ঋণের ব্যবধানটা লক্ষণীয়। গত নভেম্বরে আমানতের প্রবৃদ্ধি আরও কমে দাঁড়ায় ৬ দশমিক ৬৮ শতাংশে। এর বিপরীতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১০ দশমিক ৯৩ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকে আমানতের যে প্রবাহ, তার চেয়ে ঋণপ্রবাহের মাত্রা অনেক বেশি। তারল্য সংকটের আরেকটি কারণ হলো, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলার বিক্রি। ২০২২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে স্থানীয় ব্যাংকগুলোর কাছে ১ হাজার ২৬১ কোটি ডলার বিক্রি করেছে। এক ডলার সমান ৯৮ টাকা ধরলে বিক্রি করা ডলারের স্থানীয় মুদ্রায় পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২৩ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা। গত বছর এ পরিমাণ টাকা স্থানীয় ব্যাংকগুলো থেকে চলে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে। ফলে বেড়ে গেছে অর্থ সংকট।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, তারল্য সংকট সৃষ্টি অনুমানের বাইরে ছিল না। কারণ এটি ডলারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে এ সময় শুধু উৎপাদনশীল খাতকে বেছে নিতে হবে। সেই সঙ্গে বাড়াতে হবে তদারকি। ব্যাংকের তারল্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের সংকট বিষয়ে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুরের বক্তব্য হলো, যারা ব্যাংক খাতে এ অবস্থার জন্য দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে। এজন্য ডলারের পর টাকার সংকট তৈরি হয়েছে। ছয় মাস ধরে সমস্যা চলছে, অথচ এটাকে কোনো সমস্যাই মনে করছে না সরকার। এখন সমাধান করতে হলে আগে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সুদহারের সীমা তুলে দিলে সাময়িক সমাধান হলেও আবার একই সমস্যা ফিরে আসবে। কারণ, দেশ থেকে ডলার পাচার হয়েছে; আর টাকা ব্যাংকের বাইরে চলে গেছে।

মুঈদ রহমান : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৪৮ বছর পর হারানো বাবাকে ফিরে পেলেন ছেলে!

সিলেট অফিস : মো. আমজদ আলী তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে ৪৮ বছর আগে ঘর ছেড়েছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান ভারতে। ওই সময় রেখে গিয়েছিলেন ৬ মাস বয়সের ছেলে কালা মিয়াকে। সেই কালা মিয়াকে আট বছর বয়সে ফেলে তার মা-ও চলে যান পাকিস্তান।

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত কাটিয়ে একে একে দীর্ঘ ৪৮টি বছর পার করেছেন কালা মিয়া। এ দীর্ঘদিনে একবারের জন্য দেখতে পাননি বাবা আমজদ আলীকে, কারণ আর বাড়িতে ফেরেননি। তবে ৪৮ বছর পর হঠাৎ ছেলের সন্ধানে দেশে ফিরলেন শত বছর বয়সী আমজাদ। খুঁজে বের করলেন ছেলেকে। এত বছর পর হারানো বাবাকে ফিরে পেয়ে কালা মিয়ার পরিবারে বইছে খুশির বন্যা।

বর্তমানে সিলেট মহানগরের মদীনা মার্কেটের বাসিন্দা কালা মিয়া জানান, তাদের মূল বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা থানায়। তার মা হাজেরা খাতুনের বাবার বাড়ি নেত্রকোনা জেলার বারাড্ডা থানায়। প্রায় ৪৮ বছর আগে তার মা হাজেরা খাতুনের সাথে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া হয় তার বাবার। ঝগড়ার পর ছেলে ও স্ত্রীকে রেখে আমজদ আলী চলে যান ভারতে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৬ মাস। ভারতে গিয়ে তিনি আবারো বিয়ে করেন এবং সেখানে তার চার সন্তান রয়েছে। বর্তমানে তিনি ভারতের নাগরিক। বাবা ছেড়ে যাওয়ার আট বছরের মাথায় তার মা হাজেরা খাতুনও তাকে ছেড়ে চলে যান পাকিস্তানের করাচিতে। সেখানে তিনি স্থানীয় একজনকে বিয়ে করেন এবং সেখানে তার পাঁচ সন্তান রয়েছে।

বাবা-মাহীন ৮ বছর বয়স থেকে শুরু হয় কালা মিয়ার জীবনযুদ্ধ। জীবিকার তাগিদে ময়মনসিংহ থেকে চলে আসেন সিলেট। টুকি-টাকি ব্যবসা শুরু করেন। সিলেটেই বড় হয়ে উঠেন তিনি। একসময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি চার সন্তানের জনক। সিলেটে থাকছেন ৩৫ বছর ধরে।

কালা মিয়া জানান, গত বছর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করে ময়মনসিংহ থেকে একজন মোবাইল ফোনে কল দিয়ে জানান- কালা মিয়ার খুঁজে তার বাবা দেশে এসেছেন। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত চলে যান সেখানে এবং বাবাকে নিয়ে ফেরেন সিলেটে। দীর্ঘ ৪৮ বছর পর জন্মদাতা বাবাকে চোখের সামনে দেখে কালা মিয়ার চোখ দিয়ে গড়ায় আনন্দাশ্রু। মিলনমুহুর্তে বাবা-ছেলে দু'জনেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন অনেক্ষণ। নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে কালা মিয়া বলেন, এটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। কারণ দীর্ঘ ৪৮ বছর পরে আমি আমার বাবাকে পেয়েছি। আমার সন্তানেরা পেয়েছে তাদের দাদাকে। তাই পরিবারের সবাই খুব খুশি। আমার বিশ্বাস ছিলো-বাবা একদিন ফিরে আসবেন। আমি বাবাকে খুঁজে পেয়েছি, এটিই আমার কাছে বড় আনন্দের। এখন সবাইকে নিয়েই আমি সুখে থাকতে চাই। বাবা যেভাবে ফিরে এসেছেন আশা করি আমার মাও ফিরে আসবেন। এ ক্ষেত্রে সরকারে সাহায্য কামনা করেন কালা মিয়া।

আমজদ আলী ফিরে আসায় আনন্দিত কালা মিয়ার পরিবারও। কালা মিয়ার ছেলে সুজন মিয়া বলেন, দাদাকে পেয়ে অনেক খুশি। ছোটবেলা থেকে দাদা-দাদির কাউকেই দেখিনি। মনে আশা ছিলো- তাদেরকে একদিন ফিরে পাবো। আজ আমাদের সবার আশা পূরণ হয়েছে।

কালা মিয়ার স্ত্রী বলেন, আমরার শ্বশুরকে সেভাবে ফিরে পেয়েছি ঠিক সেভাবে শ্বাশুড়িকেও ফিরে পেতে চাই।

মো. আমজদ আলী জানান, সে সময় স্ত্রীর সাথে অভিমান করে ভারতে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেকে কখনোই ভুলতে পারেননি। তাই এত বছর পরও ছেলেকে খুঁজতে দেশে চলে এসেছেন। তিনি আনন্দে কী বলবেন তা বুঝতে পারছেন না। তবে তিনি যে ভীষণ খুশি হয়েছেন- এটাই শুধু বলতে পারছেন।

কানাডায় পাঠানোর নামে ভারতে পাচার

বড়লেখা প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার বর্ণি ইউনিয়নের সৎপুর গ্রামের পাঁচ যুবকসহ আট জনকে কানাডা পাঠানোর কথা বলে তাদের নিকট থেকে ১ কোটি ২৯ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকা হাতিয়ে মানব পাচারকারী চক্র তাদেরকে ভারতে পাচার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে খাইরুল হাসান নামে প্রতারিত যুবকের ভাই খছরুল আলমের মানবপাচার প্রতিরোধ ও অর্থ-আত্মসাৎ মামলায় বড়লেখা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জিয়াউল হক চক্রটির মূলহোতা নাজমুল ইসলামকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। সে বড়লেখা উপজেলার সৎপুর গ্রামের নইম উদ্দিনের ছেলে।

বড়লেখা আদালত পুলিশের জি.আরও এএসআই পিয়ুষ কান্তি দাস রোববার এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, মানবপাচার প্রতিরোধ আইনের একটি মামলার প্রধান আসামী নাজমুল ইসলাম গত বৃহস্পতিবার জামিন নিতে আদালতে হাজির হন। বিজ্ঞ আদালত

তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

আদালত ও প্রতারণার শিকার ভুক্তভোগীদের সূত্রে জানা গেছে, মানবপাচার মামলার প্রধান আসামী বড়লেখার নাজমুল ইসলাম ও ২ নং আসামী কুলাউড়ার কামারকান্দি গ্রামের রুবেল আহমদ এবং মামলার বাদী খছরুল আলমের ছোটভাই খাইরুল হাসান একত্রে দুবাই থাকতেন। ১ নং আসামী নাজমুল ইসলাম তার পাসপোর্টে কানাডার ইমিগ্রেশন শীল ও কিছু ভিডিও দেখিয়ে তাকে কানাডা যেতে প্রলুব্ধ করেন। পরে প্রস্তাব দেয় সে তাকেসহ আগ্রহী যে কাউকে কানাডায় পাঠাতে পারবে। এই প্রক্রিয়ার সাথে রুবেলও সম্পৃক্ত রয়েছে। তারা উভয়ে বিশ্বাস জন্মিয়ে বড়লেখার খায়রুল হাসান, জিলাল আহমদ, আমিনুল ইনলাম, আব্দুল গনি, দেলোয়ার হোসেন, দেশের অন্যান্য এলাকার ৩ জনসহ মোট আটজনকে কানাডা পাঠানোর জন্য তাদের নিকট থেকে ৫২ লাখ ২৮ হাজার ৫০০ টাকা অগ্রীম গ্রহণ করে। গত বছরের ২০ আগস্ট মানবপাচারকারী নাজমুল ও রুবেল কানাডা যাত্রা চূড়ান্ত জানিয়ে আট জনের মধ্যে ছয় জনকে দুবাই থেকে দেশে পাঠিয়ে দেয়। অপর তিন জন আগে থেকেই দেশে ছিল। এই আট জনকে ৩ হাজার ডলার করে সঙ্গে নিয়ে ভিসা তোলার জন্য ভারতে পাঠায় এবং জানায় সেখানে তাদের নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদেরকে রিসিভ করবে। সেখানে তাদের পাচারকারী সিন্ডেকেটের ভারতীয় সদস্যরা অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে রশি দিয়ে চোঁখ বেধে একটি রুমে আটক করে সাথে থাকা ২৪ হাজার ডলার হাতিয়ে নেয়। জিম্মি করে অনাহারে রেখে শারীরিক নির্যাতনের ছবি হোয়াটসএপে বাড়িতে পাঠিয়ে তাদের মুক্তির জন্য এই সিন্ডিকেট আরো ৪৮ লাখ টাকা আদায় করে। এঘটনায় ভুক্তভোগী খায়রুল হাসানের ভাই খছরুল আলম গত বছরের ১৪ নভেম্বর মানবপাচারকারী সিন্ডিকেটের মূলহোতা বড়লেখার নাজমুল ইসলাম, সহযোগী কুলাউড়ার রুবেল আহমদ ও তার স্ত্রী মুন্নি বেগম এবং বড়লেখার নইম উদ্দিনকে আসামী করে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে বড়লেখা থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় গত বৃহস্পতিবার প্রধান আসামী নাজমুল ইসলাম জামিন নিতে আদালতে হাজির হলে বিচারক তাকে কারাগারে পাঠান।

বানিয়াচংয়ে বেড়েছে সরিষা বিপ্লব

বানিয়াচং সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে এ বছর ১৫১ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ বেড়ছে। ভোজ্য তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় এ বছর শস্যটির চাষ অনেক বেড়েছে।

কৃষি বিভাগ জানিয়েছে- গেল বছর বানিয়াচংয়ের হাওরে ২২৪ হেক্টর জমিতে সরিষার চাষ হয়েছিল। এবারে ১৫১ হেক্টর বেড়ে তা চাষের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭৫ হেক্টর জমিতে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫৫০ মেট্রিক টন। যার বাজার মূল্য হতে পারে প্রায় ৬ কোটি টাকা।

এক সময় এ উপজেলায় ব্যাপক পরিমাণ সরিষার চাষ হলেও গেল কয়েক বছরে সেই মাত্রাটি কম ছিল। সাম্প্রতিককালে ভোজ্য তেলের দাম বেড়ে যায়। সরকারের নির্দেশনা ছিল

আবাদযোগ্য জমি পতিত না রাখতে। সেই লক্ষ্যে কৃষি বিভাগ কাজ করেছে। এদিকে, প্রথমবারের মতো বানিয়াচং উপজেলার শেখের মহল্লা মাঠে সরিষা জমির পাশে মৌ-বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এতে একদিকে ফলন ও তার সঙ্গে বাড়তি লাভ মধু। আর মৌ-বাক্স স্থাপনের কারণে জমিগুলোতে উৎপাদন বাড়তে পারে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ। এ বিষয়ে বানিয়াচং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. এনামুল হক জানান- প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আবাদ বাড়াতে চাষিদের সব ধরণের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

Al Mustafa Welfare Trust
Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area
please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org

100% ZAKAT POLICY
Registered with FUNDRAISING REGULATOR

আয়োডিন ঘাটতিতে স্বাস্থ্য সমস্যা

ডা. শাহজাদা সেলিম

আয়োডিন একটি রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাইরয়েড হরমোন তৈরি করতে সহায়তা করে। আমাদের শরীর নিজে আয়োডিন তৈরি করতে পারে না। তাই আমাদেরকে খাবারের সাথে বাইরে থেকে এটা গ্রহন করতে হয়।

আয়োডিনের উৎস

বেশিরভাগ আয়োডিন আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য ও পানীয় থেকে পাই। সাধারণত সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন থাকে। তাই সামুদ্রিক উৎস থেকে প্রাপ্ত খাবার, যেমন সমুদ্রের মাছ, আয়োডিনসমৃদ্ধ হয়ে থাকে। কিছু শাকসজিতে, যেমন পালং শাক, বীট আলু, টমেটো ও মরিচে ভালমাত্রায় আয়োডিন থাকে যদি সেগুলো আয়োডিনসমৃদ্ধ মাটিতে জন্মে। আবার কিছু সজি আছে (যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম) যেগুলো শরীরে আয়োডিন শোষণে বাধা দেয়। ফলে, এসব সজি বেশি খেলে শরীরে আয়োডিনের মাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বাদু পানিতে আয়োডিন খুব বেশি থাকে না। তাই স্বাদু পানির মাছেও আয়োডিন খুব বেশি থাকে না।

আয়োডিনের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। থাইরয়েড হরমোনের একটি অপরিহার্য উপাদান হলো আয়োডিন। থাইরোয়েড হরমোন আমাদের শরীওে বিপাক সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এবং শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। থাইরোয়েড হরমোন প্রধানত মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, হৃৎপিন্ড, বৃক্ক, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সমূহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে অপরিহার্য।

আয়োডিনের ঘাটতিজনিত থায়রয়েডের সমস্যা

যখন আমাদের শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দেয় তখন প্রয়োজনীয় থাইরোয়েড হরমোন উৎপন্ন হয় না এবং আমরা আয়োডিনের অভাব জনিত স্বাস্থ্যসমস্যায় ভুগি, যেগুলেকে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যা বা ইংরেজিতে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিজঅর্ডার (আইডিডি) বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় দেশে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত থায়রয়েডের সমস্যা বিরাজমান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবমতো পৃথিবী ব্যাপী প্রায় ১৯৮৮.৭ মিলিয়ন মানুষ আয়োডিনের ঘাটতিজনিত থায়রয়েডের সমস্যায় আক্রান্ত। অঞ্চলভিত্তিক এ সমস্যার প্রাবল্যে তারতম্য আছে। সে যা হোক, বাংলাদেশ এ সমস্যায় আক্রান্ত গভীরভাবে।

এসব সমস্যার কয়েকটি নিম্নরুপ:

১. হাইপোথাইরয়ডিজম ঃ আয়োডিনের অভাবে যখন শরীরে পর্যাপ্ত থাইরোয়েড হরমোন তৈরি হয় না তখন তাকে হাইপোথাইরয়ডিজম বলা হয়। এর ফলে, আলসেমির ভাব, ঠান্ডা সহ্য করতে অক্ষমতা, অনিদ্রা, চামড়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

২. গলগন্ড ঃ আয়োডিনের ঘাটতির প্রাথমিক ও দৃশ্যমান লক্ষণ হলো গলগন্ড রোগ। আমাদের গলদেশে যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে তা যখন আয়োডিনের অভাবে ফুলে যায় তখন তাকে গলগন্ড রোগ বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে, আয়োডিনের অভাবে আমাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয় না। এ-অবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থি শরীরের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অতিরিক্ত হরমোন তৈরি করার চেষ্টা করে। মুল উপাদান আয়োডিনের ঘাটতি থেকে যাওয়ার পরও যখন গ্রন্থিটি আয়োডিন তৈরির বৃথা চেষ্টা করে তখন তা আকারে বড় হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্হায় এটি চোখে পড়ে না, কিন্তু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দৃশ্যমান হয়।

৩. প্রজনন সমস্যা ঃ গর্ভকালীন সময়ে থাইরোয়েড হরমোন শতকরা ৫০ ভাগ বেশি উৎপন্ন হয়। এই অতিরিক্ত থাইরোয়েড হরমোনের জন্য বেশি মাত্রার আয়োডিনের প্রয়োজন পড়ে। গর্ভধারণের ১১ সপ্তাহ থেকে ভ্রুণের থাইরোয়েড গ্রন্থি কাজ শুরু করে। ১৮ থেকে ২০ সপ্তাহ পূর্ণ হলে ভ্রূণ তার নিজস্ব থাইরোয়েড হরমোন উৎপাদন শুরু করে। সেই সময় থেকে শিশুর ৩ বছর বয়স পর্যন্ত সঠিক মাত্রার আয়োডিন গ্রহণ মা ও শিশু উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রুণের বৃদ্ধির সময় মস্তিষ্ক খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময় আয়োডিনের অভাব হলে বা পর্যাপ্ত আয়োডিন না পেলে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতিসহ আয়োডিন ঘাটতি জনিত নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। আয়োডিনের খুব বেশি অভাব দেখা দিলে গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব কিংবা অপরিণত শিশুর জন্ম হতে পারে। এই সন্তান বেঁচে থাকলেও জন্মগত নানা সমস্যায় ভোগে। এর ফলে সন্তান হাবাগোবা হয়, ভালোভাবে কথা বলতে পারেনা কিংবা একেবারে বোবা হয়, কানে কম শোনে এবং শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় বামন আকৃতির থেকে যায়।

৪. শিশু মৃত্যু ঃ আয়োডিনের অভাবগ্রস্ত শিশুরা অন্যান্য শিশুর চাইতে বেশিমাত্রায় অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগে এবং তাদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে। ফলে, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকিও বেশি থাকে।

আয়োডিন গ্রহণের সঠিক মাত্রা নির্ণয়-

আমরা সঠিক মাত্রায় আয়োডিন খাচ্ছি কি না তা পরিমাপ করা যায় প্রসাবের সঙ্গে নির্গত আয়োডিনের পরিমাণ থেকে। নানা রকম খাবারের মাধ্যমে আমরা যে আয়োডিন খাই তার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি প্রসাবের সঙ্গে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তাই প্রসাবে আয়োডিনের মাত্রা জানার মাধ্যমে বুঝতে আমরা সঠিক পরিমাণে আয়োডিন খাচ্ছি কি না। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির মানুষের শরীরে আয়োডিনের অবস্হা পরিমাপ করার জন্য তাদের প্রসাবে আয়োডিনের মাত্রা একটি ভালো সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রতি লিটার প্রস্রাবে গড়ে আয়োডিনের মাত্রা যখন ১০০-২০০ মাইক্রোগ্রাম পাওয়া যায় তখন বুঝতে হবে শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি নেই।

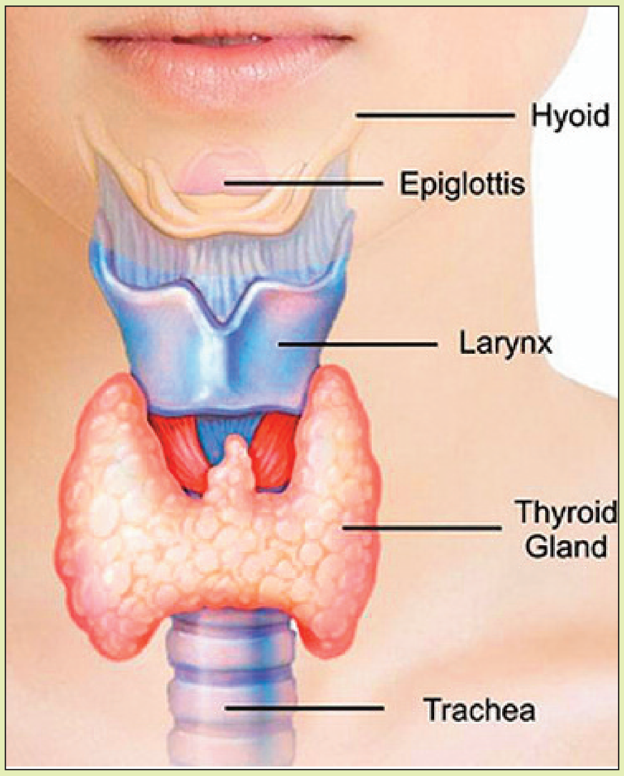

বাংলাদেশের মাটি, ফসল ও মানুষের শরীরে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যা সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমানে যে আয়োডিন আছে তা সমুদ্র থেকে বাষ্প হয়ে মেঘের সাথে আকাশে উঠে যায়। বৃষ্টির মাধ্যমে তা মাটিতে এসে পড়ে। গাছপালা মাটি থেকে এই আয়োডিন শোষণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে অতিবৃষ্টি, বন্যা, ইত্যাদির কারণে মাটির এই আয়োডিন ধুয়ে আবার সমুদ্রে চলে যায়। এসব কারণে আমাদের দেশের মাটিতে ও ফসলে আয়োডিনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ফলে, এখানকার মানুষের মধ্যে আয়োডিন ঘাটতির ঝুঁকি বেশি। বিশেষ করে বিস্তীর্ণ নদীর অববাহিকায় বসবাসরত জনগোষ্টির মধ্যে এই সমস্যা প্রকট, কারণ প্রায় প্রতিবছর বন্যার সময় এসব এলাকার ফসল উৎপাদনকারী জমিজমা পানিতে তলিয়ে যায়। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সময় মাটি থেকে আয়োডিনও ধুয়ে চলে যায়।

২০০৪-২০০৫ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে: শিশুদের শতকরা ৬.২ ভাগ এবং মহিলাদের ১১.৭ ভাগ গলগন্ড রোগে আক্রান্ত। ১৯৯৩ সালে এই হার ছিলো যথাক্রমে শতকরা ৪৯.৯ ভাগ ও ৫৫.৬ ভাগ। ২০০৪-২০০৫ সালের সমীক্ষায় শিশুদের প্রস্রাবে আয়োডিন পাওয়া গেছে প্রতি লিটারে ১৬২ মাইক্রোগ্রাম এবং মহিলাদের প্রস্রাবে ১৪০ মাইক্রোগ্রাম। ১৯৯৯ সালে এই মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৫৪ মাইক্রোগ্রাম ও ৪৭ মাইক্রোগ্রাম। ১৯৯৩ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী আয়োডিনের অভাব ছিল বাচ্চাদের মধ্যে শতকরা ৭১ ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে ছিল ৭০.২ ভাগ। ২০০৫ সালে ইহার হার নেমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৩.৮ ভাগ ও ৩৮.৬ ভাগে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এদেশে আয়োডিনের ঘাটতি লাঘবের জন্য গৃহীত জাতীয় প্রচেষ্টায় যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও এখনও আমাদের দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক আয়োডিনের ঘাটতিজনিত নানা সমস্যায় ভুগছে। ২০০৫ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৪.০ ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪.৫ ভাগ আয়োডিনের চরম স্বল্পতায় ভুগছে। তাই আয়োডিনের এই ঘাটতি লাঘবে আমাদেরকে আরো বেশি সচেষ্ট হতে হবে।

প্রতিরোধের উপায়-

আয়োডিনের এই ঘাটতিজনিত সমস্যা দূর করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই খাদ্যের সাথে আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। এর সবচেয়ে ভালো এবং সহজ উপায় হলো আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া। আমাদের দেহে বেশি আয়োডিন জমা থাকেনা, তাই নিয়মিত অল্প পরিমাণে আয়োডিন গ্রহণ করতে হবে। আয়োডিনযুক্ত লবণ শুষ্ক স্থানে, সূর্যের আলো থেকে দূরে এবং আবদ্ধ পাত্রে রাখতে হবে। নতুবা লবণে আয়োডিনের পরিমাণ কমে যাবে।

ঘাড়ে ব্যথা হয় যেসব কারণে, প্রতিকার

অধ্যাপক ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল

শীতকালে শরীরে ব্যথা হওয়ার কথা শোনা যায়। ঘাড়েও অনেকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। কোনো কোনো সময় তীব্র ব্যথার সঙ্গে যুক্ত হয় হাতের আঙুলে ঝিনঝিন অনুভূতি। এমনটি হলে এটি সার্ভাইক্যাল স্পনডাইলোসিস।

সার্ভাইক্যাল স্পনডাইলোসিস কী

সাধারণ বাংলায় এটাকে বলে ঘাড়ের বাত। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ঘাড়ের অংশের কশেরুকাগুলোর মধ্যকার ডিস্ক বা চাকতিসদৃশ তরুণাস্থির ক্ষয়প্রাপ্তি। ঘাড়ের অংশে থাকে সাতটি কশেরুকা। এ কশেরুকাগুলো একটি অপরটির সঙ্গে ডিস্ক ও লিগামেন্ট দ্বারা সংযুক্ত থাকে। মেরুদণ্ডের ঘাড়ের সবচেয়ে বেশি বাঁকানো থাকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ কশেরুকার মধ্যকার ডিস্ক বরাবর। এ ডিস্কে স্পনডাইলোসিস বেশি ঘটে কারণ এ পয়েন্টে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে। ক্ষয়প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় ডিস্ক তার পানি হারিয়ে ফেলে এবং শুষ্ক হয়ে ওঠে। সুস্থ অবস্থায় ডিস্কগুলো নরম, স্থিতিস্থাপক এবং বেশি মজবুত।

ডিস্কে যখন ক্ষয় শুরু হয় তখন তার নমনীয় তন্তুগুলো শক্ত হয়ে ওঠে এবং চাপের ফলে ভেঙে যায়। দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্ক ক্ষয়ে যায় এবং পাতলা হয়ে যায়। এর ফলে কশেরুকাগুলোর প্রান্তগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খেতে থাকে এবং বিভিন্ন মাপের নতুন হাড়ের দানা দেখা দেয়। যদি এ তীক্ষ্ণ হাড়ের দানাগুলোর কোনোটি স্নায়ুমূলকে খোঁচা মারে তাহলে হাতে তীব্র ব্যথার উদ্রেক হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত ডিস্ক তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে যেতে পারে, সেটাকে বলে 'স্লিপড ডিস্ক'। সে ক্ষেত্রে ডিস্ক স্নায়ুমূলের ওপর চাপ দিয়ে ব্যথা সৃষ্টি করে। স্লিপড ডিস্ক সাধারণত হয় দুর্ঘটনা, হঠাৎ পড়ে যাওয়া কিংবা ঘাড়ে আঘাতের কারণে। ডিস্কের স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে গেলে ক্ষয়প্রাপ্ত মেরুদণ্ডের নড়াচড়া সহজ হয় না।

স্পনডাইলোসিস সাধারণত ঘটে থাকে ঘাড়ের নিচের চারটি কশেরুকাতে অর্থাৎ চতুর্থ থেকে সপ্তম কশেরুকাতে। ওপরের তিনটি কশেরুকাতে স্পনডাইলোসিস খুব কম হয়। কারণ ওখানটায় খুব একটা চাপ পড়ে না। সার্ভাইক্যাল স্পনডাইলোসিসের ব্যথা সর্বদা ঘাড়ের পেছন দিকে অনুভূত হয়, কখনোই ঘাড়ের সামনের দিকে অনুভূত হবে না। ব্যথা তীব্র হলে তা কাঁধে এবং বাহুর পেছনের দিকে কনুই পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কখনো কখনো ব্যথা হাতে এবং আঙুলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। করোনারি হৃদরোগ বা এনজিনার ব্যথা বাহুর ভেতরের পাশে অনুভূত হয় এবং সচরাচর তা আঙুলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঘাড়ের নড়াচড়াতে এ ব্যথা বাড়ে না। সার্ভাইক্যাল স্পনডাইলোসিসের ক্ষেত্রে ঘাড় নড়াচড়া করলে ব্যথা বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের ব্যথা সাধারণত বাঁ দিকে অনুভূত হয়।

রোগ নির্ণয়

স্পনডাইলোসিস হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক্সরে পরীক্ষা করা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই করা হয়ে থাকে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

সার্ভাইক্যাল স্পনডাইলোসিসের কারণে ঘাড়ে তীব্র ব্যথা হলে সাধারণত নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়-

ঘাড়ের নড়াচড়া বন্ধ রাখা

যেসব কাজকর্ম ঘাড়ে নড়াচড়া ঘটায় অবিলম্বে সেসব কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। ভ্রমণের সময় ঘাড়ে ঝাঁকি লাগে বলে ভ্রমণও বন্ধ রাখতে হবে। যারা অফিস করেন, কিছু দিন তাদের অফিস করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

* ঘাড়ের অসঙ্গত নড়াচড়া রোধ করতে সার্ভাইক্যাল কলার ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম কিছু দিন ঘুমের সময়ও সার্ভাইক্যাল কলার পরে থাকা ভালো-এতে ঘুমের মধ্যে অসাবধনতাবশত ঘাড়ের নড়াচড়া প্রতিহত হয়।

ঘুমানোর সময় ঘাড়টাকে চিৎ হয়ে কিংবা স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ে ১০-১৫ ডিগ্রি সামনের দিকে বাঁকিয়ে ঘুমান উচিত। একটি স্বাভাবিক আকৃতির বালিশে ঘাড় সামনের দিকে বেশি বাঁকিয়ে থাকে। সুতরাং ঘুমানোর সময় এসব বালিশ পরিহার করতে হবে। ঘাড়ের মেরুদণ্ডকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য শোয়ার সময় খুব নিচু বালিশ কিংবা সার্ভাইক্যাল পিলো ব্যবহার করতে হবে। মূলত এ বালিশ থাকবে ঘাড়ের নিচে।

ব্যথানাশক ওষুধ

ব্যথা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তির জন্য ব্যথানাশক ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। কখনো কখনো ব্যথা নিবারণের জন্য ইনজেকশনের প্রয়োজন হয়। ব্যথা কমানোর পর প্রকৃত চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

গরম সেক

যখনই অস্থিসন্ধি বা হাড়ের গিরাতে ব্যথা হয়, গিরার চারপাশের মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে গিড়ার সচলতা কমিয়ে দেয়। মূলত পেশির সংকোচনের দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে শরীর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়-এটাই আমরা করে থাকি সার্ভাইক্যাল কলার পরে। কিন্তু মাংসপেশির সংকোচন বা টান যখন বেশি হয় তখন ব্যথা সৃষ্টি হয়। তাপ হলো মাংসপেশিকে শিথিল করতে সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। এ কারণে পেশিতে গরম সেঁক দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে হট ওয়াটার ব্যাগ, ইলেকট্রিক্যাল হিটিং প্যাড কিংবা ইনফ্রারেড ল্যাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় গোসলের সময় ঘাড়ে গরম পানি ঢাললে। অধিক পছন্দনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি ও আলট্রাসাউন্ড হিট। এগুলো ফিজিওথেরাপিস্টরা দিয়ে থাকেন।

ট্রাকশন

ডিস্ক সরে গিয়ে স্নায়ুমূলে চাপ সৃষ্টি করলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ট্রাকশন সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। ট্রাকশনের ফলে দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানগুলো বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে স্নায়ুমূলের ওপর ডিস্কের চাপ শুরু হয়। ট্রাকশনের ওজন বাড়ানো কিংবা কমানো নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর। বসে ট্রাকশন দেওয়া যেতে পারে কিংবা শুয়েও দেওয়া যেতে পারে। শোয়া অবস্থায় ট্রাকশন দিলে মাথার দিকের খাট ব্লক দিয়ে ৬-৯ ইঞ্চি উঁচু করে রাখতে হবে। ট্রাকশনের ফলে ব্যথা বেড়ে গেলে ট্রাকশন বন্ধ করে দিয়ে কোনো ত্রুটি আছে কি না তা পরীক্ষা করে সংশোধন করতে হবে।

Dr. Zaki Rezwana Anwar FRSA

গ্লোবালাইজেশন, ডি-গ্লোবালাইজেশন নাকি রিজিওনালাইজেশন এর পথে এগুচ্ছে বিশ্ব?

গ্লোবালাইজেশনের ধারণাটি খুব যে আধুনিক তা নয়, প্রাচীন কালেও বণিকরা যেসব পণ্য নিজেদের দেশে দুস্প্রাপ্য ও দামী ছিল সেগুলো বহু দূর দেশ থেকে কিনে নিয়ে আসত। তবে সত্যিকার অর্থে গ্লোবালাইজেশন শুরু হয়েছিল শিল্প বিপ্লবের পর থেকে। শিল্প বিপ্লবের পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বাষ্প চালিত জাহাজের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে নৌপথে মালামাল আনা নেওয়া এবং রেলপথের উন্নতির পর স্থল পথেও বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য বাড়তে থাকে, সেটি আরও বেড়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর।

তবে আধুনিক গ্লোবালাইজেশন দেখা যায় ১৯৮০ এর দশকে দ্রুত ক্যাপিটালিজমের প্রসারের সাথে সাথে এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠার পর। ধীরে ধীরে গ্লোবালাইজেশনের বিষয়টি আর ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, ঘটতে লাগল সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশন ও রাজনৈতিক গ্লোবালাইজেশন।

আজকের দিনে আমরা গোটা বিশ্বের সাথে সংযুক্ত শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা দিয়ে নয়, আমরা সংযুক্ত সাংস্কৃতিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে ও বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতেগুলোতেও। অর্থাৎ আমরা একটি বিশ্ব-পল্লীতে বাস করছি। এই পারস্পরিক সংযুক্তির জন্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক পণ্য সহজলভ্য হয়েছে এবং স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। এই বিশ্বায়ন পৃথিবীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

শ্রমশক্তির আন্তর্জাতিক বাজার এবং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশে তাদের বাজার তৈরি করতে সক্ষম হয়। উন্নত বিশ্বের বড় বড়

কোম্পানীগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের প্রযুক্তি ও কারখানা স্থাপন করায় অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল ও জীবন যাত্রার মানও উন্নত হয়েছিল। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, গ্লোবালাইজেশনের কারণে উন্নয়নশীল দেশে বহু ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় বিচারও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। আমরা ভুলে যাই যে, গ্লোবালাইজেশনের ফলে ইন্টিলেকচ্যুয়াল প্রপার্টির বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে কারণেই কোভিডের ভ্যাক্সিন তৈরী ও সরবরাহ সম্ভব হয়েছিল। এটি গ্লোবালাইজেশনের একটি বড় সাফল্য বলে আমি মনে করি।

তবে গ্লোবালাইজেশনের যেমন ভাল দিক রয়েছে তেমনি তার বিরূপ প্রভাবও পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। সস্তা শ্রমের কারণে উন্নত বিশ্বের কোম্পানীগুলো কাজ দিতে লাগলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এতে করে উন্নত বিশ্বের মধ্যবিত্ত কর্মজীবীদের অনেকেই চাকরী হারাতে শুরু করল এবং তারা অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়ে গেল।

গ্লোবালাইজেশনের আরও একটি ক্ষতিকারক দিক হচ্ছে একটি দেশে অর্থনৈতিক মন্দা হলে সে দেশের উপর বাণিজ্যিকভাবে নির্ভরশীল দেশগুলোর উপরও ডমিনো ইফেক্ট গিয়ে পড়ে। যেমন ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা শুধু উন্নত দেশগুলো নয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপরও এর প্রভাব পড়েছিল। এতে করে পরোক্ষভাবে অনেক দেশের যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছিল তা কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল।

গ্লোবালাইজেশনের কারণেই অনেক দেশ যেখানে কোভিড এতটা মহামারী আকার ধারন না করলেও বিশ্বায়নের কারনে তারা নানাভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। কারণ বহু দেশ অনেক জিনিস বিশেষ করে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও ম্যাডিক্যাল সামগ্রীর জন্যে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। কোভিডের কারণে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের উপর নির্ভরশীল অনেক দেশই প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাচ্ছিল না। তার উপর ঔষধ রপ্তানীকারক দেশগুলো মহামারীর সময় ঔষধ রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় অনেক দেশেই মহামারীর সময় ঔষধের মারাত্মক অভাব দেখা দিয়েছিল। এরপর থেকে বহু দেশেই বিশ্বায়নের উপর ভরসা কমিয়ে আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইনের উপর নির্ভর করার চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেরাই তৈরীর করার দিকে মন দিচ্ছে।

সেই সাথে 'আমেরিকা ফার্ষ্ট নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশনালিজমের উত্থান ও বিস্তার গ্লোবালাইজেশনকে নতুন করে আরও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এই 'আমেরিকা ফারষ্ট' এর নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানিকৃত অনেক পণ্যের উপর ট্যারিফ আরোপ করে দিল। তবে এটাও ঠিক যতই ভোটের জন্যে 'আমেরিকা ফার্ষ্ট বলা হোক না

কেন গ্লোবালাইজেশনের কারণে যেসব চাকরি মার্কিন নাগরিকরা হারিয়েছে বলে ধরা হচ্ছে সেই চাকরীগুলো তাদের জন্যে আর ফিরে আসবে না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, গত কয়েক দশকে পৃথিবী 'অটোমেশন' এর দিকে এগিয়ে গেছে এবং সে কারণেই অনেক চাকরী আর এখন থাকবেই না।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, বৃটেনের ব্র্যাক্সিট ও ভারতের 'সেল্ফ রিলায়েন্ট ক্যাম্প্যেইন' গ্লোবালাইজেশনের ধারণাটিকে দূর্বল ও সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বায়নের

আরও বড় হুমকি হচ্ছে ভূ-রাজনীতি এবং বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ যার ফলে মোটামুটি সমগ্র বিশ্বেই জ্বালানিরদাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে।

এসব নানা কারণে ইদানিং দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে বহু দেশ। আমরা দেখেছি ২০১৮ সালে আফ্রিকার পঞ্চাশটি দেশ মিলে প্রতিষ্ঠা করেছে 'দ্যা আফ্রিকান কন্টিনেন্টাল ফ্রি ট্রেড এরিয়া' এবং অষ্ট্রেলিয়ার সাথে ইন্দো প্যাসিফিক চৌদ্দটি দেশ যুক্ত হয়েছে 'রিজিওনাল ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট' এ। এসব দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ব এখন 'গ্লোবালাইজেশন' থেকে হয়তো 'রিজিওনালাইজেশন' এর দিকে পা বাড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে সমর্থনকারী ও রাশিয়াকে সমর্থনকারী দেশগুলো দু'টো বলয়ে ভাগ। হয়ে গিয়েছে।

তাহলে কি আমরা বলব বিশ্ব এখন 'ডি-গ্লোবালাইজশন' এর দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ছে? অন্তত এটুকু বলা যায় যে, মহামারী ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সাপ্লাই চেইনের বিভ্রাট থেকে পৃথিবী শিক্ষা নিয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ এই সাপ্লাই চেইনকে এখন বহুমুখীকরণের চিন্তা ভাবনা করছে।

আমরা হয়তো দেখতে শুরু করব বহু দেশ গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলো নিজেরাই উৎপাদন করা শুরু করবে। বিভিন্ন দেশ এখন নির্ভরযোগ্য সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করার চেষ্টা শুরু করবে। তাই হয়তো আমরা দেখব 'অফ-শোরিং' বা স্পষ্টভাবে বললে 'নিয়ার-শোরিং' অর্থাৎ ধনী দেশগুলো তার কাছাকাছি দেশগুলোতে ব্যবসা বাণিজ্য স্থাপন করবে।

তবে এই 'নিয়ার শোরিং' এর কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্যেই দেশগুলোর গ্লোবালাইজেশনের সুবিধেগুলো নিতে হবে। তাই হয়তো একেবারে এ মুহূর্তেই 'ডি-গ্লোবালাইজেশন' আমরা দেখব না, তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, গত কয়েক দশকে যেভাবে গ্লোবালাইজেশনের প্রসার আমরা দেখেছিলাম সে ধরনের প্রসার আমরা হয়তো আগামী কয়েক দশকে আর দেখব না।

লেখক একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক ও কলামিস্ট

হাজি সেলিম জামিনে মুক্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জামিনে মুক্তি পেয়েছেন পুরান ঢাকার আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিম। মঙ্গলবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেপুটি জেলার সেলিম গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে দুপুর ১টায় সেলিমের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কারাগারের একটি টিম হাজি সেলিমের জামিনের কাগজপত্র নিয়ে বিএসএমএমইউতে প্রবেশ করেন। পরে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে বুঝিয়ে দেন। সরিয়ে নেওয়া হয় কারা পুলিশের নিরাপত্তা।

তবে এখনো হাসপাতাল ছাড়েননি হাজি সেলিম। তিনি বিএসএমএমইউয়ের ৬১১ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন।

গত ৬ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আপিল বেঞ্চ দুর্নীতির মামলায় ১০ বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগদলীয় সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিমকে জামিন দেন। একই সঙ্গে ১০ বছর দণ্ডের বিরুদ্ধে হাজি সেলিমকে আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়।

আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা। দুদকের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী খুরশিদ আলম খান।

২০০৭ সালের ২৪ অক্টোবর হাজি সেলিমের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ মামলায় ২০০৮ সালের ২৭ এপ্রিল তাকে দুই ধারায় ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। ২০০৯ সালের ২৫ অক্টোবর এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন হাজি সেলিম। ২০১১ সালের ২ জানুয়ারি হাইকোর্ট এক রায়ে তার সাজা বাতিল করেন। পরে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে দুদক। ওই আপিলের শুনানি শেষে ২০১৫ সালের ১২ জানুয়ারি হাইকোর্টের রায় বাতিল করে পুনরায় শুনানির নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ।

সে অনুসারে শুনানি শেষে ২০২১ সালের ৯ মার্চ বিচারপতি মো. মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ রায় দেন।

শিশু বক্তা রফিকুল ইসলাম মাদানীর বিচার শুরু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গাজীপুরের বাসন থানায় করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় 'শিশুবক্তা' রফিকুল ইসলাম মাদানীসহ দুইজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত।

এর ফলে আসামিদের বিরুদ্ধে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো।

মঙ্গলবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াত এই আদেশ দিয়ে আগামী ১ মার্চ সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেছেন। মামলায় অপর আসামিরা হলেন- হাফেজ মাসুম বিল্লাহ।

অভিযোগ গঠনের শুনানিতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তারা দুজনই নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার চান। আসামিদের পক্ষে অব্যাহতির আবেদন করা হলেও

বিচারক তা নাকচ করে এ মামলায় তাদের বিচার শুরুর আদেশ দেন। ২০২১ সালের ১১ এপ্রিল গাজীপুরের টেকনাগপাড়া এলাকার মো. মোস্তাফিজুর রহমান নামের এক ব্যক্তি গাজীপুরের বাসন থানায় ডিজিটাল আইনে এ মামলা করেন। তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দুইজনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ পরিদর্শক মো. সাখাওয়াত হোসেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, রফিকুল ইসলাম মাদানী ইউটিউব এবং বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 'উসকানিমূলক' বক্তব্য ছড়াচ্ছেন। দেশের সাধারণ মানুষ এসব বক্তব্যের কারণে 'বিভ্রান্ত' হচ্ছে।

আসামিপক্ষের আইনজীবী শোহেল মো. ফজলে রাব্বী জানান, মাদানীর বিরুদ্ধে মোট ৭টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন। কয়েকটি মামলার বিচার চলছে এ ট্রাইব্যুনালে। এর মধ্যে গাজীপুরের গাছা থানা ও মতিঝিল থানার মামলা সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে রয়েছে।

হজের খরচ কমেছে ৩০ শতাংশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, ইকোনোমিক হজ প্যাকেজের ৯০ শতাংশই বিক্রি হয়ে গেছে। মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব ডক্টর আমর বিন রেদা আল মাদ্দাহ এক ঘোষণায় এ কথা জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানান যে, এ বছরের হজ প্যাকেজের মূল্যও কমানো হয়েছে ৩০ শতাংশ। গত তিন বছর কোভিডের কারণে হজে নানা ধরণের কড়াকড়ি ছিল। তবে এবার সেটিও উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ খবর দিয়েছে গালফ নিউজ।

আল মাদ্দাহ বলেন, সৌদির অভ্যন্তরীণ যে হজ প্যাকেজগুলো রয়েছে সেগুলো কোম্পানির সেবার মানের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। হজ ক্যাম্পে সেবার মান দেখে এটি নির্ধারণ করা হবে। গত সপ্তাহে হজ মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, সৌদি আরবের স্থানীয় মুসল্লিরা চাইলে তিন ভাগে হজ প্যাকেজের অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন। আগে একসঙ্গে পুরো অর্থ পরিশোধের নিয়ম ছিল। হজ পালনে আগ্রহীদের আগে নিবন্ধন করতে হবে।

এরপর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্যাকেজের ২০ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করে নিজের জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। এরপরের ৪০ শতাংশ অর্থ ২৯ জানুয়ারির মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। আর শেষ ৪০ শতাংশ অর্থ দেয়া যাবে এপ্রিলের ২৩ তারিখের মধ্যে। প্রত্যেক কিস্তির অর্থ পাওয়ার পর একটি করে রসিদ দেয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধের পর হজ প্যাকেজটি 'নিশ্চিতকরণ' করা হবে। না হলে এটি বাতিল করা হবে। প্রতি বছর সৌদি আরবের পবিত্র মক্কায় ২৫ লাখ মানুষ হজ পালন করেন। কিন্তু করোনা ভাইরাসের বিধিনিষেধের কারণে এ সংখ্যা ২০২০ সালে কয়েক হাজারে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। ২০২১ সালে সৌদির ভেতর অবস্থানরত ৬০ হাজার মুসল্লি হজ পালনের সুযোগ পান। আর গত বছর বিদেশিসহ ১০ লাখ মানুষ হজ পালন করেছিলেন।

একনেকে উঠেনি ইভিএম প্রকল্প

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কেনার প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় উঠেনি।

প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মঙ্গলবার শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত একনেক সভায় ১১টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে এদিন আলোচিত ইভিএম প্রকল্প একনেক সভায় উঠেনি।

এ বিষয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান বলেছেন, ইভিএম কেনার প্রকল্পটি আমাদের তালিকায় ছিল না। প্রধানমন্ত্রী এটা নিয়ে জানতেও চাননি। তবে ইভিএম প্রকল্পটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে ১৫০ আসনে ভোটগ্রহণ ইভিএমে হবে কিনা-জানতে চাইলে সাংবাদিকদের পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদ চিন্তা ভাবনা করবে।

মঙ্গলবার একনেক সভায় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ প্রকল্পটি দ্বিতীয়বারের মতো সংশোধনের জন্য অনুমোদন হয়। এটিসহ মোট ১১টি প্রকল্প অনুমোদন হয়। ১১ প্রকল্পের ব্যয় ১০ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত আরও দুই লাখ ইভিএম কেনার জন্য আট হাজার ৭১১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে প্রকল্পটি এখনও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। প্রকল্পের ব্যয় বিশ্লেষণ করছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

সংসদে বিএনপিকে একহাত নিলেন সুলতান মনসুর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপির রাষ্ট্র মেরামত কর্মসূচির কঠোর সমালোচনা করেছেন গণফোরাম থেকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও ডাকসুর সাবেক ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ।

সোমবার সংসদের বৈঠকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বেরও সমালোচনা করেন।

দিকেই যাচ্ছেন।

সুলতান মনসুর বলেন, এক দল, দুই দল, ৫৪ দল বিভিন্ন দল করছে, আজকের সংসদে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারি পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী দাউদ ইব্রাহীমের সঙ্গে বৈঠক করে যারা বাংলাদেশের রাজনীতির পরিবর্তন চান, সেই পাকিস্তানি ধারার রাজনীতি আর এ দেশে আসার সুযোগ নাই। যারা এই ধারার রাজনীতি করেন তাদের শুধু বলব জীবনে

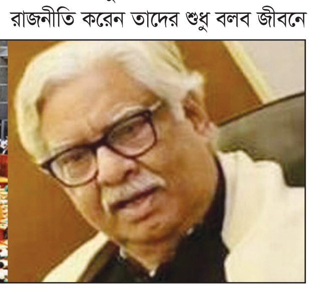

সুলতান মোহাম্মদ মনসুর বলেন, বাংলাদেশকে মেরামত করতে হবে। কাদের কাছ থেকে শুনছি? ৭৫ সালের খুনিদের কাছ থেকে শুনছি। মেরামত শব্দটি সাধারণত পরিবারের সঙ্গে ঘর মেতামত বোঝায়। তারা কী সেই মেরামত করতে চায়? ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মতো ঘটনা ঘটিয়ে। তারা কি সেই মেরামত করতে চান খুনি জিয়া যেমনিভাবে পাকিস্তানের দালাল জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সেরকম পরিবর্তন ব্যবস্থা করতে চান? জিয়ার দুঃশাসনে যে কারফিউর গণতন্ত্র, তারা কি সেই স্বৈরতন্ত্র করতে চান? তাদের কথা শুনলে মনে হয় ওই কোনোদিন বিএনপির নেতৃত্বে বাংলাদেশ কোনো আন্দোলনে কোনো বিজয় তারা ছিনিয়ে আনতে পারে নাই। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা খুনি জিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু আন্দোলন সংগ্রাম করে মানুষের মন নিয়ে মানুষের মাধ্যমে এদেশে আন্দোলনের সফলতা তারা কোনোদিন আনতে পারে নাই আগামীতেও আনার কোনো সুযোগ থাকবে না।

সুলতান মনসুর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক থাকাবস্থায় ওয়ান ইলেভেনের সময় সংস্কারবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পরে তিনি আওয়ামী লীগ থেকে বাদ পড়েন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এলো রিজার্ভ চুরির মামলার রায়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাইবার হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি হওয়া রিজার্ভের মামলার রায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে এসেছে। এখন থেকে চুরির সাথে জড়িত ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন (আরসিবিসি) ও অন্যান্য ১৮ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে মামলা পরিচালনায় কোনো বাধা থাকলো না। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, সাইবার হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক নিউইয়র্কে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হওয়া অর্থ উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টে (স্টেট কোর্ট) আরসিবিসি ও অন্যান্য ৬ জন বিবাদীর দায়ের করা 'মোশন টু ডিসমিস' আবেদন ১৩ই জানুয়ারি আদালত খারিজ করে দেয়। একইসঙ্গে অভিযুক্ত কিম অং এর দায়ের করা মোশন টু ডিসমিসও খারিজ করে আদালত। এর ফলে মামলা পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের আর কোনো বাধা থাকলো না।

এর আগে ২০১৯ সালে চুরি হওয়া অর্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ফর দি সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্কে আরসিবিসিসহ ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলাটি দায়েরের পর আরসিবিসিসহ ৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 'মোশন টু ডিসমিস' আবেদন করেছিল। এরপরে ২০২০ সালের মার্চ মাসে ফেডারেল আদালত ফিলিপাইনের বিভিন্ন বিবাদীর দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিয়ে মামলাটি ফেডারেল কোর্টের পরিবর্তে স্টেট কোর্টে পরিচালনা নির্দেশ দেয়।

এর পরে বাংলাদেশ ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টে আরসিবিসিসহ ২০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এখানে মামলাটি দায়ের করার পর ৬ জন বিবাদী ফেডারেল কোর্টের মতো মোশন টু ডিসমিস আবেদন করে। বিবাদী পক্ষের আবেদনের বিষয়ে ২০২১ সালের ১৪ই জুলাই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ চলতি বছরের ১৩ই জানুয়ারি স্টেট কোর্ট বিবাদীদের দায়ের করা মোশন টু ডিসমিস খারিজ করে দেয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে নিউইয়র্কের ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ১ হাজার ৬২৩ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১০ কোটি টাকা) চুরির ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে দুই কোটি ডলার শ্রীলঙ্কা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি আট কোটি ডলারের বেশি ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংক হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে চলে যায়। ওই অর্থ এখনো ফেরত পায়নি বাংলাদেশ। সেই অর্থ উদ্ধারেই মামলা চলছে নিউইয়র্কের আদালতে।

সৌদিতে অধ্যাপকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

পোস্ট ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটার ও হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে 'রাষ্ট্রবিরোধী' খবর প্রচারের অভিযোগে সৌদি আরবে আওয়াদ আল-কুরনি নামে এক সংস্কারবাদী অধ্যাপককে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। খবর দ্য গার্ডিয়ানের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৬৫ বছর বয়সি আইনের অধ্যাপক আওয়াদ আল-কুরনিকে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেফতার করা হয়। ওই বছর সংস্কারবাদীদের ওপর ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান।

আল-কুরনির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, গার্ডিয়ানকে সেগুলোর বিস্তারিত জানিয়েছেন তার ছেলে কুরনি-নাসের। গত বছর সৌদি আরব ছেড়ে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমিয়েছেন তিনি। নাসের এখন যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার প্রত্যাশায় আছেন।

সৌদির গণমাধ্যমগুলোতে আল-কুরনিকে একজন 'বিপজ্জনক' ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে তুলে ধরা হয়। তবে সংস্কারবাদীদের দাবি, আল-কুরনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যাকে টুইটারে ২০ লাখ মানুষ ফলো করেন।

এর আগে টুইটার ব্যবহার করায় সালমা আল-শিহাব নামে এক নারীকে ৩৪ বছর এবং নোরা আল-কাহতানিকে ৪৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আল-কুরনির মামলা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মোহাম্মদ বিন সালমান ২০১৭ সালে দেশটির ক্রাউন প্রিন্স হন। এর পর তিনি দেশটিতে ফেসবুক-টুইটারসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয় করেন।

পুলিশ কর্মকর্তা বোদেরাও বলেন, 'পুরো ঘটনাটাই মর্মান্তিক। তবে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৭ বছর বয়সি এক মা ও তার ছয় মাস বয়সি শিশুর মৃত্যু সবচেয়ে মর্মান্তিক।'

এক মাসে চীনে করোনায় মারা গেছেন ৬০,০০০ মানুষ

পোস্ট ডেস্ক : এবার সরকারি হিসাবে করোনা ভাইরাস ভয়াবহতার কথা স্বীকার করেছে চীন। বলা হয়েছে, গত মাসে সেখানে জিরো-কোভিড নীতি প্রত্যাহার করে সরকার। তারপর প্রায় এক মাস সময়ের মধ্যে হাসপাতালেই করোনা আক্রান্ত প্রায় ৬০ হাজার মানুষ মারা গেছেন। আগের পরিসংখ্যান থেকে এই সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেশি। চীন করোনা বিষয়ক ডাটাকে দমিয়ে রাখছে- এমন আন্তর্জাতিক সমালোচনার পর এই তথ্য প্রকাশ করা হলো। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ডিসেম্বরের শুরুতে তিন বছর ধরে চলমান ঘন ঘন পরীক্ষা, ভ্রমণে বিধিনিষেধ এবং ব্যাপকভাবে লকডাউন প্রত্যাহার করে চীন। তারপর থেকে ১৪০ কোটি মানুষের দেশটিতে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা সংক্রমণ। শনিবার স্বাস্থ্য বিষয়ক একজন কর্মকর্তা বলেছেন, কোভিড জ্বর এবং জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা শীর্ষে পৌঁছেছে। এখন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগির সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে।

মিডিয়ার কাছে পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফিং করেছে ন্যাশনাল হেলথ কমিশনের অধীনে ব্যুরো অব মেডিকেল এডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান জিয়াও ইয়াহুই। তিনি বলেছেন, চীনের হাসপাতালগুলোতে ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত করোনা সংক্রান্ত ৫৯,৯৩৮ জন রোগি মারা গেছেন।

এর মধ্যে শ্বাসযন্ত্র ফেল করে মারা গেছেন ৫৫০৩ জন। বাকিরা মারা গেছেন কোভিড এবং অন্য রোগ সংক্রান্ত কারণগুলোতে।

এ সপ্তাহের শুরুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, এই ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে চীন মারাত্মকভাবে সংখ্যা কমিয়ে বলছে। সংস্থাটি আরও তথ্য প্রকাশ করার আহ্বান জানায়। তবে শেষ পর্যন্ত শনিবারের ওই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে সংস্থাটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, এর মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসাস এই সংক্রমণ নিয়ে কথা বলেছেন চীনের ন্যাশনাল হেলথ কমিশনের পরিচালক মা সিয়াওওয়েই-এর সঙ্গে। এরপর সংস্থাটি চীন প্রকাশিত ডাটা নিয়ে বলেছে সেখানে সংক্রমণ, হাসপাতালে ভর্তি এবং নিবিড় পরিচর্যা প্রয়োজন এমন রোগি কমে আসছে।

তবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, এ বছর করোনা সংক্রান্ত কারণে মারা যেতে পারেন কমপক্ষে ১০ লাখ মানুষ।

এর আগে করোনা মহামারি শুরুর পর থেকে চীন বলেছিল সেখানে মাত্র ৫ হাজার মানুষ মারা গেছেন। এই সংখ্যা বিশ্বে করোনায় মারা যাওয়া সবচেয়ে কম সংখ্যার দিক দিয়ে অন্যতম। তবে সম্প্রতি রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে যে, সেখানকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের স্থানগুলোতে দীর্ঘ লম্বা সিরিয়াল পড়ে গিয়েছে। জনাকীর্ণ হাসপাতালগুলোতে দেখা গেছে বডি ব্যাগ বের করে নেয়া হচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বাড়িতে ঢুকে গুলি করে মা-শিশুসহ ৬ জনকে হত্যা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বাড়িতে ঢুকে বন্দুকধারীরা গুলি করে এক কিশোরী মা এবং তার ছয় মাস বয়সি শিশুসহ ছয়জনকে হত্যা করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার গোশেন শহরে স্থানীয় সময় সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টায় ওই বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে। খবর সিএনএনের।

ক্যালিফোর্নিয়ার টুলারে কাউন্টির শেরিফ মাইক বোদেরাও এ হামলাকে ভয়ানক অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এটি পূর্বপরিকল্পিত হামলা। এ হামলার সঙ্গে কোনো অপরাধী চক্র ও মাদক চোরাকারবারিদের যোগ থাকতে পারে।

স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সোমবার ভোররাতে দুজন বন্দুকধারী ওই বাড়িতে ঢুকে নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। গুলির শব্দ শুনে পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি পুলিশকে ফোনে বিষয়টি জানান।

এর সাত মিনিট পরেই তিনি ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বাড়ির ভেতরে ও বাইরে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন।

ব্রিটিশ নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল তেহরান

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের সাবেক উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ব্রিটিশ-ইরানি নাগরিক আলিরেজা আকবরির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে ইরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আইআরএনএ এ তথ্য জানিয়েছে। বুধবার আলিরেজা আকবরির পরিবারকে শেষবারের মতো তার সঙ্গে দেখা করতে কারাগারে যেতে বলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার তার স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, আলিরেজা আকবরির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান। এরই মধ্যে তাকে নির্জন কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আলিরেজা আকবরিকে দোষী সাব্যস্ত করে ইরান। ২০১৯ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এর আগে, আলিরেজা তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর বন্ধ করা ও তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে ইরানকে আহ্বান জানায় যুক্তরাজ্য। এ ঘটনায় ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি এক টুইটে অভিযোগ করে বলেন, 'আলিরেজার মৃত্যুদণ্ড ইরান সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মকাণ্ড।

মমতা-সৌরভ গাঙ্গুলির রুদ্ধদ্বার বৈঠক

পোস্ট ডেস্ক : ২০২২ সালে সৌরভ গাঙ্গুলির জন্মদিনে তার বাড়িতে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ২০২২ সালেই নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তৎকালীন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। তবে তখন সঙ্গে ছিল তার মেয়ে সানাও। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, কোনো কাজের বিষয়ে কথা হয়নি।

সোমবার হঠাৎ হাজির প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। মুখোমুখি হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আর তারপরই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন দুজন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বৈঠক চলে টানা ১৬ মিনিট। প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর রুদ্ধদ্বার বৈঠক নানা গুঞ্জনের জন্ম দিয়েছে।

এদিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নবান্নের ১৪ তলায় আসতেই তাকে নিজের ঘরে ডেকে নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কী বিষয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক তা কেউ খোলসা করেননি।

সোমবার মুর্শিদাবাদে সফরে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরে কলকাতায় ফিরতেই বিকাল ৪টা নাগাদ সৌরভ গাঙ্গুলি আসেন নবান্নে। দুপক্ষের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী রওনা দেন এসএসকেএম হাসপাতালে।

এবার মেট্রোপলিটন পুলিশে সিরিয়াল

সাধারণত একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচারকাজ শেষ হওয়ার পরই পুলিশে অসদাচরণের অভিযোগের বিষয়ে শুনানি হয়ে থাকে। কিন্তু দোষ স্বীকার করায় বাহিনীতে ক্যারিকের ঘটনার শুনানি দ্রুত সম্পন্ন হয়। একই সঙ্গে তাঁর অভূতপূর্ব অপরাধের তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যা সচরাচর দেখা যায় না।
লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মার্ক রাউলির প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী হাইয়েল জেনকিন্স পুলিশ কর্মকর্তা ক্যারিকের অপরাধকে 'জঘন্য, লক্ষ্যভিত্তিক ও ইচ্ছাকৃত' বলে অভিহিত করেন।
ক্যারিক বাহিনীর শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কোনো আইনজীবীও নিয়োগ দেননি। চরম অসদাচরণের দায়ে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়।
আদালতে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া দুই দিনের শুনানি শেষে ক্যারিকের সাজা ঘোষণা করা হবে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা বেড়ে সাড়ে ১২

সরকার এতদিন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে রোহিঙ্গাদের প্রতিপালন করেছে। এখন দেশের অর্থনীতিতেও প্রভাব পড়ছে।
হাসিনা সরকার তাই চান আন্তর্জাতিক সাহায্য। আর হয়তো সেই কারণেই আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের এই রোহিঙ্গা ক্যাম্প ভ্রমণ!
কী দেখলেন তারা?
কিংশুক জানালেন, জায়গাটি মালভূমি অঞ্চল। পাহাড়ি, এবড়োথেবড়ো। রোহিঙ্গারা ছয় বছরে এই জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অনেকেই স্থানীয় ভাষা শিখে নিয়েছেন। কিংশুক দেখেছেন, কক্সবাজারের অনেক হোটেলে রুমবয় এর কাজ করছে রোহিঙ্গা যুবকরা।
কর্মহীনতা এদের একটি বড় সমস্যা। স্বাভাবিকভাবেই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে অনেক রোহিঙ্গাই। জুয়া-সাট্টার ঠেক গড়ে উঠেছে।
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। কুতুপালংয়ের রোহিঙ্গা ক্যাম্প অবস্থানগত কারণে জঙ্গিদের হাইড আউট হিসেবে আদর্শ জায়গা। জঙ্গি - সন্ত্রাসবাদীরা কুতুপালংকে বেছে নিয়েছে আশংকা বাংলাদেশ সরকারের।
সুযোগ হয়েছিল ভারতীয় সাংবাদিকদের। এজহার বলেন, বাংলাদেশের কাছে তারা কৃতজ্ঞ দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার পর জায়গা পাওয়ার জন্য। কিন্তু, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত রোহিঙ্গারা কাজ চান। কর্মবিমুখিতা অনেক সমস্যা তৈরি করছে। এজহারের বিশ্বাস কাজ এই অবস্থা দূর করতে পারে।
বাংলাদেশ, ভারতও ভূমিপুত্রদেরই কর্মসংস্থানে অপারগ। তাদের পক্ষে কী সম্ভব এই উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান? কিংশুকরা মনে করেন, সময়ই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে।

মানুষের ক্ষোভের কথা বুঝতে পারছেন

বলেন শামীমা। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্য ছেড়ে গিয়ে 'স্বস্তি' পেয়েছিলেন। যুক্তরাজ্য ত্যাগের পর আর কখনো এ দেশে ফিরবেন না বলে ভেবেছিলেন।
শামীমা বলেন, 'আমি জানি, এখন মানুষ আমাকে নিজেদের নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার জন্য বিপদ ও ঝুঁকি হিসেবে দেখে। কিন্তু তারা আমাকে যেমনটি মনে করে, আমি তেমনটি নই।'
২০১৯ সালে আইএসের তথাকথিত 'খেলাফত' পরাজিত হওয়ার পর সিরিয়ার বিভিন্ন আটক ও আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা হাজারো নারী-পুরুষ, শিশুর মধ্যে শামীমা ছিলেন সবচেয়ে বেশি পরিচিতি। এসব কেন্দ্রে থাকা হাজারো মানুষ এমন সব দেশ থেকে সিরিয়ায় এসেছিলেন, যাঁদের আর ফেরত নিতে চায় না তাঁদের দেশ।
২৩ বছর বয়সী শামীমা এখন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ফিরে পেতে ও লন্ডনে ফিরতে যুক্তরাজ্য সরকারের সঙ্গে আইনি লড়াই চালাচ্ছেন।
শামীমা কি সিরিয়ায় পাচারের শিকার হয়েছিলেন নাকি আইএসের স্বেচ্ছাসেবক হতে দেশ ছেড়েছিলেন, ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে সেই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসছে।
গণহত্যা, অপহরণ ও শিরশ্ছেদের মতো নৃশংসতার জন্য কুখ্যাত আইএস। ২০১৫ সালে প্যারিসে ও ২০১৬ সালে ব্রাসেলসে হামলার জন্য এই গোষ্ঠীর সন্ত্রাসীরা দায়ী বলে মনে করা হয়। ২০১৭ সালে লন্ডন ব্রিজ, ম্যানচেস্টার অ্যারেনাসহ যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন স্থানে হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে সংগঠনটি।
জনসাধারণ তাঁকে 'সম্ভাব্য বিপদ' হিসেবে ভাবছে, এমনটি উপলব্ধি করেন উল্লেখ করে শামীমা বলেন, তিনি খারাপ মানুষ নন। একই সঙ্গে গণমাধ্যমে তাঁকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তারও তিনি সমালোচনা করেন।
তাঁর প্রতি সমাজের ক্ষোভ রয়েছে, এটা তিনি বুঝতে পারেন কি না, জানতে চাইলে শামীমা বলেন, 'হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আমি মনে করি না এ ক্ষোভ আমার প্রতি, এ ক্ষোভ আইএসআইএসের প্রতি।'
শামীমা আরও বলেন, 'তারা যখনই আইএসআইএস নিয়ে চিন্তা করে, তখন তারা আমার কথা ভাবে। কারণ, গণমাধ্যমে আমাকে খুব বেশি উপস্থাপন করা হয়েছে।'
যুক্তরাজ্যের সাবেক শিশুবিষয়ক মন্ত্রী টিম লংটন বিবিসিকে বলেন, এখনো এটা স্পষ্ট নয়, শামীমা কেন কিশোর বয়সে আইএসে যোগ দিয়েছিলেন বা কোন জিনিস তাঁর মগজধোলাই করেছে, তা পরিষ্কার হওয়া না গেলেও তিনি যখন প্রথম নিখোঁজ হন, তখন জনসাধারণের মধ্যে তাঁর প্রতি যে সহানুভূতি ছিল, ক্রমেই তা ক্রোধে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অনেকে এখন মনে করছেন, বোরকা ছেড়ে পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক পরে তিনি নাটক করছেন।
সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, 'তিনি নিজেকে এই জগাখিচুড়ির মধ্যে ফেলেছিলেন। এ থেকে তিনি কীভাবে বেরিয়ে আসবেন, তা তার ওপর নির্ভর করছে।'
শামীমার স্বীকারোক্তিমতে, বেথনাল গ্রিন থেকে আইএস-অধ্যুষিত সিরিয়ার রাক্কায় যেতে তিনি এবং আরও দুই কিশোরী নিজেরাই নানা বিষয়ে ব্যাপক খোঁজখবর নিয়েছিলেন। পাশাপাশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটির সদস্যরাও তাঁদের বিস্তৃত নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করেছিল। অন্য দুই কিশোরীর মধ্যে একজন পরে মারা যায়, আরেকজন সিরিয়াতেই নিহত হন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
শামীমা বলেন, 'অনলাইনে মানুষজন আমাদের অনেক কিছু বলছিল। যেমন কী করতে হবে, কী করা যাবে নাড়এসব উপদেশ দিচ্ছিল। এর মধ্যে ছিল, ধরা পড়লে কী গল্প ফাঁদতে হবে তা-ও।'
শামীমা আরও বলেন, তাঁরা নিজেরা যেসব বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল ভ্রমণ খরচ আর কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো টুকটাক তুর্কি ভাষা শেখা। আইএস-নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ায় প্রবেশের আগে সীমান্ত পাড়ি দিতে তাঁদের তুর্কি ভাষা জানা দরকার ছিল।
এই তিন তরুণীর পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করা আইনজীবী তাসনিম আকুঞ্জি বলেন, তিন কিশোরী দেশ ছাড়ার পর তিনি তাঁদের ঘরে রসিদ, ফোন বিল, খুদে বার্তা বা ই-মেইলের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছিলেন।
২০ বছরের অভিজ্ঞ এই ফৌজদারি আইনজীবী বলেন, 'কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি, এই বয়সী কিশোরীদের ক্ষেত্রে যা অস্বাভাবিক ছিল।
এত অল্প বয়সে তথ্যপ্রমাণ না রাখার এমন দক্ষতা আইনজীবী তাসনিম কখনো দেখেননি। তিনি বলেন, তারা যাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁদের প্রতি এই কিশোরীদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ কারণে তাঁদের দেওয়া পরামর্শ সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা অনুসরণ করেন।
এই আইনজীবী আরও বলেন, শামীমার ঘরে একটুকরা কাগজ মিলেছিল, যা ছিল বাজারের ফর্দ। সেখানে ৭৫ পাউন্ডে একটি ফোন ও ৪ পাউন্ডে মোজা কেনা এবং ১০০ পাউন্ডের ট্যাক্সিভাড়া দেওয়ার বিষয়টি জানা যায়।
তবে শামীমা দাবি করেন, ওই কাগজ তাঁর নয়। এটি আমিরা ফেলে গিয়েছিলেন। শামীমাসহ যে তিন কিশোরী আইএসে যোগ দিতে একসঙ্গে যুক্তরাজ্য ছেড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমিরাও ছিলেন। শামীমা বলেন, 'আমরা যে পালিয়ে যাচ্ছি, সে ধরনের কোনো প্রমাণ যাতে না থাকে, তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। কিন্তু একজন বোকামি করল।'
শামীমা আরও বলেন, এ সফরে তাঁরা বেশি জিনিস নিয়ে ব্যাগ ভারী না করার চেষ্টা করেন। অনলাইনে যেসব মানুষের সঙ্গে কথা হতো, তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে শামীমা বলেন, 'তারা বলত, খুব সুন্দর পোশাক নেবেন, যা আপনি আপনার স্বামীর জন্য পরবেন। কিন্তু কেন বলত, আমি জানি না। হয়তোবা তারা আইএস সদস্যদের বিয়ে করার বিষয়টি মাথায় রেখে এমনটা বলত।'
সিরিয়া-যাত্রার সময় শামীমা ৩০টির মতো মিন্ট অ্যায়োরা বার নিয়েছিলেন। শামীমা বলেন, তিনি জানতেন, এগুলো সিরিয়ায় পাওয়া যাবে না।

কিয়েভকে অত্যাধুনিক ট্যাংক দিচ্ছে যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশ

ব্যবহারের জন্য ট্যাংক পাঠাবে ফ্রান্স ও পোল্যান্ড। ফিনল্যান্ড কিয়েভের হাতে ট্যাংক তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। গত বুধবার ইউক্রেনের লাভিভ শহরে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদা। এ সময় তিনি আশা প্রকাশ করেন, পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তার এসব ট্যাংক দ্রুতই ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর হাতে আসবে। এসব যুদ্ধাস্ত্র রাশিয়ার হামলা প্রতিরোধ করতে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর শক্তি আরও জোরদার করবে।
ইউরোপের কয়েকটি দেশের এমন পদক্ষেপ জার্মানির ওপর চাপের সৃষ্টি করতে পারে। গত সপ্তাহে জার্মানি জানায়, দেশটি ইউক্রেনকে সামরিক যান সহায়তা হিসেবে দেবে। তবে ট্যাংক সরবরাহের ঘোষণা দেয়নি বার্লিন। এ বিষয়ে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বলেছিলেন, ইউক্রেনকে ট্যাংক দেওয়ার পরিকল্পনা করার আগে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।
তবে পশ্চিমা কর্মকর্তারা বলছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ইউরোপের কয়েকটি দেশ নিজেরাই ইউক্রেনে ট্যাংক পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। এটা অন্য দেশের ওপর চাপের সৃষ্টি করবে না। পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যরা কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনা করেছে। ইউক্রেনকে সহায়তা হিসেবে কোন দেশ সামরিক সরঞ্জাম আর কোন দেশ অর্থ দিতে পারে, সেসব বিষয়ে আলোচনা ও যাচাইবাছাই করা হয়েছে।
একজন পশ্চিমা জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকের মতে, ইউক্রেনে যুদ্ধ নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। যুদ্ধ শুরুর বর্ষপূর্তির আগে রাশিয়া হামলা জোরদার করেছে। এ জন্য আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও কয়েকটি দেশ কিয়েভকে সামরিক সহায়তা এখনকার তুলনায় বাড়াতে পারে।
গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের মতে, জার্মানি কিছুটা চাপের মধ্যে রয়েছে। পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের মতো ইউরোপের ১৩টি দেশের কাছে জার্মানির তৈরি লিওপার্ড২ ট্যাংক রয়েছে। ১৯৭৯ সালে এ ট্যাংক তৈরি করা হলেও পরে কয়েক দফায় আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এখন এসব দেশ যদি কিয়েভের হাতে জার্মান এ ট্যাংক তুলে দিতে চায়, তাহলে বার্লিনের অনুমোদন লাগবে।
এ বিষয়ে জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর রবার্ট হাবেক গত বৃহস্পতিবার বার্লিনে বলেছেন, যদি কোনো দেশ তাদের তৈরি ট্যাংক কিয়েভকে দিতে চায়, সে ক্ষেত্রে জার্মান সরকারের বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত হবে না। অন্যদিকে, জার্মান সরকারের মুখপাত্র ক্রিস্টিনা হফম্যান গত শুক্রবার জানান, পোল্যান্ড বা ফিনল্যান্ড তাঁর দেশকে এখনো কোনো অনুরোধ করেনি।
গত ডিসেম্বরে ইউক্রেনের জ্যেষ্ঠ সামরিক কামান্ডার জেনারেল ভ্যালেরি জালুজনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, যুদ্ধে রাশিয়াকে টেক্কা দিতে হলে তাঁর দেশের প্রায় ৩০০টি আধুনিক ট্যাংক প্রয়োজন।
এদিকে ইউক্রেনের সোলেদর শহর দখল করে নেওয়া হয়েছে বলে রাশিয়ার দাবি নাকচ করে দিয়েছেন জেলেনস্কি। শুক্রবার গভীর রাতে ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, সোলেদর ও পূর্বাঞ্চলের শহরগুলোয় তুমুল লড়াই চলছে। শহরটির দখল নিয়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও 'কুখ্যাত' রুশ ভাড়াটে সেনাদল 'দ্য ওয়াগনার গ্রুপ'-এর দ্বন্দ্ব নিয়েও বিদ্রূপ করেন জেলেনস্কি।

চীনকে পেছনে ফেলে জনসংখ্যায় শীর্ষে

চীনকে পিছনে ফেলবে ভারত, কিন্তু তা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে অনেকেই ভাবেননি। ব্লুমবার্গের তথ্য অনু যায়ী, ২০২২ সালের শেষে ভারতের জনসংখ্যা পৌঁছেছে ১৪১ কোটি ৭০ লক্ষে। সেখানে চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি ৫০ লক্ষ। অর্থাৎ গত বছরেই ভারতের জনসংখ্যা ২০ লক্ষ বেশি হয়েছে। আগামী দিনে এই ব্যবধান ব্যাপক হার বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাকরোট্রেন্ডস নামের একটি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ২০২২-এ ভারতের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি ৮০ লক্ষ হয়েছে। চীনের থেকে ৩০ লক্ষ বেশি। তবে ব্লুমবার্গের একই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতেও জন্মহার কমছে। তথাপি চীনের থেকে বেশি হওয়ায় ২০৫০ সাল অবধি উভয় দেশের জনসংখ্যার ব্যবধান বজায় থাকবে।
ন্যাশনাল ব্যুরো স্ট্যাটিস্টিকসের তথ্য বলছে, ১৪১ কোটির চীনে গত বছর জনসংখ্যা কমেছে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার। সেখানে একই সময়ে জন্ম হয়েছে ৯৫ লক্ষ শিশুর। ১৯৫০ সালের পর যা সবচেয়ে কম। এছাড়া ২০২২ সালে কোভিড ও অন্য কারণে ১ কোটি ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, ২০২১ সালে চীনে জন্মহার কমে হয়েছে ১৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত কোভিডে আক্রান্ত হয়ে ৬০ হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন।
অর্থাৎ একদিকে কোভিডে মৃত্যু বহু মানুষের, অন্যদিকে চীনের জনসংখ্যা কমেছে। মহামারীতে ভারতের বহু মানুষের মৃত্যু হলেও জন্মহারের কারণে জনসংখ্যা বেশি। জাতিসংঘ জানাচ্ছে, ২০২২ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্ধেকের কারণ হবে এশিয়া ও আফ্রিকার আটটি দেশ। সেগুলি হল কঙ্গো, মিশর, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া, ফিলিপিন্স এবং ইন্ডিয়া।
উল্লেখ্য, চীনের বিরাট জনসংখ্যা সেদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এমনকী বিশ্ব অর্থনীতিতে তার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই অবস্থায় ছয় দশকে প্রথমবার চীনের জনসংখ্যার গ্রাফ নিচে নামায় চিন্তায় বিশেষজ্ঞরা। অপরপক্ষে ২০৫০ অবধি ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় কী প্রভাব পড়তে তা খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

'স্পেয়ার'-এ থাকা পারিবারিক বিপজ্জনক তথ্য সরাবেন হ্যারি

প্রিন্স হ্যারি বলেন, ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমের কাছে আমার পরিবার নিয়ে অনেক নোংরা তথ্য আছে। কিন্তু তারা অন্য কারো সম্পর্কে সরস গল্পের জন্যে এসব কার্পেটের তলায় লুকিয়ে রাখে।
হ্যারির বই 'স্পেয়ার' গত মঙ্গলবার থেকে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এ বইতে রাজ পরিবারের অনেক অজানা কথা উঠে এসেছে। তবে বইটির বিষয়ে রাজ পরিবার নীরব।
প্রিন্স হ্যারি তার নিজের লেখা স্মৃতিকথা 'স্পেয়ার' বইতে হ্যারি তার বাবা ৭৪ বছর বয়সী বাবা রাজা চার্লসকে মানসিকভাবে পঙ্গু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শৈশবে তিনি নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলেও দাবি করেছেন।
ওই সাক্ষাৎকারে হ্যারি আরও বলেন, তিনি জনসমক্ষে রাজ পরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাননি। তবে প্রিন্স উইলিয়ামের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে রাজ পরিবারের সংস্কারের জন্যে দায়বোধ থেকেই তিনি এটা করেছেন।

হেলিকপ্টারে বিয়ে করে আলোচনায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী!

বিশেষ সংবাদদাতা : কুড়িগ্রাম থেকে নববধূ সনিতা রানীকে (১৮) হেলিকপ্টারে করে নেত্রকোনা জেলায় উড়িয়ে নিয়ে গেল হরিজন সম্প্রদায়ের যুবক অপু বাঁশফোড়। এ ঘটনায় জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।
শুধু তাই নয়, পুরো বিয়ের অনুষ্ঠান ভিডিও করা হয়েছে ড্রোন দিয়ে। এ ঘটনায় খুশি পুরো হরিজনপল্লি। বৃহত্তর রংপুর বিভাগে এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেনি বলে লোকজন আলোচনা করছেন।
বুধবার দুপুরে কুড়িগ্রাম জেলা স্টেডিয়াম মাঠ থেকে নববধূকে নিয়ে যাওয়ার সময়

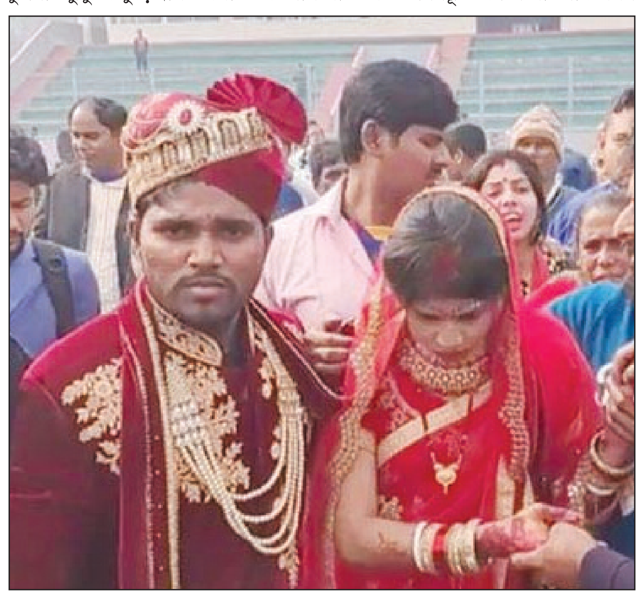

স্টেডিয়ামে ছিল উপচেপড়া মানুষের ভিড়। পুরো ঘটনা এক নজর দেখতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন ভিড় জমান সেখানে।
হরিজন যুব সম্প্রদায় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়কুমার বাঁশফোড় জানান, কুড়িগ্রাম এলজিইডি বস্তির হরিজন সম্প্রদায়ের অধিবাসী ভূট্টুলাল রবিদাসের তৃতীয় কন্যা সনিতা রানীর সঙ্গে নেত্রকোনা জেলার জয়নগর হাসপাতাল এলাকার মৃত দীলিপ বাঁশফোড়ের ছোট ছেলে অপু বাঁশফোড়ের বিয়ে সম্পন্ন হয় মঙ্গলবার রাত ২টার সময়। বুধবার সকালে সব কার্যক্রম শেষে দুপুর দেড়টার দিকে নববধূকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যান বর অপু বাঁশফোড়।
ছেলের বোনের স্বামী কুড়িগ্রাম শহরের মজিদা কলেজ সংলগ্ন পুরাতন রেলস্টেশন বস্তির অধিবাসী কাঞ্চন বাঁশফোড় জানান, পারিবারিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে বিয়েটা অনুষ্ঠিত হয়। ছেলে নেত্রকোনায় পাঠশালা ব্যান্ডে কাজ করে এবং একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে সরকারি চাকরি করে।
এ ব্যাপারে অপু বাঁশফোড় জানান, আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল হেলিকপ্টারে বউকে বাড়িতে নিয়ে আসব। এজন্য অনেক দিন থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আসছি। আমার পরিবারও সহযোগিতা করেছে। ঘণ্টায় ৮০ হাজার টাকা করে ৩ ঘণ্টার জন্য হেলিকপ্টারটি ভাড়া করা হয়।

আইএমএফ থেকে কোনো শর্তে ঋণ

এর থেকে যারা নিম্ন আয়ের তাদের জন্য আমরা ১৫ টাকায় চাল দিচ্ছি। সেই সঙ্গে তেল, ডাল ও চিনিও দেয়া হচ্ছে। আর একেবারে হতদরিদ্র যারা কিছুই করতে পারে না, তাদেরকে বিনাপয়সায় খাদ্য সরবরাহ করছি। স্বল্প আয়ের মানুষ যাতে কষ্টে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রেখে এই ব্যবস্থা করছি। কৃষিতে আমরা ব্যাপকভাবে ভর্তুকি দিচ্ছি।

তিনি বলেন, ইংল্যান্ডের মত জায়গায় ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ হচ্ছে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি। এটা একটা উন্নত দেশের কথা বললাম। পৃথিবীর সব দেশে এই অবস্থা বিরাজমান। বাংলাদেশ এখনো সেই অবস্থায় পড়েনি।

ভর্তুকি প্রশ্নে তিনি বলেন, গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণ; বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে যদি ৪০, ৫০ ও ৬০ হাজার কোটি টাকা আমাকে ভর্তুকি দিতে হয় তাহলে সেটা কী করে দেবো? এর ফলে দাম বাড়লে মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রন করার যে চেষ্টা সেটা করে কিছুটা সফলতা দেখাতে পেরেছি। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে মুল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে।

সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুতের দাম যদি বৃদ্ধি পায় পাশাপাশি মানুষ যদি একটু সাশ্রয়ী হয় তবে গায়ে লাগবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবনে বিদ্যুতের ব্যবহার ৫০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছি। এভাবে যদি সবাই উদ্যোগ নেয়- তাহলে বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয়ী হতে পারে।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী আছেন, এখানেও (সংসদে) আছেন তাদের আমি তো স্পষ্ট বলেছি। গ্যাস আমি দিতে পারবো- কিন্তু যে মূল্যে গ্যাস আমরা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসলাম সেই মূল্য যদি আপানারা দেন আমরা গ্যাস দিতে পারবো। তারা যদি নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ চায় তাহলে যে মূল্যে কিনে আনবো সেই মূল্য তাদের দিতে হবে।

ভর্তুকি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এটা ভুলে যাবেন না ভর্তুকির টাকা তো জনগণেরই টাকা। যত মুল্য কম থাকে তাদের অর্থাৎ আমাদের বিত্তশালীরা লাভবান হন। যারা সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু ঠিকমত বিল দেয়। বিত্তশালীরা আরাম আয়েশ করবে আর স্বল্প মুল্যে পাবে তা কী করে হয়? সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিচ্ছি।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমানের প্রশ্নের লিখিত জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার জন্য এখন থেকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' হিসেবে কাজ করবে। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ ঠিক করা হয়েছে। এগুলো হলো-স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট।

তিনি বলেন, এ চারটি স্তম্ভের আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কানেক্টিভিটি (অবকাঠামো উন্নয়ন), মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সারদের উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ এবং ইভেন্ট ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজনে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিল্প, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আর্থিক খাত, ইত্যাদির দক্ষতা বৃদ্ধি ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে নেয়ার লক্ষে পাঁচ মন্ত্রী, এক প্রতিমন্ত্রীসহ ৩০ সদস্য বিশিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স গঠন করে গত বছরের ১৬ আগস্ট গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার জন্য এখন থেকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া, এদিন সংসদে সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফের প্রশ্নের দীর্ঘ ১৭ পৃষ্ঠার জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী ।

তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সরকার জোর দেওয়ার কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।

ইতালির 'মাফিয়া সম্রাট' মেসিনা গ্রেপ্তার

সিসিলির ওই ক্লিনিকে পরিচয় গোপন রেখে ক্যানসারের চিকিৎসা নিতেন মেসিনা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সশস্ত্র বাহিনীর শতাধিক সদস্য সেই ক্লিনিকে অভিযান চালায়। মেসিনা অসংখ্য হত্যাকাণ্ড, বোমা হামলা, অপহরণ, নির্যাতন, প্রতারণা ও মাদক চোরাচালানের দায়ে দোষী সাব্যস্ত অপরাধী।

লন্ডনে টিউব ও বাস ভাড়া দ্বিগুন বাড়ল

তা স্থায়ী ভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমন পদক্ষেপের কারণে হাজার হাজার পেনশনভোগীকে ক্ষুব্ধ করবে বলে আশংকা করেছেন অনেকে।

টাকার মান কমার আশঙ্কা

দেশের অর্থনীতি নিয়ে এমন শঙ্কা ও সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছর শেষ হওয়ার সাড়ে ৬ মাস পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করল। আগে এটি অর্থবছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যেই প্রকাশ করা হতো। প্রতিবেদনে বিদায়ি বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে চলতি অর্থবছরের অর্থনীতি সম্পর্কে আগাম কিছু শঙ্কা ও সম্ভাবনার চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। তবে গত অর্থবছর যেভাবে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে, সেভাবে চলতি অর্থবছরে কমবে না। ডলারের সংকটও আগের মতো প্রকট হবে না। কিছুটা কমে আসবে।

প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য সতর্ক ও বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ কমিয়ে মুদ্রা বাজারের অন্যান্য উপকরণগুলো ব্যবহার করে ঋণ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। রাজস্ব আয় বাড়ানোর পাশাপাশি কিছু খাতে কৃচ্ছ সাধনের দিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আশা করছে চলতি অর্থবছরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি আগের বছরের তুলনায় বাড়বে। এর মধ্যে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের ফলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিনিয়োগের দুয়ার খুলবে। ওইসব অঞ্চলে বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থানের গতি বাড়বে। এর মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি ফিরবে। তৈরি পোশাক রপ্তানির নতুন বাজার সন্ধান করতে হবে। অন্যান্য পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে। এর মধ্যে জুতা, প্রকৌশল পণ্যেও বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। এসব খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার দিকে নজর দিতে হবে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ মুদ্রানীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক মন্দার ধাক্কা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যমান সংকট মোকাবিলায় খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। যাতে আমদানির ওপর চাপ কমে যায়। একই সঙ্গে কমবে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির চাপও। কারণ খাদ্য আমদানি করলে আমদানিতে চাপ বেশি বাড়ে। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দেওয়া হয়। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উৎপাদন খাতে ঋণের জোগান বাড়ানোর সুযোগ বাড়িয়েছে। যাতে রপ্তানি ও উৎপাদন খাত উপকৃত হয়। উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হলে মন্দা মোকাবিলা অনেকটা সহজ হবে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির চাপও সহনীয় হবে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মেগা প্রকল্পগুলো উৎপাদনে গেলে বিদ্যুতের আমদানির চাপ কমবে। এ খাতে ঘাটতিও কমবে। তখন শিল্প খাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান সম্ভব হবে। যা অর্থনীতিকে স্তিতিশীল রাখতে ভূমিকা রাখবে। সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি বাড়তে শুরু করেছে। যা আগামীতে শিল্প ও রপ্তানি খাতের চাকাকে সচল রাখবে।

বিদায়ি বছরে বৈদেশিক মুদ্রার আয়-ব্যয়ে বড় ঘাটতির কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি বেড়েছে। এতে দেশের রিজার্ভ কমেছে। যা ডলারের বিপরীতে টাকার মানকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল। এ প্রবণতা ধীরে ধীরে কমে আসবে। এতে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানো উৎসাহিত করতে চলতি বছরেও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে বাড়ানো হবে তদারকি।

বান্দরবানের তমব্রু সীমান্তে গোলাগুলি,

রোহিঙ্গা নেতা দিল মোহাম্মদ। এদিকে এ ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলী।

ওসি মোহাম্মদ আলী জানান, হামিদ উল্লাহ (২৭) ও মহিবুল্লাহ (২৫) নামের গুলিবিদ্ধ দুই ব্যক্তিকে উখিয়ার এমএসএফ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক হামিদ উল্লাহকে মৃত ঘোষণা করেন। মহিবুল্লাহকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার কক্সবাজারের উখিয়ার পালংখালী সীমান্তে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকাল থেকে গোলাগুলি হলেও বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শূণ্যরেখায় হঠাৎ আগুন জলে ওঠে। পুরো এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় শূন্যরেখায় বেশকিছু রোহিঙ্গা বসতি পুড়ে যায়। এরপর সন্ধ্যার দিকে সহস্রাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশের সীমায় ঢুকে ঘুমধুম এবং উখিয়ার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয়।

রোহিঙ্গা নেতা দিল মোহাম্মদ বলেন, 'মিয়ানমারের দুই সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি (আরসা) ও রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) মধ্যে সকাল থেকে গোলাগুলি শুরু হয়। তারা কোনারপাড়া শূন্যরেখা রোহিঙ্গা ক্যাম্পসংলগ্ন এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে শূন্যরেখার রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও ছড়িয়ে পড়ে।' এ সময় র‍্যাব সদস্যরাও গুলিবর্ষণ করে বলে জানান এই রোহিঙ্গা নেতা।

বুধবার সকাল থেকে অব্যাহত গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে জানিয়ে ঘুমধুম ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আজিজ বলেন, 'সীমান্তে কী হচ্ছে তা বলা যাচ্ছে না। এতে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।'

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোমেন শর্মা বলেন, 'স্থানীয়দের মাধ্যমে সকাল থেকে তমব্রু সীমান্তের শূন্যরেখায় থেমে থেমে গোলাগুলির খবর জেনেছি। তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু ঘটনাটি শূন্যরেখায়, সেখানে আন্তর্জাতিক রীতি মতে বিজিবিসহ সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার নেই। তারপরও সীমান্তের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিজিবি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং প্রশাসনের তরফ থেকে খোঁজ-খবর রাখা হচ্ছে।'

এদিকে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কক্সবাজারের উখিয়ার পালংখালী সীমান্তে আরসার সশস্ত্র সদস্যরা হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে আরসার এক শীর্ষ নেতার স্ত্রীসহ তিনজনকে বিজিবি আটকের ঘটনায় বিজিবির বিওপি লক্ষ্য করে আরসার সদস্যরা কয়েকশ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। একপর্যায়ে বিজিবিও গুলি চালায়।

তবে মঙ্গলবার রাতে বিজিবির কক্সবাজার-৩৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সংবাদমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, 'বালুখালী বিওপি থেকে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে এবং সীমান্ত পিলার-২০ থেকে আনুমানিক ৮০০ গজ উত্তর-পূর্ব কোণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রহমতের বিল হাজিরবাড়ি নামক এলাকায় কিছু ইয়াবা ব্যবসায়ীর সঙ্গে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। ইয়াবা কারবারিদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনার পর থেকে সব বিওপি সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। পাশাপাশি টহল ও গোয়েন্দা কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে।'

ন্যাশনেল আইডি কার্ড প্রদান ও অন্যান্য

মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লুটন কাউন্সিলের সাবেক সিভিক মেয়র তাহির খানের সভাপতিত্বে এবং কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ফজিলত খানের সঞ্চালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উক্ত মত বিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গ্রন্থকার সৈয়দ মাহবুব আলম।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভয়েস অব গ্লোবাল বাংলাদেশীজের সভাপতি ডঃ হাসনাত এম হোসেইন এমবিই ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটাধিকার আন্দোলনের আহ্বায়ক সাংবাদিক কে এম আবুতাহের চৌধুরী, ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকের অর্থ সচিব মোহাম্মদ আফসার মিয়া ছুটু ।সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন - লুটনের বিশিষ্ট মুরব্বী ব্যারি পার্ক জামে মসজিদের সভাপতি হাজী আবুল হোসেইন, বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ সাজ্জাদুর রহমান ,জালালাবাদ জামে মসজিদের ট্রেজারার মইদুল ইসলাম শাহজাহান, কমিউনিটি নেতা ও অবসরপ্রাপ্ত ড্রাইভিং প্রশিক্ষক মতিন মিয়া, আরাফাত নিউজ পত্রিকা সম্পাদক ও প্রকাশক মোহাম্মদ আনোয়ার হুসেইন, সাবেক কাউন্সিলর ইরাক চৌধুরী , দক্ষিণ সুরমা সমাজ কল্যান সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক পাভেল, মৌলভীবাজার কমিউনিটির নেতা কমরুজ্জামান কমরু, সিওয়াই সিডির চেয়ারম্যান শামসুদ্দীন, বিশ্বনাথ এসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা রুহুল আমিন সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওত করেন ক্বারী আব্দুল কাদির।

সভায় বক্তারা বলেন ; যদিও বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচন কমিশনাররা ২০১৯ সালে হাই কমিশনের মাধ্যমে সকল বৃটিশ বাংলাদেশীদের জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানের দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছিলেন কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয় নাই। যার ফলশ্রুতিতে বৃটিশ বাংলাদেশীরা দেশে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তারা -পাওয়ার অব এটরনি প্রদানে বৃটিশ পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণ না করা, পাসপোর্ট নবায়ন ও পুলিশ ভেরিফিকেশনে হয়রানী,বাংলাদেশী পাসপোর্টের মেয়াদ ১০ বছরে বৃদ্ধি করা, নো ভিসা ফি কমানো ও বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন সমস্যার দ্রূত সমাধান দাবী করেন ।বক্তারা -লুটনে আবার কনসুলার সার্ভিস চালুর দাবী জানান। বক্তারা -বাংলাদেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জায়গা সম্পত্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবী জানান।

সভায় সমগ্র বৃটেন জুড়ে এ সব দাবী আদায়ে আন্দোলন গড়ে তোলা ও হাই কমিশনে স্মারক লিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

লন্ডনে এক্সপ্লোর প্রদর্শিত হবে ২২

এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার। যুক্তরাজ্যবাসী প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ নির্মিত এই ডকুমেন্টারী আগামী ২২ জানুয়ারী রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টায় ইস্ট লন্ডনের ব্রার্ডি আর্ট সেন্টারে প্রদর্শিত হবে।

এ উপলক্ষ্যে গত ১৬ জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিস্তারিত তুলে ধরেন এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার এর ডিরেক্টর ও প্রযোজক এবং চ্যানেল এস এর স্টাফ রির্পোটার ফয়সল মাহমুদ। তিনি বলেন, সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ,পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে টানা এক বছরের শ্রম- সাধনায় নির্মিত হয়েছে এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার ।

৫২ মিনিটের এই ডকুমেন্টারীতে ইতিহাসের পথ ধরে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালীর ঐতিহাসিক ৪৬,৫২,৬৬,৭১,৯০ এ বিয়ানীবাজারবাসীর অবদান,ত্যাগ ও বীরত্ব গাথা। শিক্ষা,সংস্কৃতি,ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বাংলাদেশে আলো ছড়াচ্ছেন এই অঞ্চলের মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল সন্তানরা। তাদের কৃতি ও সমাজবিনির্মাণে অনন্য অবদান এবং চিন্তা-ভাবনাও সন্নিবেশিত হয়েছে ডকুমেন্টারীতে।

এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার এর নির্মাতা প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ বলেন, নির্মাণে সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি যুক্তরাজ্যে আমাদের চতুর্থ প্রজন্মসহ প্রবাসীদের কাছে বিয়ানীবাজারকে তুলে ধরতে।এছাড়াও পর্যটন ও বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনার খাতগুলোও সৃজনশীলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।যাতে সকল শ্রেণীর মানুষ একই সময়ে তথ্য ও বাস্তব চিত্র দেখতে পারেন। ডকুমেন্টারীতে ইংলিশ সাবটাইটেল রাখা হয়েছে।

মতবিনিময়ে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার এর সহযোগি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমকেসি চ্যারিটির মনজুরুস সামাদ চৌধুরী মামুন, জাহিদুর রহমান, মাহমুদ হোসেন ও জাহেদ আলম রানা।

বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিতব্য প্রদর্শণীতে যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার এর ডাইরেক্টর ও প্রডিউসার ফয়সল মাহমুদ।

বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদ

সভাপতিত্ব করেন বিদায় সভাপতি আশিকুর রহমান, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মাইনউদ্দিন আনসার এর পরিচালনায় আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার আব্দুল হালিম চৌধুরী।

দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রবীণ কমিউনিটি নেতা শাহগির বখত ফারুক, অপর দুই নির্বাচন কমিশনার ছিলেন সামী সানা উল্লাহ ও এম এ আজিজ।

নির্বাচনে একটি মাত্র প্যানেল থাকায় সভাপতি জাহাঙ্গীর খান, সেক্রেটারী আহবাব হোসেন, ট্রেজারার আব্দুল হালিম চৌধুরীর নাম ঘোষণা করেন ৫১সদস্য কমিটি। নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন চেয়ারার্সন জাহাঙ্গীর খান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারপার্সন আব্দুল বারী, ভাইস চেয়ারপার্সন আয়শা চৌধুরী, আবু লেইছ, মোঃ মানিকুর রহমান, মঈন উদ্দিন, পারভেজ কোরেশী, ফয়জুর রহমান, কাজী আরিফ, সেক্রেটারী সৈয়দ আহবাব হোসেন, জয়েন্ট সেক্রেটারী জাকির হোসেন, ড. সৈয়দ মাসুক আহমদ, জেইন মিয়া, ট্রেজারার আব্দুল হালিম চৌধুরী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী জয়নাল আবেদিন, জয়েন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারী কাজী আব্দুল কুরাশ, মেম্বারসীপ সেক্রেটারী এম নুমান বিন মালিক, ইন্টারন্যাশনাল এপেয়ার্স সেক্রেটারী শাহ মুনিম, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারী মোস্তাক আলী বাবুল, জয়েন্ট প্রেস সেক্রেটারী এম আবু তারিক চৌধুরী, অফিস সেক্রেটারী মোহাম্মদ রুবিদ হোসেন, জয়েন্ট অফিস সেক্রেটারী দেলোয়ার হোসেন খান, ওয়েন সেক্রেটারী সেলিনা চৌধুরী, জয়েন্ট ওয়েন সেক্রেটারী দিনা হোসেন, জয়েন্ট কালর্চার সেক্রেটারী নুরুজ্জামান, রিলিজিয়াস সেক্রেটারী আনিসুর রহমান, লিগ্যাল সেক্রেটারী নিল মনি সিং, রিসার্চ এন্ড কমিউনিকেশন সেক্রেটারী দিলাল আহমদ, ইসি মেম্বার ইকবাল আহমদ, ফয়সল আহমদ, আশিকুর রহমান, ড. শামসুল হক চৌধুরী, নজরুল আহমদ, প্রতিম গোশ, নাজিম উদ্দিন।

নবগঠিত কমিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিগত কমিটির ন্যায় এই নতুন কমিটিও প্রবাসীদের অধিকার আদায়ে কাজ করে যাবে, বিশেষ করে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় পত্র, ন্যাশনাল আইডি কার্ড প্রদান, প্রবাসীদের বিনিয়োগ, প্রবাসীদের সম্পত্তি রক্ষায় কাজ করে যাবে। একই সাথে ১৯৭১ সালে যে সকল প্রবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখে ছিলেন তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবী জানানো হয়।

নতুন কমিটি সংগঠনের সাধারণ সদস্য সংগ্রহে কাজ করে যাবে। একই সাথে সাধারণ সভায় ইসি কমিটি ৪১ থেকে ৫১ সদস্যে বৃদ্ধিতে সর্বসম্মতি প্রদান করে।

সমাজ ও সভ্যতায় বিলাসিতার প্রভাব

জাওয়াদ তাহের

বিলাসিতা মানুষের কর্মস্পৃহা বিলীন করে দেয়। যে জাতির মধ্যে বিলাসিতার মতো দুরারোগ্য ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে তাদের কর্মদক্ষতা ধীরে ধীরে শেষ হতে শুরু করে। এক সময় তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তারা পরিশ্রম, চেষ্টা-সাধনাড় এসব ভুলে যায়। তাদের মাঝে প্রচণ্ডরূপে ভোগ-বিলাসের মোহ তৈরি হয়। যুগে যুগে বহু জাতি বিলাসিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। কারণ বিলাসিতা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ফলে সে দুনিয়ার প্রকৃত রূপ ভুলে যায়। ফলে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত সমাজ ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। কোরআন ও হাদিসে বিলাসিতার ব্যাপারে সতর্কতা এসেছে। বিলাসিতার কারণে মানুষের কী কী ক্ষতি হয়, তারও বর্ণনা এসেছে বিস্তারিত।

নবী-রাসুলদের অস্বীকার

বিলাসী আর আরাম-আয়েশি লোকদের অভ্যাস, তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে সবার আগে নবী-রাসুলদের অস্বীকার করে। তারা তাদের সম্পদ, সন্তান এগুলো দ্বারা গর্ব করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি যে জনপদেই কোনো সতর্ককারী (নবী) পাঠিয়েছি, তার বিত্তশালী লোকেরা বলেছে, তোমরা যে বার্তাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।' (সুরা : সাবা, আয়াত : ৩৪)

সৎকাজের আদেশ ছেড়ে দেয়

বিলাসী মানুষ সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বারণ করা ছেড়ে দেয়। তারা কী খারাপ কাজ করল তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের আগে যেসব উম্মত গত হয়েছে, তাদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির অবশেষ আছে এমন কিছু লোক কেন হলো না, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করত? অবশ্য অল্প কিছু লোক ছিল, যাদের আমি তাদের মধ্য হতে (শাস্তি থেকে) রক্ষা করেছিলাম। আর জালিমরা (অসৎ কাজে যারা বাধা দেয় না) যে ভোগ-বিলাসের মধ্যে ছিল, তারই পেছনে লেগে থাকল এবং তারা ছিল অপরাধী।' (সুরা : হুদ, আয়াত : ১১৬)

বিলাসীরা বামপন্থী

কোরআনে বামপন্থীদের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে তারা ইতঃপূর্বে বিলাসী জীবন-যাপন করত। যার ফলে তাদের আজকের অবস্থা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'ইতঃপূর্বে তারা (বামপন্থী) ছিল আরাম-আয়েশের ভেতর।' (সুরা : ওয়াকিয়া, আয়াত : ৪৫)

ধ্বংসের কারণ

ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হওয়া, ধ্বংসের কারণ। বিলাসিতায় সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়। আল্লাহ তাআলার আজাবকে ত্বরান্বিত করে। কোরআনের এই আয়াত এ দিকেই ইঙ্গিত করে। ইরশাদ হয়েছে, 'যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তাদের বিত্তবান লোকদের (ঈমান ও আনুগত্যের) হুকুম দিই, কিন্তু তারা তাতে পাপাচারে মেতে ওঠে, ফলে তাদের সম্পর্কে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাদের ধ্বংস করে ফেলি।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করছি না; বরং ভয় করছি যে তোমাদের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর যেমন দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। আর তোমরা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা তা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। আর তা তোমাদের আখিরাত বিমুখ করে ফেলবে, যেমন তাদের আখিরাতবিমুখ করেছিল। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪২৫)

পাপাচারের পথ দেখায়

প্রচণ্ড বিলাসী মানুষ পাপাচারে ডুবে থাকে এবং অবাধ্যতার পথে পরিচালিত হয়। যখনই সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে তার মাঝে সেই অবাধ্যতার মাত্রা বাড়তে থাকে। এ জন্য সম্পদ শুধু উপার্জন করলেই চলে না, সম্পদ খরচ করার পদ্ধতিও শিখতে হয়। আবু উসমান (রহ.) বলেন, আমরা আজারবাইজানে ছিলাম। এ সময় ওমর (রা.) আমাদের (দলনেতার) কাছে চিঠি লিখলেন, হে উতবাহ ইবনে ফারকাদ, এ ধন-সম্পদ তোমার কষ্টার্জিত নয়, তোমার মা-বাবারও কষ্টার্জিত নয়। তাই তুমি যেরূপে নিজ বাড়িতে পেটপুরে ভক্ষণ করো, তেমনি মুসলিমদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরও পেটপুরে ভক্ষণ করাও। আর সাবধান, মুশরিকদের ভোগ-বিলাস বেশভূষণ এবং রেশমি কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) রেশমি কাপড় পরতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, তবে এ পরিমাণ বৈধ আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুলদ্বয় একসঙ্গে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৩০৪)

পরিতৃপ্ত হয় না

বিলাসী মানুষ কখনো তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। তার সম্পদ যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষাও ততটাই উঁচু হতে থাকে। তখন তার মধ্যে এই বোধ শক্তি থাকে না যে মাল কোথা হতে উপার্জন করা হলো আর কোথায় খরচ করা হলো। নবী (সা.) বলেছেন, যদি বনি আদমকে স্বর্ণে ভরা এক উপত্যকা সম্পদ দেওয়া হয়, তথাপি সে দ্বিতীয়টার জন্য লালায়িত হয়ে থাকবে। আর তাকে দ্বিতীয়টি যদি দেওয়া হয়, তাহলে সে তৃতীয়টার জন্য লালায়িত থাকবে। বনি আদমের পেট মাটি ছাড়া ভরতে পারে না। তবে যে তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪৩৮)

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়ার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন। আমিন

আল্লাহ ছাড়া কারো নামে কসম নয়

আলেমা হাবিবা আক্তার

সমাজের বহু মানুষকে মা-বাবা, মসজিদ, মাদরাসা, বিদ্যা-বুদ্ধি, খাবার-পানীয় ইত্যাদির নামে কসম করতে দেখা যায়। ইসলাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করতে নিষেধ করেছে। অন্য কারো নামে কসম করাকে শিরকতুল্য অপরাধ ঘোষণা দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় তাঁর পিতার নামে কসম করতে দেখলেন। তিনি তাদের ডেকে বললেন: সাবধান! আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কেউ কসম করতে চাইলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে, নইলে যেন চুপ থাকে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১০৮)

অধিক কসম করা নিন্দনীয় : ইসলাম অধিক পরিমাণ কসম করা পছন্দ করে না। অধিক পরিমাণ কসম করা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা আনুগত্য কোরো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির, যে বেশি কসমকারী, লাঞ্ছিত।' (সুরা কলম, আয়াত : ১০)

শিরকতুল্য অপরাধ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা শিরকতুল্য অপরাধ। সাঈদ ইবনে আবু উবায়দা (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে এভাবে শপথ করতে শুনলেনড়্না, এ কাবার শপথ! তখন ইবনে ওমর (রা.) তাঁকে বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে শিরক করল। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৩২৫১)

কসম কেবল আল্লাহর নামে : মুমিন কেবল আল্লাহর নামেই কসম করবে, অন্য কারো নামে কসম করবে না। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতার নামে কসম করবে না, মাতা বা দেব-দেবীর নামেও না। কেবল আল্লাহর নামেই কসম করবে। আর আল্লাহর নামে কসম করার ব্যাপারে তোমাদের সত্যবাদী থাকতে হবে তথা মিথ্যা কসম খাবে না।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ৩২৪৮)

প্রয়োজনে কসমের অনুমতি : ইসলাম প্রয়োজনের সময় কসম করার অনুমতি দিয়েছে। বিশেষত ইসলামী আদালতের নির্দেশ পালনার্থে কসম করা যাবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কসম করার জন্য তোমাকে যে ব্যক্তি চাপ দেয় বা দাবি জানায় তার উদ্দেশ্যের অনুকূলে তোমাকে কসম করতে হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রতিপক্ষের নিয়ত বা উদ্দেশ্যের অনুকূলে করা যাবে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৫৩)

কসম থেকে সরেও আসতে হয় : ইসলাম প্রয়োজনে কসম করার অনুমতি দিয়েছে। তবে কসমের নামে নিজের ক্ষতি করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং কসম করার পর বিপরীত কিছু কল্যাণকর দেখলে ব্যক্তি কসম থেকে ফিরে আসবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'কোনো ব্যাপারে যদি শপথ করো আর তা ছাড়া অন্য কিছুর ভেতর কল্যাণ দেখতে পাও, তবে নিজ শপথের কাফফারা আদায় করে তা থেকে উত্তমটি গ্রহণ কোরো।' (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ৩৭৯১)

আল্লাহ সবাইকে অনর্থক কসম থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন। আমিন

কোরআনে হুদহুদ পাখির বর্ণনা

নিহার মামদুহ

পবিত্র কোরআনে যেসব পশু-পাখির বর্ণনা এসেছে হুদহুদ তার অন্যতম। নবী সোলায়মান (আ)-এর রাজত্বকালের হুদহুদ পাখি বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করত। গল্পটিতে সংবাদ সংগ্রাহক ও পরিবেশকদের জন্য বড় শিক্ষা আছে। হুদহুদের গতি, বুদ্ধিমত্তা, সুষ্ঠু-নির্মোহ সংবাদ সংগ্রহ এবং নিঁখুত উপস্থাপন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। হুদহুদ দ্রুতগতির পাখি এবং উড়াল দেওয়ার ক্ষেত্রে তার দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। তার আছে আত্মরক্ষার কৌশল, সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় দমে যায় না। বুদ্ধিমত্তা ও ধূর্ততায় তার জুড়ি মেলা ভার।

পবিত্র কোরআনে হুদহুদ পাখি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'এরপর সোলায়মান পাখিদের খোঁজখবর নিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, হুদহুদকে তো দেখছি না, সে কি অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা জবাই করব অথবা সে উপযুক্ত কারণ দর্শাবে।' একটু পরেই হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল, 'আপনি যে খবর মোটেও জানেন না তা আমি অনুপুঙ্খ জেনে এসেছি এবং সাবা জাতি থেকে সুনিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি। আমি দেখলাম, এক নারী তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর আছে এক বিরাট সিংহাসন। সোলায়মান বলল, 'আমি যাচাই করে দেখব, তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? তুমি আমার এই চিঠি নিয়ে যাও এবং তাদের তা অর্পণ করো; এরপর তাদের কাছ থেকে সটকে পড়ো এবং দেখো, তারা কী উত্তর দেয়।' (সুরা নামল, আয়াত: ২০-২৮)

হুদহুদের সংবাদ সংগ্রহ, উপস্থাপনা ও পরিবেশনশৈলী দেখে মনে হয়, পাখিটি সাধারণ কোনো হুদহুদ ছিল না; বরং বিশেষ গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হুদহুদ পাখি ছিল। তার কর্মকাণ্ডে সংবাদকর্মীদের জন্য রয়েছে চমৎকার সব শিক্ষা। কেননা তাঁর উপস্থাপন ছিল কৌতূহলোদ্দীপক, বাক্য ছিল মার্জিত, সংবাদের ভিত্তি ছিল সত্য ও সুদৃঢ় এবং সে আত্মরক্ষায় পারদর্শী। যা একজন সংবাদকর্মীর জন্য শিক্ষণীয়।

কোন ধরনের মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ?

মুফতি সাদেকুর রহমান

প্রশ্ন: আমাদের দেশের জনগণ অনেক ধরনের মোজা পরিধান করে থাকেন। কেউ চামড়ার মোজা পরেন। কেউ সুতার পাতলা মোজা পরেন। কেউ নাইলনের মোজা বা তুলার মোজা পরিধান করেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো- কোন ধরনের মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ?

উত্তর: আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী মোজা তিন ধরনের হতে পারে।

১. চামড়ার মোজা। এ ধরনের মোজার উপর সর্বসম্মতভাবে মাসেহ করা জায়েজ। বুট জুতা এবং গামবুটের উপর মাসেহ করা জায়েজ আছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহের প্রবক্তা হইনি, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিষয়টি আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়েছে। (আলবাহরুর রায়েক-১/২৮৮, জাকারিয়া)

হাসান বসরী (রহ.) বলেন, সত্তরজন বদরী সাহাবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের প্রতিজনকেই চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৭৭, জাকারিয়া আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাসকৃত-২/৪২৫)

২. এমন পাতলা মোজা, যা চামড়ারও নয়, আবার চামড়ার মোজার কোন গুণাগুণও তাতে পাওয়া যায় না। যেমন আজকালকার সুতার মোজা, নাইলনের মোজা বা তুলার মোজা ইত্যাদি। এসব মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ হবে না।

আল্লামা কাসানী (রহ.) বলেন, মোজা যদি এতটা পাতলা হয় যে, তা ভেদ করে পানি ভেতরে প্রবেশ করে, তাহলে তার উপর সবার ঐকমত্যে মাসেহ করা জায়েজ নেই। (বাদায়েউস সানায়ে-১/৮৩, জাকারিয়া বুক ডিপো)

৩. এমন মোজা যা চামড়ার নয়; কিন্তু মোটা হবার কারণে চামড়ার মোজার গুণ পাওয়া যায়। এমন মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ আছে, যদি তিনটি শর্ত পাওয়া যায়।

ক. মোজাটি এতটুকু মোটা হতে হবে যে, এর মাঝে পানি পড়লে তা পায়ে পৌঁছে না।

খ. উক্ত মোজা এতটুকুই মোটা যে, মোজাকে কোন কিছু দিয়ে বাঁধা ছাড়াই শুধু মোজা পা দিয়ে দুই-আড়াই কিলোমিটারের মতো হাঁটা যাবে, কিন্তু মোজা ছিঁড়বে না।

গ. মোজা এতটুকু বড় হতে হবে যে, টাখনুসহ ঢাকা থাকতে হবে।

সুতরাং উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, আমাদের দেশের প্রচলিত কাপড়ের পাতলা মোজার উপর মাসেহ করা কোনোভাবেই জায়েজ নয়।

ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন, সুতা বা চুলের পাতলা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ নেই সর্বসম্মত মতানুসারে। (আলবাহরুর রায়েক-১/৩১৮, জাকারিয়া)

উল্লেখ্য, ১. ওজু করার পর মোজা পরিধান করলে পরবর্তীতে ওজু নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর মাসেহ করতে পারবে। মোজা পরিধান করার পর গোসল ফরজ হয়ে গেলে সেই মোজার উপর মাসেহ করা জায়েজ হবে না।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২০.০১.২৩ শুক্রবার	6:35	7:52	01:00	2:42	4:32	7:30
২১.০১.২৩ শনিবার	6:34	7:51	12:45	2:43	4:33	7:30
২২.০১.২৩ রবিবার	6:33	7:50	12:45	2:45	4:35	7:30
২৩.০১.২৩ সোমবার	6:32	7:49	12:45	2:47	4:37	7:30
২৪.০১.২৩ মঙ্গলবার	6:30	7:47	12:45	2:48	4:38	7:30
২৫.০১.২৩ বুধবার	6:29	7:46	12:45	2:50	4:40	7:30
২৬.০১.২৩ বৃহস্পতিবার	6:28	7:45	12:45	2:51	4:42	7:30

নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

আর্জেন্টিনার ‘সীমা লঙ্ঘনের’ তদন্তে ফিফা

পোস্ট ডেস্ক : ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে দীর্ঘ ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। লিওনেল মেসিরা কাঙ্ক্ষিত বিশ্বকাপ জয়ের উদ্যাপনটাও করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। তবে উদ্যাপন শেষ করে আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়েরা আবার ফিরে গেছেন নিজ নিজ ক্লাবে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ক্লাব ফুটবলে। এতদিন পর এসে বড় একটা দুঃসংবাদ পেলেন মেসি ও তার বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থরা। বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা দলের ‘আক্রমণাত্মক আচরণে’র তদন্তে নেমেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগের পাশাপাশি ‘ভাঙচুর’ এবং ‘সম্পদ নষ্টের’ অভিযোগও উঠেছে মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে ফিফা। তদন্তের পর মেসি ও তার দলের ওপর নেমে আসতে পারে বড় শাস্তি। বিশ্বকাপ জয়ের উদ্যাপন করতে গিয়ে অধিনায়ক মেসির নেতৃত্বেই আর্জেন্টিনা দল ‘সীমা লঙ্ঘন’ করেছেড়এমন অভিযোগও উঠেছে। তদন্তের পাশাপাশি আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ‘শাস্তিমূলক কার্যক্রম’ও শুরু করে দিয়েছে ফিফা।

ফিফা মনে করছে, আর্জেন্টিনা দল আক্রমণাত্মক আচরণ, ফেয়ার প্লে নীতিমালা লঙ্ঘন এবং ‘খেলোয়াড় ও অফিশিয়ালদের বাজে আচরণ’ সম্পর্কিত নীতিমালা ভেঙেছে। তাই শৃঙ্খলা কমিটি ১১ ও ১২তম ধারায় তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগপত্রে ফিফা জানিয়েছে, বিশ্বকাপ জয়ের পর স্টেডিয়ামের যে স্থানটিতে মেসিদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারা ভাঙচুর করেছেন, সম্পদ নষ্ট করেছেন। অধিনায়ক মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনার পুরো দলই নাকি এই অপরাধে শামিল। এছাড়া মেসিরা গণমাধ্যমের সামনে সাক্ষাৎকারও দেননি।

অভিযোগের এখানেই শেষ নয়। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন গাভস হাতে আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের অশ্লীল ভঙ্গিতে উদ্যাপন, ড্রেসিংরুমে গিয়ে ফাইনালে হ্যাটট্রিক করা ফ্রান্সের তরুণ ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পেকে ব্যঙ্গ করে গান গাওয়া এবং দেশ আর্জেন্টিনায় ফিরে ছাদখোলা বাসে এমবাপ্পের পুতুল নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক উদ্যাপন-এসবও ফিফার অভিযোগের খাতায় যুক্ত হয়েছে। তদন্তে নামার আগে অভিযোগের বিষয়টি আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) জানিয়েও দিয়েছে ফিফা। পাশাপাশি এএফএ-কে তদন্তে সহযোগিতার করার নির্দেশও দিয়েছে ফিফা।

শুধু আর্জেন্টিনার দল নয়, আর্জেন্টিনার ফুটবল সংস্থার বিরুদ্ধেও তদন্ত করবে ফিফা। এএফএ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা মিডিয়া ও মার্কেটিং নীতিমালা ভঙ্গ করেছে। ফিফা মনে করছে এর মাধ্যমে এএডিফএ সিপ্লিনারি নীতিমালার ৪৪ নম্বর ধারা ভেঙেছে।

আর্জেন্টিনার দল এবং দেশটির ফুটবল সংস্থার পাশাপাশি ফিফা তদন্তে নেমেছে তৃতীয় হওয়া ক্রোশেয়ার বিরুদ্ধেও। ক্রোয়াটদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, মরক্কোর বিপক্ষে তৃতীয়স্থান নির্ধারণী ম্যাচ শেষে একটা বিতর্কিত গানে গলা মিলিয়েছেন লুকা মডরিচরা। যেটিকে সম্ভাব্য ‘বৈষম্য’ এবং ‘ম্যাচের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ভঙ্গ’ ধারায় তদন্ত হচ্ছে।

এদিকে মেক্সিকো, ইকুয়েডর ও সার্বিয়ার ফুটবল ফেডারেশনকে এরই মধ্যে শাস্তি দিয়েছে ফিফা। কাতার বিশ্বকাপে উল্লেখিত দলগুলোর সমর্থকরা আচরণবিধি ভাঙায় তিনটি দেশকেই জরিমানা করা হয়েছে। মেক্সিকোন

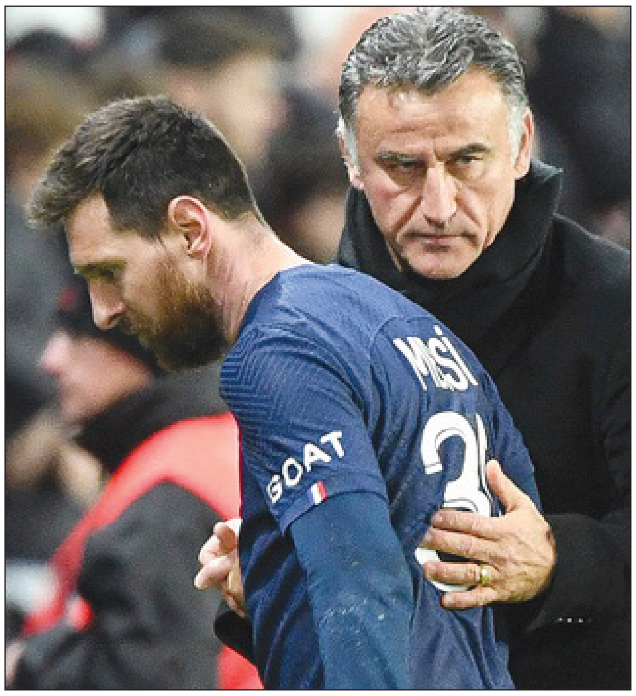

মেসিদের যা বললেন পিএসজি কোচ

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে প্রায় এক মাস। এই সময়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ব্যর্থ হওয়ার দুঃখ ভুলতে পেরেছেন নেইমার? শিরোপাবঞ্চিত হওয়ার ধাক্কা সামলে উঠতে পেরেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে? চ্যাম্পিয়ন লিওনেল মেসি হয়তো এখনও ফাইনালের সুখস্মৃতিতে বুঁদ। কাতারে যাই হোক, আক্রমণভাগের তিন তারকাকে ক্লাবের খেলায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) কোচ ক্রিস্তফ গালতিয়ে। মেসিদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপ শেষ।

নতুন বছরে ফরাসি লিগ ওয়ানে তিন ম্যাচ খেলে দু’বার হেরেছে লা প্যারিসিয়ানরা। রোববার তো বিশ্বসেরা তিন তারকা- মেসি, নেইমার এবং এমবাপ্পেকে নিয়েও জয় পায়নি পিএসজি। রেনের মাঠে হারে ১-০ ব্যবধানে। লীগ টেবিলের দ্বিতীয় দলের সঙ্গে ৭ পয়েন্ট ব্যবধান রেখে ২০২২ সাল শেষ করেছিল পিএসজি। তবে দুই হারে সেই ব্যবধান নেমেছে তিনে। বিশ্বসেরা স্কোয়াড নিয়েও তাই এমন ব্যর্থতা হতাশাব্যঞ্জকই। ম্যাচশেষে প্রাইম টিভিকে ক্রিস্তফ গালতিয়ে বলেন, ‘দলের পারফরম্যান্স নিয়ে খুব হতাশ আমি।

আমরা কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারিনি। ম্যাচে সামান্য দাপটও দেখাতে পারিনি।’ বিশ্বকাপ ভ্রম কাটিয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়ে খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে গালতিয়ে বলেন, ‘আমি বলছি না যে আমরা ভীত। তবে এখানে অনেক সতর্কতার বিষয় আছে। আমরা হাজারো অজুহাত খুঁজতে পারি। বিশ্বকাপ কিন্তু শেষ।’

পিএসজির বিপক্ষে অ্যারাবিয়ান স্কোয়াডের অধিনায়ক রোনালদো

পোস্ট ডেস্ক : আবারও লিওনেল মেসির মুখোমুখি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সৌদি আরবের দুই ক্লাব আল নাসর এবং আল হিলালের সম্মিলিত দলের হয়ে প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) বিপক্ষে খেলবেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। প্রীতি ম্যাচটিতে অ্যারাবিয়ান স্কোয়াডের নেতৃত্ব দেবেন রোনালদো।

আগামী ১৯শে জানুয়ারি সৌদি আরবের কিং ফাহাদ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রিয়াদ সেশন কাপ নামের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার রোনালদোকে নাসর-হিলাল দলের অধিনায়ক ঘোষণা করেন সৌদির জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির (জিইএ) চেয়ারম্যান তুর্কি আল শেখ। রোনালদোকে আর্মব্যান্ড পরিয়ে দেয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেন তিনি।

বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আল নাসর এফসিতে যোগ দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সৌদির ক্লাবটিতে আড়াই বছর খেলবেন তিনি। নাসরে যোগ দেয়ার বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও অভিষেক হয়নি রোনালদোর। অর্থাৎ, পিএসজির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে সৌদি ফুটবলে অভিষেক হবে পাঁচ ব্যালন ডি’অরের

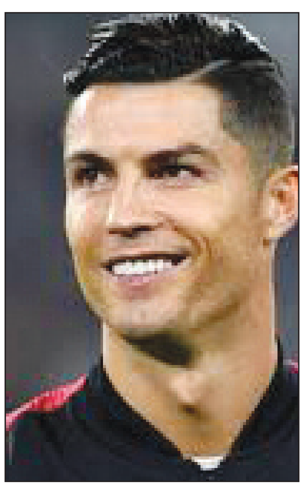

মালিকের। মূলত ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে পাওয়া নিষেধাজ্ঞার জেরেই নাসরের গত দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি রোনালদো। গত এপ্রিলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে থাকাকালীন এক এভারটন ভক্তের ফোন ভাঙেন রোনালদো।

এতে পর্তুগিজ তারকাকে দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেয় ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। যা বহাল আছে সৌদি প্রো লীগেও।

২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়েন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এতে লিওনেল মেসির সঙ্গে পর্তুগিজ সুপারস্টারের নিত্য লড়াইয়ের ইতি ঘটে। ২০২০-২১ চ্যাম্পিয়নস লীগের গ্রুপপর্বে দেখা হয় বার্সেলোনা-জুভেন্টাসের। সেটিই ছিল রোনালদো ও মেসির সবশেষ মুখোমুখি লড়াই। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিতব্য প্রীতি ম্যাচটিতে মেসি-রোনালদো মুখোমুখি হলে এটি হবে তাদের ৩৭তম লড়াই। স্প্যানিশ লা লিগায় ১৮ বার, চ্যাম্পিয়নস লীগে ৬ বার, কোপা দেল রে’তে ৫ বার এবং দু’বার আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে দেখা হয়েছে তাদের। এতে ২২ গোল করে ১৬ জয় পান মেসি। ২১ গোল করা রোনালদোর জয় সংখ্যা ১১।

ইংল্যান্ড সিরিজের আগে কোচ পাবে বাংলাদেশ!

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের পদ থেকে রাসেল ডমিঙ্গোর সরে দাঁড়ানোর পর থেকে ফাঁকা রয়েছে প্রধান কোচের পদ। বাংলাদেশের পরবর্তী কোচ কে হবে তা আনুষ্ঠানিকভাবে না জানালেও কবে কোচ পাবে সাকিবরা তা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

বাংলাদেশ দল কবে নতুন কোচ পাবে সে প্রসঙ্গে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস গণমাধ্যমকে বলেন, ‘হাতুরাসিংহের

(কোচ হওয়ার ব্যাপারে) কথা আমি বলতে পারছি না। আমি যেটা জানি, আমরা প্রধান কোচের জন্য চেষ্টা করছি। নির্দিষ্ট করে এখন কোনো নাম বলতে পারছি না। সামনে আমাদের ইংল্যান্ড সিরিজ আছে। ইংল্যান্ড সিরিজের আগে আমরা একজন প্রধান কোচ নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করব।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় সময় চলে যায়নি যে কোচ এখনই চলে আসতে হবে। এখন বিপিএল চলছে, আমাদের হাতে অনেক সময়ও আছে। তার আগে আমরা ইনশাআল্লাহ কোচ নিয়োগ দিতে পারব। ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে আপনারা ধরতে পারেন যে আমাদের ক্যাম্পেইন শুরু বিশ্বকাপের জন্য।’

যে কারণে পাকিস্তানের কোচ হতে চান না অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার

পোস্ট ডেস্ক : জাতীয় ক্রিকেট দলের জন্য একজন ভালো বিদেশি কোচ খুঁজছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। কিন্তু সেভাবে মেলাতে পারছে না কাউকেই। পুরোনো কোচ মিকি আর্থারকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি খণ্ডকালীন দায়িত্ব হলে রাজি আছেন, অন্যথায় নয়।

সর্বশেষ জিম্বাবুয়ের সাবেক অধিনায়ক ও ইংল্যান্ডের সাবেক কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার পিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাকে যেন কোচের সম্ভাব্য তালিকায় বিবেচনা করা না হয়।

কেন তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচ হতে চাচ্ছেন না? ক্রিকেট পাকিস্তানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমি বর্তমানে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত। এটা আমি উপভোগ করছি। পিসিবি এটা জানে।

ফ্লাওয়ার বর্তমানে পিএসএলের দল মুলতান সুলতানসের কোচের দায়িত্বে আছেন। পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্কে ধারণা আছে বলে তাকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভেবেছিল পিসিবি। কিন্তু সেটিও আপাতত হচ্ছে না।

CLASSIFIED

সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল- 07436796415
শেখ মোঃ মফিজুর রহমান

সিলেট শহরে বাসা বিক্রি

সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র কুমারপাড়া জামে মসজিদের সামনে এ ব্লকে ২.৮৮ শত জায়গার উপরে দুই তালা বাসা বিক্রি হবে।

নিচ তলায় তিনটি রুম একটি টয়লেট একটি রান্নাঘর ও দ্বিতীয় তলায় উপরের টিন, পেছনে দুই রুম এক টয়লেট এক রান্নাঘর। মাসে ২২ হাজার টাকা ভাড়া আসে।
পানি বিদ্যুৎ গ্যাস লাইন আছে। দেখাশোনার অভাবে বিক্রি করা হচ্ছে। মূল্য ৬৫ লক্ষ টাকা।

শুধুমাত্র ক্রেতারা যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।
হাফিজ ওয়াদুদ : 07904639658

TIJARAH SWEETS LTD
246A BOW ROAD, E3 3AP
Mob: 0774 249 1294

OUR SERVICES:	আমাদের সেবা সমুহ
Money Transfer/Bikash	মানি ট্রান্সফার / বিকাশ
Cargo / DHL	কারগো / ডি এইচ এল
Air ticket	এয়ার টিকেট/ নো ভিসা
No visa required	
Sweets	মিষ্টি

Open : Mon - Sun 9am - 8pm

জি২০ সম্মেলনের সুর বেঁধে দিলেন শেখ হাসিনা

জয়ন্ত ঘোষাল

এবার আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ‘ভয়েস অব দ্য সামিট’। চলতি বছর দিল্লিতে আসন্ন জি২০ সম্মেলনের প্রাক-প্রস্তুতি হিসেবে এই সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার গণভবন থেকে এই সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জি২০ জোটের কাছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ছয়টি প্রস্তাব রেখেছেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা জি২০-এর প্রধান সমন্বয়কারী ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে একদা ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলাও একইভাবে ভারতের পক্ষ থেকে যেসব কথা বলেছেন, তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রস্তাবগুলোর যথেষ্ট সাযুজ্য আছে। একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে, এই জি২০ সম্মেলনের আগে যেসব বিষয় বাংলাদেশ সরকার উত্থাপন করেছে, তার গুরুত্ব, তার প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করছে ভারত। কার্যত যৌথভাবে এগোনোর একটি অঙ্গীকার দেখা গেছে এই সম্মেলনে।

শেখ হাসিনার ছয়টি প্রস্তাব নিয়ে এই মুহূর্তে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েও চলছে জোর আলোচনা। এই ছয়টি প্রস্তাবের মধ্যে মহামারি কভিডের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের আরজি উল্লেখিত হয়েছে। এই মহামারি এমন এক মহামারি, যে মহামারি বিদায় জানিয়ে আবার নব কলেবরে আসার প্রচেষ্টা করছেড়এমনটিই আশঙ্কা গোটা বিশ্বের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ব্যাপারে সব দেশকে সতর্ক করেছে। চীনে নতুন করে এই ভাইরাসের প্রকোপ দেখা গেছে এবং অনেক মৃত্যু হয়েছেড়এমন খবরও আমাদের কাছে এসেছে। চীন নিজেও জি২০-এর অন্যতম সদস্য। চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং এই সম্মেলনে যোগ দেবেনড়এমনটিই আশা করা যাচ্ছে। সুতরাং এর আগে কভিড মহামারি মোকাবেলায় এই জি২০-এর সব দেশ একত্র হয়ে কিছু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেড়এমনটিই প্রত্যাশা।

শেখ হাসিনার ছয়টি প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবটি ছিল মহামারিকেন্দ্রিক। তাই বোঝা যাচ্ছে, তিনি কত গুরুত্ব দিতে চাইছেন এই বিষয়টিকে। শুধু করোনা মহামারি নয়, গোটা পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক সংকট, সেটি শুধু করোনা মহামারির জন্যই যে সংকট তা নয়, তেলের সংকট, মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য আবার নতুন করে আর্থিক বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। আর বৈষম্যটি এমন পর্যায়ে গেছে, যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ‘হ্যাভ’ এবং ‘হ্যাভ নট’-এর ফারাক হচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে। শেখ হাসিনা এই ফারাক ঘোচানোর জন্য একটি মজবুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করার দিকে এগোনোর চেষ্টা হচ্ছে।

অনেক সমালোচক বলেন, জি২০-এর সম্মেলনে কথাই সার। বাস্তবে প্রয়োগ হওয়াটা সবচেয়ে বেশি জরুরি, সেটা কোথায় হয়। সব সার্বভৌম রাষ্ট্র নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তারা সম্মিলিতভাবে একটি বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সর্বসম্মত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এমনটি কি আশা করা যায়?

এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, যা আমাদের প্রত্যাশা তার সবটা পূরণ হয় না। তবে বিদেশনীতির সাফল্য নির্ভর করে কতটুকু আমরা করতে পারলাম তার ওপর। অর্থাৎ বিদেশনীতিতে বলে অনংড়ষঁঃব ফবংরৎব. বিদেশনীতির সাফল্য নির্ভর করে উভভবপঃরাব ফবংরৎব-এর ওপর। অর্থাৎ কতটা আমরা কার্যকর করতে পারলাম তার ওপর। সুতরাং এই জি২০ সম্মেলনটা যদি ধরে নেওয়া যায় না হতো, তাহলে কী হতো? যদি কোনো সমন্বয় না থাকত, তাহলে কী হতো? এভাবে যদি ভাবা যায় তখন বোঝা যায়, এই সম্মেলনের গুরুত্বটা কোথায়।

‘ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট ২০২৩’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে জি২০ জোটের কাছে ছয়টি প্রস্তাব রেখেছেন। হাসিনা বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং কভিড মহামারির কারণে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একটি ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জি২০ জোটে শামিল সব দেশকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার এখনই উপযুক্ত সময়। ভার্চুয়াল মিটিংয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট ছয়টি প্রস্তাব রেখেছেন।

প্রথম প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে হাসিনা বলেন, এসজিডির সমান্তরালে সামগ্রিক বৈষম্য মোকাবেলায় একটি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করা হোক।

তৃতীয় প্রস্তাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোসহ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য বিশেষ অর্থায়নের প্রয়োজন। কাজেই তাদের উত্তরণের সময় এটি পূরণ করা হোক।

চতুর্থ প্রস্তাবে তিনি বলেন, নারীসহ সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে ‘ডিজিটাল ডিভাইডস’ এড়িয়ে সেতুবন্ধ গড়ার প্রয়োজনীয়তা। তরুণ জনগোষ্ঠীর পেছনে বিনিয়োগ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা আদায় করা আর সে জন্য অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সমর্থন অত্যাবশ্যক।

পঞ্চম প্রস্তাবে হাসিনা বলেন, প্রত্যেক মানুষেরই ভালোভাবে জীবনযাপনের সমান অধিকার নিশ্চিত করা উচিত। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মিয়ানমারের যেসব নাগরিককে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, সেসব নাগরিককে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা উচিত।

ষষ্ঠ প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা বলেন, বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সাউথ-সাউথ ও ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার করা দরকার। তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, থিংকট্যাংক, বেসরকারি খাত এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে সমর্থনটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ এই শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশকে অতিথি দেশ হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ হলো গোবাল সাউথের একটি দেশ। ‘এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’ এই ভাবনা নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য জি২০-এর সভাপতি হিসেবে ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাংলাদেশ স্বাগত জানায়। এ ছাড়া জি২০-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারত সরকারকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শবিষয়ক কার্যক্রম, এর মাধ্যমে জি২০ প্ল্যাটফরমকে আরো অর্থবহ করার জন্য নরেন্দ্র মোদির যে আন্তরিকতা, তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন বলে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা বলেন, কভিড মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা থেকে শুরু করে খাদ্য, জ্বালানি ও সারের সংকট দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া আছে জলবায়ু পরিবর্তন। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সম্মিলিতভাবে সাহসী ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন। এ ছাড়া বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য তাঁরা যে কয়েকটি মেগাপ্রকল্প শুরু করতে চলেছেন, তার জন্য উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের প্রয়োজন আছে। সে বিষয়ে জি২০ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেড়আশা করেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, কভিড মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ আরো নানা সমস্যায় জর্জরিত এই ক্রমবর্ধমান সংকটের মধ্যে সমাধানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ভারত। বিগত কয়েক বছরে ভারতের বৈশ্বিক অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারি যে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আশার আলো ছড়িয়েছে, এমনটা তো বলাই যায়। সে ক্ষেত্রে এই জি২০ এমন এক প্ল্যাটফরম, যেখানে রয়েছে বিশ্বের প্রধান উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে। এর আগে করোনা মোকাবেলায় ভ্যাকসিন ও অক্সিজেন দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সহায়তা করেছে ভারত। এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও প্রতিবেশী দেশসহ ইন্দোনেশিয়ার আচেহ থেকে আফ্রিকার উপকূলবর্তী দেশ মোজাম্বিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। তিনি আরো বলেছেন, বিশ্বের শীর্ষ ২০টি অর্থনৈতিক শক্তির জোট জি২০-এর সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব হাতে নিয়ে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা ও শক্তির মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় ভারতের সামর্থ্য ও দক্ষতার বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

দিল্লিতে ‘ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট ২০২৩’ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলা যেতে পারে, জি২০ সম্মেলনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। বলা যেতে পারে, শেখ হাসিনা গণভবন থেকে বক্তব্য জানিয়ে এই জি২০ সম্মেলনের এজেন্ডায় একটি সুর বেঁধে দিলেন। আমাদের গভীর প্রত্যাশা, এই ছয় দফা কর্মসূচি শুধু ভারত নয়, গোটা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে প্রাসঙ্গিক এবং গ্রহণযোগ্য হবে। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের মৈত্রীর কাহিনি।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Ambulance workers announce strikes in February & March

Post Desk : Thousands of ambulance workers are to join nurses in striking next month in the biggest NHS walkout, their union has announced.

More than 10,000 paramedics, emergency care assistants, call handlers and other ambulance workers represented by the GMB union will stop work on February 6, February 20, March 6 and March 20 in a dispute over pay.

With nurses represented by the Royal College of Nursing also striking on February 6, it is the first time ambulance workers and nurses have walked out on the same day.

Eight ambulance services in England and Wales will be affected, including the South West, South East Coast and Yorkshire. This is in addition to strikes by the West Midlands and North West ambulance services planned for next week.

Ambulance workers represented by Unite are likely to announce further strikes as the bitter dispute with the government over pay and conditions continues.

Representatives from the union, which has 100,000 NHS workers, are already walking out in Wales tomorrow and on Monday.The dates chosen by the GMB could mean a clash with a walkout from junior doctors represented by the British Medical Association, which is balloting members on a 72-hour strike scheduled for March.

Rachel Harrison, the GMB national secretary, said: "GMB's ambulance workers are angry. In their own words, 'they are done'. Our message to the government is clear — talk pay now. Ministers have made things worse by demonising the

ambulance workers who provided life and limb cover on strike days — playing political games with their scaremongering. "The only way to solve this dispute is a proper pay offer. But it seems the cold, dead hands of No 10 and 11 Downing Street are stopping this from happening. It's up for this government to get serious on pay.

Matthew Taylor, chief executive of the NHS Confederation, said the combined walkout by nurses and ambulance workers "takes us deeper into the situation NHS leaders have been warning against — a war of attrition between the government and unions spanning several months at a time when NHS services are seeing unprecedented pressures". He added: "The longer this vicious cycle continues the longer it will take for the NHS to tackle the elective backlog."He said health leaders were increasingly frustrated with the "impasse we seem to have reached", calling for the government to engage with unions on pay.

The last strike on January 11 involved 25,000 workers from the GMB and Unison unions walking out after rejecting the government pay offer.

Ambulance staff had been offered a 4-5 per cent pay increase — which amounted to about £1,400 per head — but unions want an offer closer to the inflation level of 10.5 per cent.

The average annual pay for ambulance staff in England is £46,643, according to figures from NHS Digital for the year to March 2022. However, much of this figure came from extra payments for overtime and shift work.Last week Steve Barclay, the health secretary, wrote to the GMB and told it the "voluntary arrangements" the union put in place for walkouts were not enough to "ensure patient and public safety".

Ukraine's interior ministry leadership killed in helicopter crash

Post Desk : The three main figures in Ukraine's interior ministry have been killed in a helicopter crash beside a nursery in an eastern suburb of the capital Kyiv.

Interior Minister Denys Monastyrsky, 42, died alongside his first deputy minister and state secretary.

Fourteen people died when the helicopter came down in Brovary around 08:30 local time (06:30 GMT), including one child, authorities said.

There is no indication the crash was anything other than an accident.

But the SBU state security service said it was following several possible causes for the crash, which included sabotage as well as a technical malfunction or breach of flight rules.

The helicopter came down near a kindergarten building which was left badly damaged and blackened by smoke.

The State Emergency Service had previously stated that up to 18 people were killed but later revised the death toll from the crash, saying 14 had died.

Mr Monastyrsky, who was one of President Volodymyr Zelensky's longest serving political advisers, is the highest profile Ukrainian casualty since the war began.

The deputy head of Ukraine's presidential office, Kyrylo Tymoshenko, said the minister had been travelling to a war "hot spot" when his helicopter went down.

The head of police in the north-eastern city of Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, said the ministerial team were on their way to meet him there and he had spoken to them only yesterday.

The minister's death cuts to the heart of the government in Kyiv as the interior ministry has the vital task of maintaining security and running the police during the war.

Appearing via video-link at the World Economic Forum in Davos, President Zelensky asked leaders to observe a minute of silence for the lives lost in the helicopter crash, and later added "there are no accidents at war time. These are all war results absolutely."

The Ukrainian president added that he was not concerned for his own safety.

The head of Ukraine's national police force, Ihor Klymenko, has been appointed acting interior minister following Mr Monastyrsky's death.

Tower Hamlets Council published full proposed budget

"Tower Hamlets Council today published its full proposed budget for the year 2023-2024, subject to the approval of a meeting of the Council's Cabinet and Full Council.

"This follows months of careful planning and scrutiny of existing resources available to the Local Authority, including by its revenue, capital and fees, and charges bodies.

"The budget represents the next stage in Mayor Lutfur Rahman's vision to rebuild Tower Hamlets, and continues in his tradition of prioritising investment in key services and communities over adherence to austerity orthodoxy.

"The budget signals huge investment in key services, cut by the previous Labour administration despite ample reserves. This includes:

- £11.5million of investment in Youth Services, including an additional £8.5million in Young Tower Hamlets on top of £3million already invested in the Borough's Youth Services
- £5.7million of investment to extend Universal Free School Meals to all Primary and Secondary School pupils – making us the only Borough in the country to do so
- £1.1million on the reintroduction of the Mayor's Education Maintenance Allowance and University Bursary schemes
- £5million in investment in Community Safety
- £8 million on green initiatives and programmes aimed at addressing the climate emergency
- Provision to build 1,000 affordable homes per year for four years – a total of 4,000 this term
- £2.4million of free community-based care services for the most vulnerable and elderly residents.
- Nearly £500,000 of investment reopening the Watney Market Idea Store
- £800,000 investment in the promotion of Community Languages
- £1.1million in investment in the Borough's Residents Hubs
- £4.5million a year in investment for the Community and Voluntary sector

"Alongside this, there is a pledge to invest in six capital programmes that honour the Mayor's Manifesto commitments, including:

- An Institute of Academic Excellence to accelerate widespread admission to top universities.
- Children's care, so that children's needs are met and development can be monitored, assessed, and improved.
- Adult care, providing quality homes and care to support those most vulnerable in the Borough.
- Culturally Sensitive drug and alcohol treatment.
- A Bangladeshi women's project, offering dedicated support based on the needs of local women.
- A Somali resource hub for Tower Hamlets' growing Somali community."

Speaking after the Budget's publication, Mayor Lutfur Rahman said:

"I am pleased to see the publication of the Council's Budget pack earlier today. These are not easy times. Thousands of our residents are living in poverty; 40% of our children remain below the breadline. I know I was elected Mayor to address these challenges. This budget is my first attempt to make good on this promise.

"This budget demonstrates that austerity and the cutting of vital services is a political choice rather than economic necessity. That is why we are reinvesting in our frontline services, from young people and education, to Waste Management. From care, to public safety – ensuring that our residents receive the best quality of life in spite of difficult economic and social circumstances.

"This is just the beginning. We are laying the foundations for an economic and social programme of real change in Tower Hamlets. As someone who has witnessed change in this Borough for five decades – both good and bad – I relish this opportunity to improve the lives of our residents and make Tower Hamlets the best place to live for all."

Cllr Saied Ahmed, Cabinet Member for Resources, went on to say:

"This is now a Council that will invest to save in the long run. We will not bow to the pressures imposed upon us by the Cost of Living and Energy crises, nor will we undermine and underfund key services in the Borough. This Budget has been designed in a way that addresses the priorities laid out in our transformative, popular Manifesto. This is a prudent budget that will deliver for the residents of Tower Hamlets and prioritise and protect the delivery of key services."

A spokesperson for the Aspire Party added:

"The people of Tower Hamlets suffered 7 years of swingeing cuts to vital frontline services, leading to an unprecedented deterioration in their quality of life and an unprecedented collapse in community cohesion.

"Meanwhile, the previous administration sat on tens of millions of pounds waiting for a 'rainy day', too privileged and detached from the people who elected them to realise that one had already arrived."

The Council's full budget can be found here: https://democracy.towerhamlets.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=720&MId=13175&Ver=4

MetLife Bangladesh opens Children Daycare Center for working parents

[Dhaka, January 16, 2023] To support working parents and build a more inclusive workplace, MetLife Bangladesh has recently launched a Children Daycare center at its Head Office in Motijheel. Working parents of MetLife will now have access to a range of childcare options and the facility to keep their children in a safe and secure Daycare center.

Research shows that taking care of children is one of the major concerns for any working parents. According to a Harvard study, globally nearly 20% of working parents leave their work or reduce working hours solely due to lack of childcare.

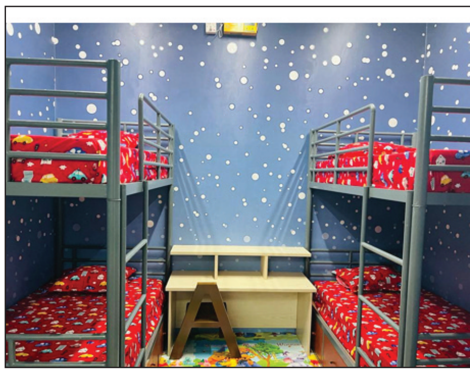

Commenting on the initiative, MetLife Bangladesh's Chief Executive Officer, Ala Ahmad, said, "At MetLife, we take care of our associates holistically. Family and children are essential part of our life, and the newly launched Daycare Center will provide MetLife's working patents the confidence of knowing that their children are enjoying the workplace too."

"We spend a lot of time at work, so it's important for us to provide our employees with access to amenities that make their lives easier. That is why we wanted to introduce this daycare facility to provide working parents assurance and peace of mind", commented Tauhidul Alam, Assistant Managing Director and Chief Human Resources Officer of MetLife Bangladesh.

Special ticket for Ronaldo-Messi encounter fetches $2.6m in Saudi Arabia

Winning bidder Al-Ghamdi will attend the winner's ceremony after the match, enter the dressing rooms, and meet the two players

A Saudi Arabian businessman won the bidding to watch the latest chapter in Cristiano Ronaldo and Lionel Messi's celebrated rivalry in global soccer with a 10 million riyals ($2.66 million) bid for a ticket to their showpiece game.

The Saudi government's entertainment arm said on Twitter that Mushref Al-Ghamdi, general manager of real estate group AqarOne, was the highest bidder for a "Beyond Imagination" ticket.

The winner will attend Thursday's match in Riyadh featuring a combined team from Saudi clubs Al Nassr - who recently signed Ronaldo - and Al Hilal versus Messi's Paris St Germain in the duo's first on-pitch meeting since Juventus beat Barcelona 3-0 in December 2020.

Winning bidder Al-Ghamdi will attend the winner's ceremony after the match, enter the dressing rooms, and meet the two players who for years have vied to be the world's greatest.

Though revenue from the auction will go to charity, the event could also fuel accusations of "sportswashing" by Saudi Arabia -- distracting attention from rights abuses by splashing money on sport.

As well as attracting Ronaldo, Saudi Arabia have signed up Messi as a tourism ambassador. Paris St Germain is owned by the Qatari government, which has just staged the World Cup.

South African batsman Amla announces retirement

South African batting great Hashim Amla announced his retirement from cricket on Wednesday after helping Surrey to the English county championship last year.

The 39-year-old had already retired from international cricket in 2019.

Amla scored 18,672 runs for the Proteas across the three formats from 2004-2019 and is South Africa's second highest Test run scorer of all time behind Jacques Kallis.

His 311 not out against England at The Oval in July 2012 is still the highest Test score by a South African player.

"I have great memories of the Oval ground and to finally leave it as a player fills me with immense gratitude for what has been," he told the Surrey website.

Champion Nadal crashes out of Australian Open

The defending champion aggravated a hip problem during his defeat to Mackenzie McDonald, adding a new twist to the Grand Slam titles race

Defending champion Rafa Nadal crashed out of the Australian Open second round on Wednesday after aggravating a hip problem during his 6-4 6-4 7-5 defeat to Mackenzie McDonald, the Spaniard's latest entry in an injury-blighted history at Melbourne Park.

Nadal's elimination shakes up the men's draw and puts a twist in the Grand Slam titles race, with nine-times champion Novak Djokovic able to draw level with the Spaniard's 22 major championships should he take a 10th crown at Melbourne Park.

Nadal tweaked his left hip while running for a backhand in the second set at Rod Laver Arena, and after inspection from a trainer when trailing 6-4 5-3, he went off-court for a medical time-out.

He returned grim-faced to play out the match but his movement was clearly affected, particularly on his backhand side, paving the way for McDonald to end the Spaniard's bid for a third title at Melbourne Park.

Nadal said the hip had bothered him for a couple of days but nowhere near to the extent of Wednesday's match.

"I don't know what's going on, if it's muscle, if it's (the) joint," he told reporters.

"I have a history (of) hip issues. I had to do treatments in the past, address it a little. (It) was not this amount of problem. Now I feel I cannot move."

In the 2018 Australian Open, Nadal was forced to retire in the fifth set from his quarter-final against Marin Cilic while trailing 3-6 6-3 6-7(5) 6-2 2-0 because of a hip injury.

Before Nadal broke down on Wednesday, hard-hitting McDonald had played superbly to take the first set, going toe-to-toe with the 36-year-old Mallorcan and winning most of the baseline exchanges.

If there were any demons from their only previous meeting, a straight sets thrashing by Nadal at the 2020 French Open, McDonald erased them on the Rod Laver Arena hard court.

"He's an incredible champion, he's never going to give up regardless of the situation so even closing it out against a top guy like that is always tough," said McDonald.

"I was trying to stay so focused on what I was doing and he kind of got me out of that with what he was doing."

Nadal returned to court after his time-out to a big ovation and earned more cheers when he held serve.

His gloomy expression told the story, though, and he declined to retrieve a drop-shot in the next game, shaking his head at his entourage.

McDonald took the second set when Nadal whacked a forehand into the net, and the Spaniard thudded his racket into his chair at the change of ends.

Year: 20 ◆ Issue: 951 ◆ Friday 20 January - Thursday 26 January 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

আইএমএফ থেকে কোনো শর্তে ঋণ নিচ্ছে না বাংলাদেশ : প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সংসদে বলেছেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে কোনো শর্ত দিয়ে ঋণ নিচ্ছে না।

তিনি বলেন, 'আইএমএফ কেবল তখনই (যে কোন দেশকে) ঋণ দেয় যখন দেশটি ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা অর্জন করে। আমরাতো তেমন কোনো শর্ত দিয়ে ঋণ (আইএমএফ থেকে) নিচ্ছি না।'

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মো. মুজিবুল হকের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

একটি পয়েন্ট অব অর্ডারের উপর ভিত্তি করে, মুজিবুল হক বলেন, বাংলাদেশ এখন আইএমএফ থেকে ঋণ পেতে কিছু শর্ত পূরণ করছে এবং ইতিমধ্যে বিদ্যুতের শুল্ক বাড়িয়েছে এবং ঋণের কারণে গ্যাসের শুল্ক বৃদ্ধি করবে, যা পণ্যের দাম এবং মূল্যস্ফীতির দিকে

নিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা তো বিদ্যুৎ ও গ্যাসে ভর্তুকি দিচ্ছি। আমার প্রশ্ন হলো পৃথিবীর কোন দেশ গ্যাস আর বিদ্যুতে ভর্তুকি দেয়? কেউ দেয় না।'

স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় জাতীয় পার্টির সাংসদের আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে কিছু ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানার মালিকদের উদ্দেশ্যে করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ চাইলে যে মূল্যে কিনে আনবো সেই মূল্য তাদের দিতে হবে। এখানে ভর্তুকি দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

তিনি বলেন, আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়িয়েছি। কিন্তু বিদ্যুৎ ব্যবহারে সকলকে সাশ্রয়ী হতে হবে। ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধের পর ইংল্যান্ড বিদ্যুতের দাম ১৫০ ভাগ বাড়িয়েছে। আমরা তো মাত্র ৫ শতাংশ বাড়ালাম আর বাল্কে কিছু গ্যাসের দাম বেড়েছে। এলএনজি আমরা যেটা ৬ ডলারে স্পট প্রাইসে কিনতাম, সেটা এখন ৬৮ ডলারে। কত ভর্তুকি দেবে সরকার? সরকার যে ভর্তুকি দেবে সেটা তো জনগণেরই টাকা। আর দ্রব্যমূল্য আজেকে সারা বিশ্বেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রনে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেন, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের যারা আমরা তাদের জন্য টিসিবির ফেয়ার প্রাইস কার্ড দিয়ে দিয়েছি। যেখানে ৩০ টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারে। তেল, চিনি, ডাল সীমিত আয়ের মানুষ ন্যায্য মূল্যে কিনতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছি। --১৭ পৃষ্ঠায়

ইতালির 'মাফিয়া সম্রাট' মেসিনা গ্রেপ্তার

পোস্ট ডেস্ক : ইতালির 'মাফিয়া সম্রাট' মাত্তেও মেসিনা দেনারো গ্রেপ্তার হয়েছেন। সোমবার ইতালির সিসিলি দ্বীপের রাজধানী পালেরমোর একটি বেসরকারি ক্লিনিক থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ৩০ বছর পলাতক ছিলেন। ইতালির 'মোস্ট ওয়ান্টেড' আসামির তালিকায় নাম আছে তাঁর।

পুলিশের বরাতে ইতালির সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, মেসিনা ক্যানসারে আক্রান্ত। পালেরমোর ওই ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে যেতেন তিনি। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে যে অভিযান চালানো হয় তাতে সশস্ত্র বাহিনীর শতাধিক সদস্য অংশ নেন। গ্রেপ্তার করার পর মেসিনাকে একটি গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কুখ্যাত কোসা নোস্ত্রা মাফিয়া দলের প্রধান মেসিনার বিরুদ্ধে অসংখ্য হত্যার অভিযোগ আছে। মেসিনা একবার বলেছিলেন, তিনি যত মানুষকে হত্যা করেছেন তাঁদের দিয়ে একটি কবরস্থান ভরিয়ে ফেলা যাবে। হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ২০০২ সালে পলাতক অবস্থাতে তাঁর যাবজ্জীবন

কারাদণ্ড দেয় আদালত।

১৯৯২ সালে মাফিয়াবিরোধী দুইজন সরকারি কৌঁসুলি, ১৯৯৩ সালে মিলান, রোম ও ফ্লোরেন্স শহরে প্রাণঘাতী বোমা হামলা এবং মাফিয়া থেকে রাষ্ট্রপক্ষের অন্যতম প্রধান সাক্ষী হওয়া এক ব্যক্তির ১১ বছরের ছেলেকে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ইতালির আদালতে তাঁকে এ সাজা দেয়।

পুলিশ বলেছে, --১৭ পৃষ্ঠায়

বান্দরবানের তমব্রু সীমান্তে গোলাগুলি, রোহিঙ্গা বসতিতে আগুন

বিশেষ সংবাদদাতা : বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুমের তমব্রু সীমান্তের শূন্যরেখায় অবস্থিত কোনারপাড়া রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে মিয়ানমারের দুই সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি হয়েছে। বুধবার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া গোলাগুলি রাতে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন শূন্যরেখার ক্যাম্পে থাকা--১৭ পৃষ্ঠায়

টাকার মান কমার আশঙ্কা

বিশেষ সংবাদদাতা : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশে আরও পড়বে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার কারণে ডলারের বাজারে অস্থিরতা থাকবে। এতে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাবে। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় চলতি হিসাবে ঘাটতিও বাড়বে। এসব কারণে মূল্যস্ফীতির হারে চাপ বাড়বে। এ চাপের কারণে এ হার নিয়ন্ত্রণে রাখা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি মন্দা মোকাবিলায় সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের ফলে বিনিয়োগ বাড়বে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে ডলারের সংকট কিছুটা কমে আসবে। আগের বছরের তুলনায় ডলারের দাম বৃদ্ধির প্রবণতাও কিছুটা কমবে। মঙ্গলবার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বার্ষিক রিপোর্ট ২০২১-২২' শীর্ষক প্রতিবেদনে --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে টিউব ও বাস ভাড়া দ্বিগুন বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : লন্ডনে এবার টিউব ও বাসের ভাড়া দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেয়র সাদিক খান বুধবার এ ঘোষনা দেন।

টিউব এবং বাসের ভাড়া গড়ে ৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে মেয়রের ঘোষনায় উঠে এসেছে। আর তা হবে এক দশকেরও বেশি সময়ের জন্য সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি। যেখানে কাউন্সিল ট্যাক্স বিলে ৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃদ্ধি। ৫ মার্চ থেকে বাস ভাড়া ১০পি বৃদ্ধি পাবে। আর এখন তা হবে ১.৭৫ পাউন্ড। কতটি অঞ্চলে ভ্রমণ করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে পে-অ্যাস-ইউ-গো টিউব ভাড়ার দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ক্যাপ ৬.৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে।

মহামারীর শুরুতে ৬০ বছরের বেশি বয়সী লন্ডনবাসীদের সকাল ৯ টার আগে বিনামূল্যে ভ্রমণ করার সুযোগ ছিল। বুধবার থেকে --১৭ পৃষ্ঠায়

ন্যাশনেল আইডি কার্ড প্রদান ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দাবীতে লুটনে মত বিনিময় সভা

স্টাফ রিপোর্টার: প্রবাসী বাংলাদেশী ভোটাধিকার আন্দোলন ইউকে ও ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজের উদ্যোগে গত ৯ই জানুয়ারী সোমবার লুটন শহরের লিগ্রোভ রোডস্থ কমিউনিটি হলে বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে ন্যাশনেল স্মার্ট আইডি কার্ড প্রদান ,পাওয়ার অব এটরণি ও পাসপোর্ট প্রদানে হয়রানী বন্ধের দাবীতে এক --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে 'এক্সপ্লোর বিয়ানীবাজার' প্রদর্শিত হবে ২২ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার: কালের 'নবদ্বীপ' ও ঐতিহ্যের 'পঞ্চখন্ড' খ্যাত সিলেটের বিয়ানীবাজারের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতিসহ নানা দিক নিয়ে নির্মিত হয়েছে- --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদ ইউকের নির্বাচন সম্পন্ন

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান পরিষদ ইউকের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে গত ১৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার। পূর্ব লন্ডনের ইম্প্রেশন হলে আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সভায় --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk